মাধবাচার্য্য

ব্রাহ্মণ গরিমাপূর্ণ

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক ।)

ভক্তকবি তুলসীদাস, বসন্ত প্রসূন, সফল-স্বপন ইত্যাদি প্রণেতা

শ্রীযুক্ত প্রসাদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

প্রণীত ।

সন ১৩৩০ সাল।

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।]

Publishers—

P. GANGULY,

COCHRANE ROAD,

SERAMPORE.

Printed by

K. C. Dass.

AT THE

TOWN PRINTING WORKS,

Serampore.

উৎসর্গ।

মাতৃপদকমলে।

উপহার।

শ্রী ——————————————————————— র

করকমলে এই নাটকখানি

——————————— স্বরূপ

———————————

প্রদত্ত হইল।

ইতি—

শ্রী ———————————————

———————————

তারিখ }
সন ১৩৩ সাল। }

মুখবন্ধ।

মৎপ্রণীত কয়েকখানি নাটক উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনয় করিবার পর, শ্রীরামপুর এফ, ডি, ক্লাব, আমায়—যুগাবতার কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মার জীবনী নাটকাকারে অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে আমি জগদ্‌গুরু মাধবাচার্য্যের অলৌকিক চরিত্র যথাসম্ভব সংযুক্ত করিয়া—এই দেবনাটকখানি প্রণয়ন করিয়াছি।

মাধবাচার্য্য অবতারবিশেষ। তিনি দাক্ষিণাত্যে তুলুব নামক গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণের কুলে ১১২১ শকে জন্মগ্রহণ করেন; এবং ভারতের দক্ষিণাপথে মধ্ব্যাচার্য্য ও বঙ্গভূমে মাধবাচার্য্য নামে অভিহিত হন। তিনি লুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের স্থাপন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের হস্ত হইতে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার ন্যায় দিগ্বিজয়ী, অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভঞ্জনকারি শক্তিময় মহাপুরুষ, তৎকালে বা তৎপূর্ব্বে কেহ ছিলেন না।

তিনি দ্বৈতবাদী ও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাযোগী ছিলেন; এবং যে ভাবে হৃদয়গ্রাহিনী প্রাঞ্জলভাষায় একশত আটখানি ভাষ্য, মহোপনিষদ, দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়া, মানবের মুক্তির পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য ঠিক সেইরূপ সূক্ষ্ম সরল মীমাংসায়, জটীল বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য প্রণয়নে যশঃ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

স্বদেশ ও ধর্ম্মরক্ষণে, সেই মহাপ্রাণ ঋষিবর এক হাতে শাস্ত্র অন্য হাতে শস্ত্র ধরিতেন। তিনি প্রধান বৈষ্ণব ছিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম অঙ্কিত থাকিত; তিনি বদনে অহরহঃ হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অনেক পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম তিনিই পাপীর পরিত্রাণের উপায়, সর্ব্বসাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা হরিনাম গাঁথা দিগদিগন্তে প্রচারিত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মধ্যসম্প্রদায়ভুক্ত শুদ্ধাচারি একনিষ্ঠ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ ও বহুশত বিষ্ণু মন্দির, মঠাদি, এখনও সমভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার অমানুষিক কার্য্যাবলী, বিশ্বকোষ, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর প্রাচীন গ্রন্থ দ্রষ্টব্যে ও দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে সম্যকরূপে জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন এই যে, এই নাটকের আদ্যন্ত "প্রুফ" সংশোধন করিয়া, 'সমানে সমান', 'মেহার' ইত্যাদি নাটক প্রণেতা পণ্ডিতবর শশিভূষণ কাব্যতীর্থ মহাশয় এবং এই নাটক অভিনয় কল্পে 'প্রেমের নেশা' ও 'মাণ্ডলবিপ্লব' রচয়িতা শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ও শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়গণ বিশেষ সাহায্য করিয়া আমায় চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি—

শ্রীরামপুর, কপরেন্ রোড। অক্ষয় তৃতীয়া, সন ১৩৩০ সাল।	}	ভক্তচরণাবনত— গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মাধবাচার্য্য	...	...	ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
সনাতন	...	...	ঐ অন্তরঙ্গ।
মদনমোহন শাস্ত্রী	...	...	বিশিষ্ট পণ্ডিত।
মেঘনাদ / সাতকড়ি	...	...	ভণ্ডদ্বয়।
বাণভট্টম	...	...	বৌদ্ধগুরু।
পুষ্পাদিত্য	...	...	দাক্ষিণাত্যের রাজা।
যক্ষশীলা	...	...	ঐ পুত্র।
কবিতাকুমার	...	...	রাজকবি।
হুন সম্রাট।			
পাতঞ্জল বা কপিঞ্জল	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।

মন্ত্রী, দস্যুদ্বয়, দস্যুসর্দ্দার, রাজকর্ম্মচারী, দূত, জনৈক বালক, নাগরিকদ্বয়, ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষুগণ, সৈন্যদ্বয় ও শৈবগণ।

স্ত্রী

আনন্দময়ী	...	...	মাধবাচার্য্যের জননী।
কাঞ্চন	...	...	মদনমোহন শাস্ত্রীর কন্যা।
চন্দ্রা	...	...	পুষ্পাদিত্যের মহিষী।
হাসি	...	...	কবিতাকুমারের স্ত্রী।
চিত্রা	...	...	ঐ কন্যা।

নর্ত্তকীগণ, ভিক্ষুণীগণ ও সখীগণ।

শঙ্করাচার্য্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বকুল তাল তমাল পরিশোভিত, জ্ঞানের কর্ম্মভূমি দক্ষিণপথের অন্তর্গত, ভুলুবের পাদদেশ ধৌত করিয়া একটী ক্ষুদ্রকায়া তটিনী, বক্রগতিতে সাগরের পথে প্রবাহিতা। উক্ত নদীতট বহিয়া সুদূরগামি পথের চিহ্ন—শ্যামল ছায়া শীতল বনবীথির মধ্য দিয়া লোহিত রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে। দূরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের ধুম্রবর্ণ শৃঙ্গমালা দৃষ্ট হইতেছিল। গন্ধমদির মলয়ানীলসিক্ত—মধুর অপরাহ্নকাল। ভ্রমর গুঞ্জন ও নীড়াগত কাকলীগীতি মুখরা—সরস বসন্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিতা ধরিত্রীকে আনন্দস্রোতে নিমগ্ন করিয়া—বৈচিত্রময় রঙের পশরা ঢালিয়া, তখন অস্তগামী রবির পীতাভা—নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় উজ্জলবর্ণে নীলাম্বরের কোলে বিলীন হইতেছে।]

(সন্ন্যাসী বেশে বালক মাধব, সনাতন ও বালকদ্বয় সমাসীন।)

১ম বালক। মাধব, মাধব! আজ তোর একি বেশ ভাই?

মাধব। এ সন্ন্যাসীর বেশ; এই দীনসাজে সাজতে আমি বড় ভালবাসি—আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই; তাই, আমার মনের কথা জানতে পেরে আমার সঞ্চিত বাসনা পূর্ণ ক'ত্তে—আজ কে একজন সন্ন্যাসী এসে, আমায় এই বেশে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মাধবাচার্য্য	...	...	ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
সনাতন	...	...	ঐ অন্তরঙ্গ।
মদনমোহন শাস্ত্রী	...	...	বিশিষ্ট পণ্ডিত।
মেঘনাদ, সাতকড়ি	...	...	ভণ্ডদ্বয়।
বাণভট্টম	...	...	বৌদ্ধগুরু।
পুষ্পাদিত্য	...	...	দাক্ষিণাত্যের রাজা
যক্ষশীলা	...	...	ঐ পুত্র।
কবিতাকুমার	...	...	রাজকবি।
হুন সম্রাট।			
পাতঞ্জল বা কপিঞ্জল	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।

মন্ত্রী, দস্যুদ্বয়, দস্যুসর্দ্দার, রাজকর্ম্মচারী, দূত, জনৈক বালক, নাগরিকদ্বয়, ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষুগণ, সৈন্যদ্বয় ও শৈবগণ।

স্ত্রী।

আনন্দময়ী	...	...	মাধবাচার্য্যের জননী।
কাঞ্চন	...	...	মদনমোহন শাস্ত্রীর কন্যা।
চন্দ্রা	...	...	পুষ্পাদিত্যের মহিষী।
হাসি	...	...	কবিতাকুমারের স্ত্রী।
চিত্রা	...	...	ঐ কন্যা।

নর্ত্তকীগণ, ভিক্ষুণীগণ ও সখীগণ।

আত্মত্যাগ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[বকুল তাল তমাল পরিশোভিত, জ্ঞানের কর্ম্মভূমি দক্ষিণপথের অন্তর্গত, তুলুবের পাদদেশ ধৌত করিয়া একটী ক্ষুদ্রকায়া তটিনী, বক্রগতিতে সাগরের পথে প্রবাহিতা। উক্ত নদীতট বহিয়া সুদূরগামি পথের চিহ্ন—শ্যামল ছায়া শীতল বনবীথির মধ্য দিয়া লোহিত রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে। দূরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের ধুম্রবর্ণ শৃঙ্গমালা দৃষ্ট হইতেছিল। গন্ধমদির মলয়ানীলসিক্ত—মধুর অপরাহ্নকাল। ভ্রমর গুঞ্জন ও নীড়াগত কাকলীগীতি মুখরা—সরস বসন্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিতা ধরিত্রীকে আনন্দস্রোতে নিমগ্ন করিয়া—বৈচিত্রময় রঙের পশরা ঢালিয়া, তখন অস্তগামী রবির পীতাভা—নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে নীলাম্বরের কোলে বিলীন হইতেছে।]

(সন্ন্যাসী বেশে বালক মাধব, সনাতন ও বালকদ্বয় সমাসীন।)

১ম বালক। মাধব, মাধব! আজ তোর একি বেশ ভাই?

মাধব। এ সন্ন্যাসীর বেশ; এই দীনসাজে সাজতে আমি বড় ভালবাসি—আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই; তাই, আমার মনের কথা জানতে পেরে আমার সঞ্চিত বাসনা পূর্ণ ক'ত্তে—আজ কে একজন সন্ন্যাসী এসে, আমায় এই বেশে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

২য় বালক। সন্ন্যাসীর সাজে মাধবকে বড় সুন্দর মানিয়েছে।

সনাতন। কে সে সন্ন্যাসী দাদা?

মাধব। তাকে চিনি চিনি ক'রেও চিনতে পারিনি; সে যেন চেনা চেনা, অনেক দিনের জানাশুনা—আপনার হ'তে আপনার।

সনাতন। সে সন্ন্যাসী কোথায় গেল?

মাধব। জানিনা সে কোথা হ'তে এল—কোথা চলে গেল! এখনও যেন তার মধুর স্পর্শ অনুভব ক'চ্চি, সেই থেকে প্রাণটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'চ্চে! আমার একি হ'ল ভাই?

১ম বালক। আয় ভাই মাধব! রাজা রাজা, খেলি আয়। সবার আগে যে ঐ গাছটা ছুঁতে পারবে, সেই আজ রাজা হবে।

মাধব। আমার যে কিছু ভাল লাগছে না ভাই!

সনাতন। দাদা, তুমি খেলবে না? তুমি যে আমাদের খেলার প্রধান সাথী।

মাধব। তবে আয় ভাই, এই বকুল ফুল কুড়িয়ে, অঞ্জলি অঞ্জলি জলে ভাসিয়ে দিই। ওরা তরঙ্গের বুকে নাচতে নাচতে কোন দিগন্তের পথে ভেসে যাবে, আমরা এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবো।

(সকলে পতিত বকুল ফুল কুড়াইতে লাগিল।)

মাধব। (কতিপয় পুষ্প হস্তে লইয়া) এ যে পরিচিত গন্ধ, এ গন্ধে মন মাতাল হয়,—প্রাণ আকুল করে। ভাই, ভাই, এই পবিত্র বকুলের সৃজনকর্ত্তা যিনি, না জানি তিনি কত সুন্দর, কোমল হ'তে কোমল, পবিত্র হ'তে পবিত্র।

১ম বালক। আবোল তাবোল কি বক্‌চিস ভাই?

মাধব। ঐ, ঐ, নদীর ওপারে — দূরে অতি দূরে—অনন্তের পথে কার বাঁশী শুনা যাচ্চে। কি মধুর – কি মর্ম্মস্পর্শি স্বর !

(গীত)

ঐ শোনা যায় সুদূর দেশে কাহার বাঁশীটি বাজে।
কোন্ স্বরগের সুধা আনিতেছে বহি তাপিত হিয়ার মাঝে ॥
ও পরিচিত স্বর করে আকুল,
বহিছে উজান ভরিয়া দুকুল,
জানিনা বাঁশী কি দিয়ে গড়া
কোন্ সুরে বাঁধা পরাণ কাড়া,
তার পরতে পরতে মরমের গাঁথা বিশ্বভুবনে রাজে ॥

[উন্মনা মাধবকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মদনমোহন শাস্ত্রীর বাটী।

(মদনমোহন শাস্ত্রী উদ্‌ভ্রান্তভাবে পদচারণা করিতেছিলেন।)

মদন। আশ্চর্য্য মেধাবী বালক !
দশম বর্ষীয় শিশু শিখিল কেমনে,
সুক্ষতম এত তত্ত্বজ্ঞান ;
দর্শন পুরাণ বেদ, একে একে মথি
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রাধান্য লভিল।
বালকের হেন পাণ্ডিত্য গভীর

হেরি নাই কভু !
তবে কি জন্মিল কোন দৈবশক্তিমান ।
নহে কলা প্রকাশ্য সভায়
বেদান্তের মীমাংসায়,—
সমাগত পণ্ডিত প্রবরে যত,
আমাসম স্মৃতির নির্ঘণ্ট-কারি,
ভারতের বিদ্বজ্জন জয়ী জনে,
পরাজিত করিল কেমনে !
যে অলৌকিক প্রতিভায়
লজ্জায় ঘৃণায়
নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইনু ;
হারাইনু চির-লব্ধ গৌরব আমায় ।
ফিরিবেনা আর
আজীবন তপস্যায়,
হায়— সে সম্মান মোর ।

(ক্ষণকাল পদচারণা করিয়া)

না, না, চিন্তায় কিবা আছে হেতু !
অঙ্কুরে নাশিলে তরু কেমনে বর্দ্ধিবে ?
ছলে বলে বিনাশি মাধবে,
করি পান বক্ষের শোণিত তার
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা !
রহিলাম সুযোগের প্রতীক্ষায় ।

(কাঞ্চনের প্রবেশ ।)

কাঞ্চন । বাবা, পূজায় বসবে চল ! আমি অনেকক্ষণ পূজার আয়োজন ক'রে এসেছি ।

মদন । পূজা ! পূজা আমি কোরবো না । আমি স্বত্বসর্ব্বস্ব মন্ত্রহীন পুরোহিত ।

কাঞ্চন । অমন কোচ্চ কেন বাবা ?

মদন । অমন কচ্চি কেন ? কাঞ্চন, কাঞ্চন ! আমি কি অমূল্য রত্ন হারিয়েচি তা তুই জানিস না । আমার বুকের পাঁজরা খ'সে গেছে—নয়নের আলো নিভে গেছে, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—লাঞ্ছনার তীব্র কষাঘাতে জীবন্মৃত হয়ে আছি ।

কাঞ্চন । সব শুনেছি বাবা ! সে তোমার লাঞ্ছনা নয়—গৌরব । তোমার দেশের, স্বজাতির এক ক্ষুদ্র বালক, তোমার মুখ চেয়ে তোমার আসনের নিকট দাঁড়িয়েছে । পরের কাছে যায়নি সে । তাকে অভয় দাও বাবা ! প্রত্যাখ্যানই জাতির উচ্ছেদ, জাতির ভিত্তি গঠন করে—গুণীর সম্মান ।

মদন । অল্পমতি তুই ! কেমন ক'রে জানবি মা ! ও বালক ক্ষুদ্র হ'লেও দাম্ভিকতায় রুদ্রের তেজ ধারণ ক'ত্তে চায় ।

কাঞ্চন । আমাদের যে রত্নপ্রসবিনী ভারত বাবা ! তিনি নিত্য নূতন রত্ন প্রসব ক'চ্চেন । তাঁর অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার বিশ্বোজ্জ্বলকারি রত্নে শোভিত না হ'লে এই পুণ্য ভূমির মর্য্যাদা কি এতদিন থাকতো ? প্রত্যেক রত্নই আকাঙ্খার বস্তু—সমান আদরের—পাঁচ ফুল না হ'লে কি সাজি সাজানো যায় বাবা ?

মদন । তোর সঙ্গে মিছে তর্ক করা । এতে যন্ত্রনা বাড়ছে বই

কমচে না। হাজার যুক্তির প্রলেপ দিলেও—কিছুমাত্র উপশম হবে না। উঃ, কি অসহনীয় ঔদ্ধত্য, কি ধৃষ্টতা!

কাঞ্চন। যদি ধৃষ্টতাই হয়—সে মঙ্গলের তরে। তার জ্ঞান-গর্ব্ব চূর্ণ করবার জন্য—আবার তুমি নবশক্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। আর তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে—গভীর গবেষণায়—ভারতের যে লুপ্তরত্ন আবিষ্কার হবে, তা দিয়ে বিশ্বের শিক্ষা দীক্ষার এক মহা আধার সংগঠন ক'রবে। চোখে আঙ্গুল না দিলে কি চোখ ফোটে বাবা! তোমার চোখ ফোটাবার জন্য, ভগবান দেখবার মত, শেখবার মত জগতের যাবতীয় আদর্শ বালকের মধ্যে নিহিত ক'রে শক্তির উপর মহাশক্তির লীলা দেখাচ্চেন। জেনো বাবা! প্রতিহিংসাই—পতন, প্রীতিপূর্ণ অন্তরের আলিঙ্গন—মনিষিশক্তির বিকাশ।

[প্রস্থান।

মদন। কন্যা আমায় তর্কে হারালে। এতদিন মাকে আমার যে শিক্ষা দিয়াছিলাম—আজ সে শ্রম আমার সার্থক হ'ল! কিন্তু, কি করি, কিছুতেই দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসানল নিভছেনা, উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই হোক! হয় ও অনলে আমি ভস্মীভূত হব, নয়—মাধবের অস্তিত্ব ধরার বক্ষ হ'তে মুছে যাবে।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মাধবের বাটীস্থ চত্বর।

উপবিষ্ট মাধব।

মাধব। কোথা হরি ব্যাথাহারি দীন দয়াময়,
দেখা দিয়ে লুকালে কোথায়!

প্রাণ যায় তব অদর্শনে
অভাজনে কেন হে কাঁদাও !
প্রাণসখা দাও দেখা বাঁচাও আমায় ।
তোমায় ডাকিতে জানিনা,—
তব আরাধনা সফল হ'ল না,
তেঁই কি হে এলে চলে, গেলে
ভুলাইলে ছলে ।
বল, বল, আঁখি তৃপ্ত কর,
বল, বল, আরাধ্য আমার !
কেমনে তোমারে পাবো !
হৃদিমাঝে ধরিয়া রাখিব,
সঙ্গছাড়া হইবনা কভু ।

(আনন্দময়ীর প্রবেশ ।)

আনন্দ । মাধব, মাধব !
শাস্ত্র আলাপনে—যোগ ধ্যানে
সারাদিন করিলি ক্ষেপণ,
দিন গেল—সায়াহ্ন আসিল
এখনও কি হয় নাই তোর নিত্যকর্ম্ম সারা ?
পাগলের পারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি
আর কতক্ষণ রহিবি বসিয়া ?

মাধব । দিন গেল সায়াহ্ন আসিল ;
বল, বল, আবার বলো গো জননী !
ও বিবেক বাণী—

হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে উঠুক ঝঙ্কারী।
বল মাতঃ! মায়া মোর কেমনে নাশিব,
কেমনে হইবে দীনের উপায়?
আমি নিরুপায়—
শ্রীহরির পায়—কেমনে পাইব স্থান?

আনন্দ। (স্বগত) কহে সবে বালকের উন্মাদ লক্ষণ!
এযে হেরি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।
এহেন উন্মাদ বাঞ্ছিত নরের!
কোটী জন্ম তপস্যায়—তবে হয়
এ ভাব সমাধী।
(প্রকাশ্যে)
ধৈর্য্য ধর বাপ!
অচিরে লভিবি তুই বাঞ্ছিত রতনে।
ভক্তের রোদনে
ভগবান, কতদিন রবেন নীরবে?
করি আশীর্ব্বাদ
বিশ্বপতি শ্রীনাথ শ্রীহরি,
বিষাদ ঘুচাক তোর।

মাধব। (মাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক)
দাও মাগো দাও পদধুলি।
জননীর পদ-রজ-সম
কোন্ বস্তু আছে ত্রিভুবনে!
যে রজের গুণে—স্বর্গ সিংহাসনে

বসে নর ঈশ্বরত্ব লাভ।
আছে যাহে বিদ্যমান
তীর্থ শত শত—পবিত্র মহান,
ভগবান যারে ধরিলেন শিরে।
এ সংসারে সারাৎসার—যমত্ব ভঞ্জন
একমাত্র মুক্তির সোপান,
অমিয় সমান
ঐ ধুলিকণা পানে,
মানবের অন্তঃদৃষ্টি হয় উন্মীলিত।
কহ মাতঃ!
চতুর্থ আশ্রমসার—সন্ন্যাস গ্রহণে
কবে মোরে দেবে অনুমতি?

আনন্দ　　সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম
অবোধ বালক তুই—কেমনে পালিবি?
নহে তার প্রকৃষ্ট সময় ইহা।
ওরে স্নেহের পুত্তলী মোর!
রহ এবে কিছুদিন—মাতৃ-বক্ষ ভরি,
দেখিতে দেখিতে তোরে—আনন্দের নীরে
করি অভিষিক্ত অন্তর আমার।

মাধব　　মা গো! সন্ন্যাসের পাত্রাপাত্র কালাকাল কিবা?
ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবন,
নাহি রয়—সময়ের প্রতিক্ষায়।

দিন বহে যায় ;
স্নেহ ডোরে আর মোরে—
রাখিওনা ধ'রে।

আনন্দ। সংযমের কঠোরতা—আত্মোৎসর্গ ত্যাগ,
সাধক চরমভূমি সংসার শিক্ষাগারে।
অগ্রে দেরে—
জননীর পাশে—পরীক্ষা তাহার,
তৎপরে সঁপিব তোরে দেশমাতৃকারে।

মাধব। ইচ্ছা তব করিব পূরণ!
ত্যাগের মূরতি তব ধরিয়া সম্মুখে,
হব আমি পরীক্ষায় জয়ী।

আনন্দ। (মাধবকে চুম্বন পূর্ব্বক—হস্ত ধরিয়া)
আয় বাবা!

[মাধবের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যানের শেষপ্রান্ত।

[কাঞ্চন স্বহস্তরচিত ফুলের মালা সনাতনের গলায় পরাইতেছিল।]

কাঞ্চন। ধর প্রভু! পুষ্পগুচ্ছ হার!

সনাতন। কাঞ্চন! একি কহ!
পুষ্প নহে ভোগ্য মানবের,
কিংবা ছার বিলাসের হেতু—

হয় নাই পুষ্পের সৃজন।
দেবার্চ্চন বিনা—
অপচয় যে করে উহার—
তার সম কেবা জ্ঞানহীন।
জানোনা কি নারী!
যাবতীয় সৌন্দর্য্য মাখায়ে,
ত্রিদিবের কোমলতা দিয়ে
কোন একাগ্রতা সাধনায়,
সুনিপুণ শিল্প—সুবিমল তুলিকায়
নির্জ্জনে গঠিল ফুল—সুরভিত করি।

কাঞ্চন। জানি প্রভু!
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান পুষ্প,
চিরনির্ব্বিকার—দ্রব্য মাঝে সার।
যাহার আশ্রয় করি—ক্ষুদ্র পতঙ্গম
স্থান পায় দেবতার পায়।
পুষ্পের আশ্রয় তেঁই করেছি গ্রহণ,
হে দেবতা! শ্রীচরণ কামনা আমার।

সনাতন। কাঞ্চন! ভ্রম তব কর সংশোধন।
নারীর জীবন
এত হীন এত তুচ্ছ নয়,
স্বেচ্ছায় সে লুটাইবে পথের ধূলায়।
কুসুম কলিকা তুমিগো বালিকা,

সরল অন্তর করুণার প্রস্রবণ,
নন্দনের পারিজাত দেবতাবাঞ্ছিত তুমি !

কাঞ্চন। দেবতা জানিনা সখা !
নর নহে দেব হ'তে হীন।
ভক্তিযোগ জ্ঞানমার্গে ভ্রমি
দয়া ধর্ম্মে মহত্ত্বে ও দানে,
আত্মোৎসর্গে— পুণ্য সাধনায়
নর হ'তে হয় দেবের সৃজন।
দেবতা প্রধান তুমি !
জীবন যৌবন মম আজি তব করে।

সনাতন। কেবা কার পতি !
একমাত্র সীতাপতি জগতের গতি।
তারে পতি ভাবে কর২ ভজনা,
মন প্রাণ সমর্পণ তাহারে করনা,
করুণা তাঁহার পাবে
ধন্য হবে জীবন যৌবন।

কাঞ্চন। অন্য কিছু না চাহি জানিতে
না চাহি বুঝিতে বেদ বিধি ;
গুণনিধি !
মুক্তির আধার কর্ণধার তুমি মোর।

সনাতন। নরনারী বিশ্বে সম অধিকারী।
এক উদ্দেশ্য ল'য়ে এক উপাদানে

গঠেছেন ধাতা উভয়েরে।
জন্মান্তরে—
হয়তো বা তুমি হবে নর—আমি হব নারী।
কেন তবে কেনলো সুন্দরী—
তুলিবারে চাহ মোরে স্বামীত্বের উচ্চস্তরে?
কে তুমি—আপনা পাসরি কেন—
মন প্রাণ দিবে ডালি জড়ের সেবায়?

কাঞ্চন। বৃথা তব তর্কযুক্তি প্রভু!
পতি হ'তে কেবা শ্রেষ্ঠ গুরু?
সতীনারী নহে প্রেমের ভিখারী—
স্বর্গ নাহি চায়;
দীনতায় সেবাব্রত সাধনায়,
উদ্দেশ্য তাহার মাত্র —
বিকাশিতে মাতৃশক্তি।
ধরিয়া সম্মুখে তব সুবিমল ছবি
ধ্রুবতারা রূপে তোমারে করিয়া লক্ষ্য,
দিব আমি আত্মদান বিশ্বের সেবায়।

সনাতন। কাঞ্চন, ভালবাসি আমিও তোমায়!
এমন ভাল কেহ বাসেনা কারেও,
হেরেনা কারেও কেহ এমন সুন্দর।
দেব কণ্ঠস্বর তব,
নীলাভ নয়নে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ,
চন্দ্রাননে মর্ম্মস্পর্শি হাসি,

কি সরল—কি উদার পবিত্রতাময়।
হয়েছি তন্ময়,
স্নেহময়ী ভগিনীর সম
দেবীমূর্ত্তি হেরি তব।
ভ্রাতৃভাব প্রণোদিত করি
রক্ষা কর মর্য্যাদা ইহার।

কাঞ্চন। যে ভাবে বিভোর আমি
যে বন্যায় চলেছি ভাসিয়া,
নহে তাহা ভিন্ন পথে ফিরিবার।
এই মাত্র জেনো নাথ!
কামনা আমার দেবপূজা কাম্যবস্তু নহে।
স্বার্থ বিজড়িত কদর্য্য জীবন,
কাঞ্চন, শ্রীপদে তোমার
করে নাই সমর্পণ।

[প্রস্থান।

সনাতন। আশ্চর্য্য বালিকা!
যেন এক প্রহেলিকা ল'য়ে
ক্ষণে ক্ষণে করে খেলা,
মর্ম্ম তার বুঝিবারে নারি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

[মহারাজ পুষ্পাদিত্য, কবিতাকুমার, সভাসদ্‌গণ উপবিষ্ট—
সম্মুখে নৃত্যগীত চলিতেছিল।

(গীত)

নর্ত্তকীগণ। চুরি ক'রে মোদের হাসি গগনে হাসে চাঁদ।
(মোরা) হাসির ধারায় ডুবায়ে দিই ধরণীর অবসাদ॥
হাসির গানে প্রেমিক প্রাণে বাজাইগো বাঁশী,
হাসির মাঝে হারায়ে যাই হাসি ভালবাসি,
মোরা হাসিতে গঠিত হাসিতে পূর্ণিত—
হাসিতেই শুধু সাধ॥

[গীতান্তে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

পুষ্পা। কেবল স্তব স্তুতি আর বন্দনা। যেন সব একটানা স্রোতে ভেসে চলেছে,—আর তার মধ্যে নিমজ্জিত ক'চ্চে আমার বিবেক বুদ্ধি—আমার অস্তিত্ব।

কবিতা। মহারাজ, এত বড় রাজসভায় নাচওয়ালী না হ'লে জমকাবে কেন! বিশেষ অঙ্গহানী থেকে যাবে। মহর্ষি জনকের সভাতেও খেমটার বন্দোবস্ত ছিল; স্তুতিগানে দোষ বিবেচনা ক'রবেন না।

পুষ্পা। এই হৃদয় নিয়ে—রাজ কর্ম্মচারী আপনারা—রাজ্যের সহায়ক, রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় ক'রবেন। (দৌবারিকের প্রতি) দৌবারিক! যাও সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে নিয়ে এস।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

কবি। হুজুর! যাই বলেন আর যাই ক'ন। এই কলিকালে অন্নদাতা পিতা দেবতার চেয়েও বড়। বিশেষ আপনার মত গুণীর সম্মান না ক'রে কে মহাপাপ অর্জ্জন করবে?

[দৌবারিক পাতঞ্জল নামক ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল।]

পুষ্পা। ব্রাহ্মণ! তোমার অপরাধ জানো?

পাতঞ্জল। রাজন্! ন্যায়তঃ আমার কোন অপরাধ নাই।

পুষ্পা। গুরুতর অপরাধ! "ছারপোকার" সমষ্টি হত্যা ক'রে তুমি অহিংসা ধর্ম্মের অবমাননা—ক'রেছ। তার উপর বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি দিতেও তুমি কুণ্ঠিত হওনি।

কবি। কি সর্ব্বনাশ, ক'রেছ কি? হত্যা ব'লে হত্যা—একেবারে ছারপোকা! যাকে তৈলকারগণ লক্ষ্মীর বাহন ধনপোকা ব'লে সমাদরে শয্যায় স্থান দিয়েচেন, যার ভিন্ন মুরতি উকুন জ্ঞানে মস্তকে ধারণ ক'রে ধন্য হয়েচেন— তাদের বংশ লোপ!

এই শাস্ত্রে আছে,—

ছারপোকে ধনরূপেণ তৈলকার প্রপুজ্যতে।
লক্ষ্মী স্বরূপিনী দেবী কৃপণহৃদয়া সংস্থিতে॥

পাত। একটী পতঙ্গের বিনাশে যদি মহাপাপ বিবেচিত হয়, জানবেন—জগতে এমন পাপ প্রতি মুহূর্ত্তেই সম্পাদিত হচ্ছে। সলীলে, বালুকণা মধ্যে কত শত সুক্ষতম জীব, দৃষ্টির অগোচরে, জীবের হস্তেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছে। তার কোন প্রতিকার ক'র্ত্তে পেরেছেন কি?

কবি। দেহের দুষিত রক্ত পান ক'রে নিরাময় করবার জন্যই মশক আর ছারপোকার সৃজন। ভগবান বুদ্ধ এই যে ঈগলপক্ষীর

আক্রমণে শরীরের সমস্ত মাংস দান করেছিলেন, তিনি কি জীবহিংসা করেছিলেন ? বুদ্ধ হে, আলোক দেখাও—আলোক দেখাও !

পুষ্প। স্বেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণ, সামান্য পতঙ্গের প্রতিশোধ নিয়েচো ! কিন্তু অনার্য্যধর্ম্মের রাক্ষসমূর্ত্তি, হিন্দুর কুসংস্কার—শুধু তোমাদের বুকের রক্ত নয়—পাঁজরা পর্য্যন্ত চিবিয়ে খাচ্চে—তার বেলায় ত নীরব রয়েছ। তোমাদের উন্নত শির সেই কঠোর কুলিশ তলে আজ চিরনত—বিলুণ্ঠিত—পথের আবর্জ্জনা হ'তেও হেয়।

কবি। মহারাজ ! শক্তের ভক্ত সকলেই। আমি হেন কবিতার দোকানদার, আমাকেও "ফেলীর মায়ের" ড্যাবরা চোখ দেখে সময় সময় অসামাল হ'য়ে পড়তে হয়।

পাত। রাজন্ ! দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা আপনিই ভাল দেখাচ্চেন—অন্যের প্রতি দোষারোপ ক'রবেন না। আপনার মত দস্যু দ্বিতীয় নাই ; পরস্বাপহারক, স্বেচ্ছাচারী, পাষণ্ড আপনি, প্রকাশ্যেই ধ্বংসনীতির অভিনয় ক'চ্চেন। রক্ষক হ'য়ে ভক্ষক আপনি, সিংহাসনে ব'সে নরকের পথে নেমে যাচ্চেন।

পুষ্প। স্পর্দ্ধা ! আমি তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলাম।

পাত। আমি প্রস্তুত আছি।

পুষ্প। (দৌবারিকের প্রতি) যাও, নিয়ে যাও !

[বাণভট্টমের প্রবেশ।]

বাণ। ক্ষান্ত হও রাজা ! হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা, এই কি ভিক্ষুর

ধর্ম্মনীতি? অহিংসাধর্ম্মের আদর্শস্থাপনে হিংসার জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদর্শন, কণ্টকতরু উৎপাটনে, বিশ্বে বিষের ফল ছড়ানো, এই কি উচিত বিধান?

পুষ্পা। দেব! পাষণ্ডের অপরাধ জানেন কি?

বাণ। সব জানি। অপরাধ গুরুতর হ'লেও, তোমার কঠোরতা সমস্ত সীমাকে অতিক্রম ক'রে গেছে।

পুষ্পা। প্রভো! চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ না ক'ল্লে, কোমলতায় হত্যায় ক্রীড়া বাড়বে; অহিংসা ধর্ম্মের মর্য্যাদা নষ্ট হবে।

বাণ। এ নিষ্কলঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম কলুষিত হবার নয়। এ ধর্ম্ম—মহাপ্রেমে গঠিত—দীনতার অনন্ত-মহিমায় মহিমান্বিত। এখন ঐ ব্রাহ্মণের এক মাত্র শাস্তি, ভগবান বৌদ্ধের পবিত্র নামে—ওর অন্তরাত্মার অভিষেক করা।

পুষ্পা। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। ব্রাহ্মণ! গর্ব্বের নিদর্শন ঐ উপবীত ত্যাগ কর। ভাগ্যবান তুমি, আজ বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হবে! দৌবারিক! এর মস্তক মুণ্ডিত করে, ঐ মাথার উপর স্থাপন কর—বৌদ্ধ ভিক্ষুকর্ম্মচারীগণের পবিত্র চর্ম্ম পাদুকা।

বাণ। ভক্তপদাঙ্কিত পাদুকার ধুলিকণা স্পর্শে তোমার সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ দূরীভূত হোক।

পাত। আমি মৃত্যু চাই—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ কোরবো না।

পুষ্পা। আজ্ঞা আমার, কার্য্যে পরিণত কর—বল প্রয়োগে কুণ্ঠিত হোয়'না!

(সকলে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক রাজাজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।)

পাত। হে ব্রহ্মণ্য দেব ! তুমি কি নেই ! তোমার সে অমিততেজ —সেই বিশ্ববিজয়িনী শক্তি আজ কোথায় ! যার কটাক্ষে বজ্রের ধ্বংস-লীলা ছুটে বেড়াতো—যার একটী কথায় বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধি ওলোট পালোট হ'য়ে যেতো—তার কি এই পরিণতি !

পুষ্পা। দ্বিগুণ ভাবে আক্রমণ কর—এখনও কার্য্য সমাধা হ'ল না ?

পাত। এখনও সাবধান রাজা! ঐ দেখুন, আপনার অহঙ্কার চূর্ণ—করে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনের জন্য, ঈশ্বরের এক অপ্রতিহত শক্তিরূপে বৈদিক ব্রাহ্মণ-মাধব, বিদ্যুদ্গতিতে অগ্রসর হ'চ্চে,—যার অমিত তেজোরাশি সব ভস্মীভূত ক'রবে—সব ভস্মীভূত ক'রবে।

(রাজা স্বয়ং পাদুকা খুলিয়া পাতঞ্জলের মাথায় স্থাপন করিতে উদ্যত হইল)

পুষ্পা। আমি অনেক শক্তি দেখেছি—নরাধম !

পাত। ওহো ব্রাহ্মণের রক্ষার কি কেহই নাই ?

[সহসা সশস্ত্রে যক্ষশীলার প্রবেশ।]

যক্ষ। আমি আছি ব্রাহ্মণ ! দূর হ' পাষণ্ডগণ !

(ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিল।)

এস ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ পদরজের চিরকাঙ্গাল আমি—ব্রাহ্মণের সেবায় বিক্রীত দাসানুদাস আমি,—ব্রাহ্মণের কর্ম্মে নিয়োজিত আত্মা আমার ধন্য কর ! এস ব্রাহ্মণ ! তোমার যা কিছু মনস্তাপ—মর্ম্মবেদনা, আমার বুকের মধ্যে গেঁথে দাও। জাহ্নবীর ধারার ন্যায় তোমার পূত নয়ন

সলিলে—হৃদয়ের তন্ত্রী প্রতিশোধের প্লাবনে জাগ্রত করুক। (নতজানু হইয়া) ক্ষমা করবেন পিতা!

যজ্ঞশীলা ব্রাহ্মণকে লইয়া প্রস্থান করিল, সকলে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মদনমোহন শাস্ত্রীর পূজাগৃহ।

[গোপীনাথ বিগ্রহের সম্মুখে পূজাসনে মাধব নিবিষ্টচিত্তে বসিয়াছিল—সম্মুখে ভোগরাগাদি সজ্জিত রহিয়াছে।]

মাধব। তবু জাগ্রত হ'লে না! এখনও জড় পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে; দয়াময়! তুমিত' পাষাণে গড়া নয়। হে চিরসুন্দর—করুণার আধার, বিশ্বমনোহর তুমি, গুণের তোমার তুলনা নাই, স্নেহের সীমানা নাই, অপার মহিমার আদি অন্ত নাই। কই প্রভু, তোমার সেই সচেতন মূর্ত্তি কোথায়? জানিনা কিসের তাড়নায়, কোন্ দুর্দ্দৈব ঘটনায়—লজ্জায় ঘৃণায় তুমি ভারত ছেড়ে চলে গেছো। ভারতের প্রত্যেক মন্দিরে পুতুলের পূজা হ'চ্চে। তোমাগত প্রাণ, তোমার পূজারীগণ—আজ অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে—নির্য্যাতনের কসাঘাতে পিশাচের সেবা ক'চ্চে। আবার তোমায় জাগতে হবে। তোমার জাগরণে ভারতের প্রাণে সাড়া এনে দিক। জগত দেখুক,—ভারত পুতুলের পূজা করেনা। তাদের পূজা সফল—সাধনা সার্থক—আবাহন শক্তিময়ী। এখন এস ঠাকুর-দীনের দেওয়া এই শাকান্ন নিজের হাতে তুলে নাও, না হয় তোমার পূজায় আজ জীবনাহুতি দোব।

(তন্ময় জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল—)

গোপীনাথ বিগ্রহ সচেতন হইয়া)

সাধ তব করিব পূরণ।
ভক্তাধীন আমি,
ভক্ত দিলে খাই —
নহে রহি অনাহারে।
বহুদিন পরে—
ওরে ভক্তচূড়ামণি !
আজি তৃপ্ত হব, তব মুখে করিয়া আহার।

(মাধবের মুখে আহার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।)

মাধব। (সচকিতে) এই যে, এই যে, তুমি এসেছ ! সৌগন্ধে গৃহ আমোদিত হয়েছে। পরাণ গলানো নুপুরধ্বনি প্রাণের মধ্যে বেজে উঠেছে। প্রাণাধার ! দাসের প্রতি তোমার এত করুণা ! বল, বল, তোমার কি দিয়ে পূজিব, কি দিয়ে তুষিব। দীন হীন আমি, কি আছে আমার !

(প্রণাম করিলেন)

এস, এস, কে কোথায় আছ শোকতাপে তাপিত অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত নর ! মহাপ্রসাদ ভক্ষণ ক'রবে এস। আজ ভগবান—ভক্তের দান স্বহস্তে গ্রহণ ক'রেচেন।

[কাঞ্চনের প্রবেশ।]

কাঞ্চন। মাধবদা, মাধবদা, ক্ষান্তহও ! ঐ ভোগের সঙ্গে বিষ

মিশ্রিত আছে। ঐ অন্ন ভক্ষণ ক'রে—পিতৃকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই কোরবো।

মাধব। সে বিষ - সুধায় পরিণত হয়েছে—এস ভগ্নি! অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ কর।

(উভয়ে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিল)

কাঞ্চন। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—বিষের যে অমৃতের অপেক্ষাও আস্বাদ!

মাধব। এ বিষ যে ব্রাহ্মণের দেওয়া—তাই আজ ব্রহ্মাণ্যদেব সুধা ব'লে খেয়েছেন। এমন "বিষ" আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত। দেবাদি-দেব নীলকণ্ঠ! সুধা পরিত্যাগ ক'রে—বিষ পানে অমরত্ব পেয়েচেন। আজ আমিও নব জীবন পেলুম। কাঞ্চন! তোমার পিতার ঋণ জীবনে শোধ ক'ত্তে পারবো না।

কাঞ্চন। কে তুমি ভাই, দেবহৃদয় নিয়ে এসেছ! কি প্রগাঢ় প্রেম তোমার অন্তরে—কি দৃঢ়তা তোমার বাক্যে—কি গভীরতা তোমার বিশ্বাসে। চল ভাই! পিতাকে এ আনন্দের অধিকারী করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান—অন্য দিক দিয়া মদনমোহনের প্রবেশ।]

(অন্নপাত্র অর্দ্ধ নিঃশেষ দেখিয়া)

মদন। কি আশ্চর্য্য, বিষান্ন খেয়েও মোলনা! কাঞ্চনের সঙ্গে দিব্যি হাসতে হাসতে চলে গেলো। তবে কি—বিষ মিশ্রণে আমার ভুল হ'য়েছিল—না বিষের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ক্রয় ক'রেছি! তা'হবে কেন,

আমি নিজে উত্তমরূপে বিষের ক্রিয়া পরীক্ষা করে, স্বহস্তে ঐ উৎসর্গিত অন্নে মিশিয়ে দিয়েছি - এই কালকূটের স্পর্শনে, আঘ্রাণে, মৃত্যু অনিবার্য্য। তবে একি হ'ল! কোন্ যাদুমন্ত্র বলে, সব পণ্ড হয়ে গেল! বেটাকে প্রসাদ ভক্ষণের জন্য—নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনে যমালয়ে পাঠাতে পাল্লুম না! যাই হোক—পুনঃ পরীক্ষা করে দেখি।

(বস্ত্রমধ্য হইতে বিষের শিশি বাহির করিয়া পানান্তে)

উঃ, বুক গেলো, বুক গেলো; সর্ব্ব শরীর জ্ব'লে যাচ্ছে—সব অন্ধকার, সব অন্ধকার, আমি কি কল্লুম, আমি কি কল্লুম!

(বিষ পাত্র নিক্ষেপ ও
মৃতপ্রায় হইয়া পতিত)

[কাঞ্চন ও মাধবের পুনঃ প্রবেশ।]

কাঞ্চন। বাবা, বাবা! (পিতার সম্মুখে বসিল) মাধব, ভাই! দেখছো কি; বাবা আমার বিষ পান ক'রেচেন। এই যে বিষপাত্র পতিত।

মাধব। ভয় নেই দিদি! পিতা তোমার জীবিত। বিষ্ণু মন্দিরে মৃত্যুর অধিকার নেই। ঐ দেখ গোপীনাথজী জাগ্রত! নয়নে কি প্রসন্ন দৃষ্টি—বদনে অভয় হাস্য। নাও, নাও, ঐ মহাপ্রসাদ তোমার পিতার বদনে দাও।

কাঞ্চন। (মহাপ্রসাদ লইয়া) দেহ হিম অসাড়, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে। ভক্ষণ করবার ক্ষমতা নাই।

মাধব। তবে মস্তকে ধারণ করাও।

(কাঞ্চনের তদ্রূপ করণ—মদনমোহন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল)

কাঞ্চন। বাবা, বাবা !

মদন। (স্তম্ভিতভাবে) এ স্বপ্ন, না সত্য ! কাঞ্চন, কি যেন একটা ওলোট পালোট হ'য়ে গেল না !

কাঞ্চন। বাবা, মাধবদাকে সামান্য ভেবোনা।

মদন। বাবা, মাধব ! মার্জ্জনা কর বাবা ! আজ জানলুম—ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়।

মাধব। শুধু তাই নয়—ভগবানের হ'তেও ব্রাহ্মণ বড়—ব্রাহ্মণ হ'তেই তার মহিমা বিকাশ।

(মদনমোহনকে প্রণাম)

মদন। আয় বাবা ! আমার বক্ষে আয়।

(মাধবকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল)

[পটক্ষেপণ।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান লতাকুঞ্জস্থ পথ।

চন্দ্রা ও সখীগণ।

(গীত)

কমলিনী কেন বিষাদিনী
এমন উজ্জ্বল প্রভাতে।
বল বল সই কি বেদনা প্রাণে
আছ কি মরম দুঃখেতে॥
আর লুকালে চলে কি হাসিটী—
তব হৃদি নিকুঞ্জ করিছে দীপ্ত
রবির চুম্বন রেখাটি,
ঐ শোন সই অলির গুঞ্জন,
ভাসিছে তাদের আকুল ক্রন্দন
নিশির নীহার প্রপাতে॥

[সখীগণের প্রস্থান।

(মহারাজ পুষ্পাদিত্যের প্রবেশ।)

চন্দ্রা। এস নাথ!
প্রাণময় মনোময় হৃদয় দেবতা,
অধিনীর চিত্ত-বিনোদন!

পুষ্পা। আদরিণী, সোহাগিনী
জীবনের ধ্রুবতারা মোর,
তুমিই বিষণ্ণ প্রাণে শান্তির নির্ঝর।
হেরি তব সরোজ বয়ান—
হয় অবসান জলন্ত পার্থিব দুঃখ।

চন্দ্রা। সখা, এত ভালবাস!
দীনা—গুণহীনা দাসী,
শুধু তব কৃপাবলে
শ্রীচরণতলে লভিয়াছে স্থান।

(নতজানু হইলেন)

পুষ্পা। উঠ, উঠ! প্রাণেশ্বরি!
বসন্তের কনকলতিকা,
স্থান তব হৃদি-সিংহাসনে।

(হস্ত ধরিয়া তুলিলেন)

বল, বল চন্দ্রাননে!
কেন হেরি বিরস বদন?

চন্দ্রা। কেমনে জানাব নাথ! কি বেদনা প্রাণে,
অহরহ মর্ম্ম দহে কিসে!

(বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন)

পুষ্পা। কি অভাব রাণী!
রমণীর যা কিছু প্রার্থনা,
জীবনের আকিঞ্চন,
সেই অমূল্য রতন অসীম অতুল প্রেম;

মর্ম্মস্পর্শী ভালবাসা—
তব করে অকাতরে করেছি প্রদান ;
প্রতিদান নাহি চাহি তার।
কিঙ্কর যেমতি—
রাজা আমি ভিখারীর সম,
তুষিতে পরাণ তব আছি প্রতীক্ষায়।
সতীর ইহা হ'তে কিবা কাম্য বস্তু আছে ?

চন্দ্রা। প্রাণেশ্বর ! গৃহত্যাগী পুত্র মোর,
সন্ধানে তাহার ; এখনও নিশ্চেষ্ট আছ—
পিতা তুমি ভুলিয়াছ পুত্রের মমতা।
মাতা আমি উৎকণ্ঠায় সদা
রহিয়াছি অশান্ত পরাণে।

পুষ্পা। পুত্ররূপে শত্রু সেই—নহে তব গর্ভজাত।
তার লাগি কি হেতু চিন্তিত রাণী ?
বাঞ্ছনায় মৃত্যু তার।

চন্দ্রা। স্নেহ পারাবার রমণীর প্রাণ মাতৃত্বে গঠিত।
নহে গর্ভজাত সে আমার—
কিন্তু আমি তার মা,
পূর্ণিত এ শূন্য প্রাণ মাতৃ-সম্বোধনে।
ত্রিভুবনে আছে কোন্ নারী
মা বলিলে নাহি গলে অন্তর যাহার ?
সুধার সমুদ্র মথি
মাতৃনাম মৃত সঞ্জীবনী,

করুণায় ভরা মধুরে পূর্ণিত—
শুদ্ধ মন্ত্র সরল সজীব,
তুলিলেন ধাতা—
অনন্ত এক সাধনার পথে।

পুষ্পা। শোন প্রিয়ে!
অভিশাপরূপী পুত্র মোর,
এসেছিল চ'লে গেল করিয়া দংশন ;
পিতা বলি ফিরে না চাহিল।
এবে সেই নরাধম সংক্রামক ব্যাধি যথা,
গৃহে গৃহে বিস্তারিছে বিদ্রোহ অনল।

চন্দ্রা। আদি যুগ হ'তে মহাপ্রাণ ঋষি প্রতিষ্ঠিত,
নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ধর্ম্ম সনাতন,
উচ্ছেদ সাধন যে করিছে তার,
সম্রাট হইয়া হীনবীর্য্য, শক্তিহীন
অহিংসা প্রচার ছলে পরধর্ম্ম ভজি,
রাজদণ্ড দিতে চায় তুলি—
হূণ, শক, বিধর্ম্মী যবনগণে,
প্রজাগণে চিরনির্য্যাতনে—
অহরহঃ দলিতেছে যেবা ;—
কিম্বা দেশের রক্ষণে স্বধর্ম্ম স্থাপনে—
যেজন করিয়া জীবন পণ
বক্ষের শোণিত ঢালি মুছাইছে অশ্রু পীড়িতের,
রাজা হ'য়ে দীন ব্রত করেছে গ্রহণ।

হে রাজন ! উভয়ের মাঝে
কে বিদ্রোহী দেখত বিচারি।
অধর্ম্ম আচারি নাথ !
কতদিন করিবে যাপন ?
চেতন যগুপি তব না হয় এখনও
প্রজার ক্রন্দন যদি না পাও শুনিতে,
তবে শোন প্রভু !
রাণী আমি নিশ্চেষ্ট না রব আর ;
সেই পথে যাব ; পুত্র মোর গেছে যেই পথে।
মাতা পুত্রে মিলি দোঁহে
ফিরাইব জয়শ্রী আবার।

পুষ্প। হিতাহিত বিবেচ্য আমার !
নারী তুমি কোমল পরাণ, সতত দুর্ব্বলা,
কি বুঝিবে কূট রাজনীতি ?
চল সতী, প্রমোদ উত্থানে !
হের ঐ কমনীয় সন্ধ্যা সমাগত,
হাসিতেছে পূর্ণচন্দ্র শারদ গগনে,
মৃদু মন্দ বহে সমীরণ,
পুষ্প গন্ধে দশদিশি হয় আমোদিত।
না হয় উচিত—
বৃথা তর্কে যাপিতে সময়।

[চন্দ্রাকে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

মেঘনাদ ও সাতকড়ি।

সাত। ওরে মেঘা, কি করা যায় বল। উমেদারি ক'রে ত' আর পেট চলে না। এদিকে চাকরির বাজার কেমন জানিস ত'!

মেঘা। এখন উপায়?

সাত। নিরুপায়ের উপায় ভেক নেওয়া। ফকিরি নয় আমীরি। চল আমরা বুদ্ধের দলে মিশে যাই।

মেঘা। তাহ'লে পেটের ভাবনা যাবে বটে। ঘর সংসার ছাড়তে হবে ত'?

সাত। মঠে একবার নাম লেখাতে পাল্লেই, আমার নূতন সংসার পাতিয়ে নেওয়া যাবে। ভিক্ষুণীদের আদর যত্ন, সেবা একবার পেলে—আর কি ফিরতে পারবি? একেবারে কামিক্ষের ভেড়া।

মেঘা। ভেড়া কি রে! বল কেষ্ট বিষ্টু যা হোক একটা। কিন্তু মাছ মাংস না হ'লে আমার ভাত রোচে না, অহিংসাধর্ম্ম পালন কোর্ব্ব কি করে?

সাত। আমারও তাই! একবার মেছো হাটার গন্ধ নাকে গেলেই বুঝলি—তা যাক্, লুকিয়ে লুকিয়ে "ডিম" এনে রাখা যাবে, তাই দিয়ে গপাগপ্—কেমন?

মেঘা। আহা, ডিমের কথা আর বলিসনে ভাই। গোঁসাইজীর সেই গানটা মনে পড়ে গেল।

(কীর্ত্তন)

জয় জয় জয় ডিম্ব, জয় জয় জয় ডিম্ব।
তুমি খাদ্যের সেরা অরুচির রুচি বিশ্বের প্রতিবিম্ব ॥
তুমি শুভ্র তুষার বরণা,
মাখম নিন্দিত কৌস্তুভ গন্ধ
ভোজনে কণ্টক শূন্যা,
অপার মহিমা তোমার গো
তুমি শক্তিদায়িনী সাকাররূপিণী
অতিথি পালিনী গো ;
তোমায় গোসাই গণে ভাল জানে, (ভণ্ড গোঁসাই)
(কুঁড়াজালির মাঝে রাখে গো গোপনে)
(উদর গোল্লার নৈবেদ্য তুমি নিরামিষ্য রন্ধনে)
পাছে তুমি হও মহার্ঘ্য সকলেরি ভক্ষ্য অর্ঘ্য,
এই ভয়ে তারা তোমারে বর্জ্জিতে বিধান দিল তিক্ত নিম্ব ॥

মেঘা। চুপ, চুপ, ঐ বৌদ্ধগুরু বাণভট্ট আসচে !

(বাণভট্টের প্রবেশ)

উভয়ে। নমস্কার, নমস্কার ! আজ কি শুভদিন, আপনার দর্শনে আমরা পবিত্র হলাম।

বাণ। অপরাধী ক'রবেন না। আমি ভগবান বুদ্ধদেবের দাসানুদাস সেবকাধম। প্রভুই জগতের একমাত্র প্রণম্য, তাঁকে প্রণাম ক'রে ধন্য হন।

মেঘা। আজ্ঞে, ভক্তও যা ভগবানও তা। আপনার মধ্যেও বুদ্ধদেবের অংশ আছে। আমাদের শিষ্যত্বে বরণ করুন।

বাণ। কে আপনারা? তোবামোদের বন্যায় পতনের মুখে ভাসাচ্ছেন। আপনারা কি জানেন না, বৌদ্ধধর্ম্মে গুরু শিষ্যে পার্থক্য নাই, মহৎ ক্ষুদ্রত্বের বিচার নাই, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নাই। আপনাদের যদি প্রকৃতই নির্ব্বাণত্ব লাভের অভিলায থাকে, তবে মঠে চলুন—ভিক্ষুগণের সহবাসে, কঠোর সংযমের দীক্ষা নেবেন।

সাত। অধমদের প্রতি আপনার অপার করুণা!

বাণ। ভগবান বোধিসত্ত্ব আপনাদের মঙ্গল করুন।

সাত। আমাদের কিছু নিবেদন করবার আছে। বালক মাধব যে ভাবে বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ক'রছে, তাতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে শিশু নয়—দৈবের বিরাট শক্তি। এ ধর্ম্ম টেক্‌বেত'?

বাণ। সে বালকের আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু চিন্তার কারণ নাই। এই অহিংসা পরম ধর্ম্ম—যাবার নয়। এ ধর্ম্ম হলাহলকেও অমৃতে পরিণত করে। এ ধর্ম্ম নিঃস্বার্থের অনন্ত মহিমায় বিশ্বজনীন প্রেমে দীপ্ত—পাতকীর পাপভার বহনের জন্য অভিষিক্ত। চলুন, আশ্রমে চলুন!

সাত। চলুন, চলুন!

মেধা। রাজা যখন বৌদ্ধ! তখন তার সমস্ত প্রজার কর্ত্তব্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করা। আমরা আগে থাকতেই এই মহৎধর্ম্মে আকৃষ্ট হয়েছি। চলুন প্রভু!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হ্রদ-বক্ষ।

(গভীর জলমধ্যে নিমজ্জমান মদনমোহনকে লইয়া মাধব সন্তরণ করিতেছিল। তীরে নাগরিকগণ সমালোচনায় নিরত।)

১ম নাগ। গেল, গেল! দুজনেই ডুবলো!

২য় নাগ। মরুগ্ গে—তোর আমার কি!

১ম নাগ। আহা-হা, দু দুটো প্রাণী বিষোরে প্রাণ দেবে!

২য় নাগ। অত দরদ যদি, সাঁতরে তোল'না!

১ম নাগ। সাহস হচ্চে না। যে গভীর জল, তার উপর পোকার মত কুমীর ভাসচে।

২য় নাগ। তবে ন্যাকামো রাখ। দেখছিস না, সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে—কেউ উদ্ধারের চেষ্টা করেচে?

১ম নাগ। ঐ—ঐ ভেসে উঠ্‌লো। আর বোধ করি ভয় নেই।

২য় নাগ। ঐ যে—পণ্ডিতকে উদ্ধার ক'রে মাধব তীরের নিকট এসে পড়েছে।

(মদনমোহনকে উদ্ধার করিয়া মাধব তীরে উঠিল, সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।)

মাধব। আসুন! আগে পণ্ডিতের জ্ঞান সঞ্চার করি।

(সকলে নানা প্রক্রিয়ায় পণ্ডিতের জ্ঞান সঞ্চার করিল ।)

১ম-নাগ। চল, চল, আর সকলকে এ সংবাদ দিইগে !

(নাগরিকগণের প্রস্থান।)

মদন। (পলায়মান হইয়া) মাধব ! বার বার মৃত্যুর পথ হ'তে আমায় ফিরিয়ে আনিস কেন ? এ পৃথিবীতে তোর আমার স্থান নেই। হয় তুই মর—না হয় আমি মরি।

মাধব। আমি যদি আপনার অশান্তির কারণ, আমার জন্যই যদি আপনার জীবন দুর্ব্বহ হয়, তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। হে ব্রাহ্মণ ! উত্তপ্ত অশ্রু মুছুন—বক্ষের অনাহুত বেদনা দূর করুন। আজ এই হ্রদের বক্ষে আমার জীবলীলা সাঙ্গ হো'ক।

মদন। তোর দয়ার প্রত্যাশী আমি নই। তোর করুণায় জীবন বহন ক'ত্তে হবে ! না, না, তা হবে না। আজ স্নানের ছলে, অগাধ জলে তোকে নিক্ষেপ কত্তে গিয়ে, ঘটনাচক্রে আমি একটা আবর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে নিমজ্জিত হয়েছিলেম—তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলি। কিন্তু জানিস, আমার হস্তে জীবন তোর সঙ্কটাপন্ন।

[বেগে প্রস্থান।

(আনন্দময়ী, সনাতন, কপিঞ্জল, যজ্ঞশীলা ও নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ।)

আনন্দ। কই, কই, আমার মাধব কই ?

মাধব। মা, মা !

আনন্দ। মাধব রে! তুই শত্রুকে ক্ষমা ক'র্ত্তে শিখেছিস, বিপন্নের জন্য জীবন সমর্পণ করেচিস। এতদিনে জানলুম প্রকৃত কর্ম্মী তুই—দেশের, দশের কর্ম্মে বদ্ধপরিকর। এখন তুই—আমার একলার পুত্র নয়—দেশ-মাতৃকার সন্তান। তোকে বক্ষে ধরে বিশ্বের জননীগণ ধন্য হোক।

মাধব। তোমার আশীর্ব্বাদ কি বিফল হয় মা! সন্ন্যাসের এই শুভ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত। দাও মা, বিদায়ের অনুমতি দাও!

কপি। পুত্রকে তোমার দান কর মা!

আনন্দ। আয় বাবা! আজ তোকে সন্ন্যাসীর সাজে সাজাবো।

(নিজের অঙ্গ হইতে কৈশিক উত্তরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক।)

এই নে বাবা! বিশ্বের বহুমূল্য পরীচ্ছদ হ'তে মূল্যবান, কুবের ভাণ্ডারের অয়স্কান্তমণি হ'তে উজ্জ্বল, ভাগীরথীর পবিত্র ধারা হ'তেও পবিত্রতম, এই গৈরিক বসন ধারণ কর। ঐ আর্দ্র বসন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তোর নবজীবন আরম্ভ হোক।

সনা। কি কোরছো মা, মা হ'য়ে ছেলেকে সন্ন্যাসী সাজাচ্চো!

আনন্দ। এত' নূতন নয় বাবা! স্বধর্ম্ম রক্ষণে ক্ষত্রিয়াণীগণ, তাদের সন্তানদের অস্ত্র শস্ত্রে সাজিয়ে—মৃত্যুর কোলে সঁপে দেয়। বৈশ্যানী গণ, দেশের অন্ন সংস্থাপনের জন্য পুত্রের বুকের রক্ত দান করে। শূদ্রাণীগণ, আত্মত্যাগের আদর্শে জন্মভূমি গঠিত করবার জন্য কোলের ছেলেকে শিশুকাল হ'তে উচ্চবর্ণের সেবায় উৎসর্গ ক'রে থাকে। আমরা ভিখারীর জাতি, ব্রহ্মচারীর এই দীনবেশে দেশের বুকে—শিশুপুত্রকে অর্পণ

করি—পুণ্যের দীপ্ত মহিমায়—ত্যাগ সংযমের পথে—ত্রিভুবন পরিচালিত ক'রে।

সন্ধ্যা। পাষাণী গো! তোমার কি প্রাণ কাঁদেনা? এ নীতি যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে বোধ হচ্ছে।

আনন্দ। আমি একলা কাঁদলে কি আসে যায় বাবা! দেশের করুণ-আর্ত্তনাদ কি শুনতে পাওনি? অনার্য্যের পীড়নে—বৌদ্ধ রাজার অত্যাচারে ভারতের চিরমহিমাময় 'সনাতনধর্ম্ম' যে যায়।

কপি। এ নীতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। বিজনবাসিনী ব্রহ্মচারিণীগণ, যদি তাঁদের সন্তানদের আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না দিতেন—তা হ'লে কি পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, বশিষ্ঠ, মহামতি দধীচির উৎপত্তি হ'ত?

যক্ষ। জননীর আদর্শ না পেলে, ব্রাহ্মণ সন্তানগণ আজ নিষ্কাম সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে পৃথিবীর পূজা পেত না। যে ব্রাহ্মণগণ, যুগে যুগে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিরূপে যুগধর্ম্ম রক্ষা করে আসচেন্, যে ব্রাহ্মণের সর্ব্বংসহা শক্তির বিকাশে পৃথিবীর পাশবিক ক্রীড়ার, অনাচার, প্রতিহিংসার স্রোত প্রশমিত; যাদের বিশ্বজনীন প্রেমের মাধুরীময় চিত্র দেখে, পুলক-বিস্ময়ে নিরীশ্বরবাদী ম্লেচ্ছগণ, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেচে, তাঁদের জননীগণ সামান্যা নন।

(আনন্দময়ীকে প্রণাম করণ।)

আনন্দ। মনোভীষ্ট পূর্ণ হো'ক বৎস! রাজর্ষি, তুমি এ জন্মে ভারতের রাজা হয়েচ, পরজন্মে তোমা হ'তে, অমরার সিংহাসন অলঙ্কৃত হবে।

সনা। মার্জ্জনা কর মা! শক্তিরূপিণী তোমায় চিনতে পারিনি। আজ তোমার কৃপায় আমার সমস্ত বন্ধন টুটে গেল; আর গৃহে ফিরবো না। আজ হ'তে মাধবদার পার্শ্বচর হ'য়ে রইলুম।

মাধব। আজ মহেন্দ্রক্ষণে, আমরা দরিদ্রের আশা ভরসাস্থল রাজার মত রাজা পেয়েছি। মহার্ণবে কর্ণধার না পেলে—গভীর অন্ধকারে উজ্জল আলোক না দেখলে—অসহায় যাত্রী কতদূর অগ্রসর হ'তে পারে? আশীর্ব্বাদ কর মা! যেন দক্ষিণহস্তরূপে রাজশক্তিতে—ব্রাহ্মণের লুপ্ত গৌরব আবার ফেরাতে পারি।

আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করি—দেশের কর্ম্মে নারায়ণের তুষ্টি সাধন কর।

(মাধবের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।)

আয় বাবা! একবার তোকে শেষ বক্ষে ধরি আয়!

(মাধবকে বক্ষে ধরিলেন।)

এই নাও রাজা, এই নাও ব্রাহ্মণ! আমার বুকের কলজে—আমার নয়নের মণি।

(মাধবকে সমর্পণ করিলেন।)

বুক্ক। এস ব্রাহ্মণ! দারুণ স্বেচ্ছাচার বিনাশের জন্ম উল্কার মত ধেয়ে এস। স্থায়ধর্ম্মে—প্রতি নগর, প্রতি গ্রাম—সুমেরু হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভূমিকম্পের বেগে আলোড়িত ক'রে দাও। ভগবান তুমি,—আজ ভক্ত, রিক্ত-হৃদয় নিয়ে শুষ্ককণ্ঠে—তোমার পশ্চাকে পশ্চাতে ধেয়ে

যাচ্ছে, তার দারুণ পিপাসার অবসান কর।

[মাধবকে লইয়া যক্ষশীলা ও কপিগণের প্রস্থান।

সনা। আমাকেও সঙ্গে নাও দাদা!

[বেগে প্রস্থান।

নাগরিকদ্বয়। (রোরুদ্যমানা আনন্দময়ীর প্রতি) চল মা, ঘরে চল! আজ হ'তে আমরা তোমার সন্তান।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কবিতাকুমারের গৃহ।

(কবিতাকুমার ও হাসি।)

কবি। হাসি, হাসি! তোমার নামটি কি মধুর?

হাসি। তা হ'তেও ভরপুর—তোমার বাঁশিটী! সর্ব্বদাই কত সুরে বাজে।

কবি। তা হ'লে বাঁশী ধরা সার্থক।

হাসি। ও বাঁশী শিপ্রার জলে ভাসিয়ে দাও।

কবি। কেন, তুমি কি তাকে ভুলে তোলনি?

হাসি। বুকে ধরে রেখেছি।

কবি। বাঃ বাঃ, বেশ ফুলের গোড়েত !

হাসি। কার জন্যে বল দেখি ?

কবি। তা কি আর বলতে হবে। বুঝতে পেরেছি দাও গলায় পরি।

হাসি। বাঃ—নিজে পরবে কি ! আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

(হাসি কবিতাকুমারের গলায় মালা পরাইল)

অতি সুন্দর মানিয়েচে।

কবি। এতক্ষণ বুঝি গরমানান ছিল ?

হাসি। যাও, আমি কি তাই বলচি ?

কবি। এর পরিবর্ত্তে তোমায় কি দিই ?

হাসি। যা ইচ্ছা তোমার।

(কবিতাকুমার চুম্বন দিল)

হাসি। যাও, ভারি দুষ্টু তুমি !

কবি। এমন চাঁদনী রাত, চলনা একটু বেড়ান যাক। আজ পুর্ণিমা—তোমার ষোলকলা পূর্ণ দেখে চাঁদ হাসচে।

হাসি। অত ফুল ত' কখনও ফোটেনি !

কবি। ফুটবে বই কি! বসন্তকাল যে—আবার কোকিল ডাকচে।

হাসি। শুনতে পেয়েছি, ও বরাবরই ডাকে।

কবি। সামনে ঐ লতাকুঞ্জ, চলনা একটু বসিগে।

হাসি। গলা ধরাধরি ক'রে নাকি?

কবি। এস, আরো সরে এস। (হস্তধারণ করিয়া)

হাসি। তিলমাত্র ব্যবধান নাই।

কবি। হাসি!

হাসি। কি!

কবি। একটা কথা রাখবে?

হাসি। কোন্ দিন না রেখেছি?

কবি। বিশেষ লাভের কথা।

হাসি। অত শত বুঝি না। যা ব'লবে শুনবো, ওজর ক'রবো না। স্বামীবাক্যের পাপপুণ্য বিচার ক'রবো না।

কবি। কারেও যদি বিনাশ ক'ত্তে বলি!

হাসি। ভূমিকায় বুঝেছি।

কবি। শোন তবে। বেদান্তের পণ্ডিত—মাধবের অত্যাচারে

বৌদ্ধধর্ম্ম যায়। রাজার মনস্তুষ্টির জন্য—সুযোগ মত তাকে বাটীতে এনে—”

হাসি। গলায় নিভাজ ছুরি—”

কবি। তা নয়—তা নয়—তবে, তবে, সময় মত তোমায় প্রস্তুত হ’তে বোলবো।

হাসি। এখন কি ক’ত্তে হবে?

কবি। চল, ঐ ছাদের উপর জ্যোছনা কিরণে গা ঢেলে দেবে। আজ তোমার কিন্নরীকণ্ঠের—সেই গানটা না শুনে ছাড়চি না!

হাসি। চল, আমিও তোমার ‘মাণিকপীরের’ ছড়াটা শুনে তবে ছাড়বো।

[হাসির হস্ত ধরিয়া কবিতাকুমারের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মদনমোহন শাস্ত্রীর গৃহ।

(কাঞ্চন ও মদনমোহন।)

কাঞ্চন। আপনি পণ্ডিত হ’য়ে, একি বলচেন বাবা!

মদন। আমি ঠিক ব’লচি—তোরই বোঝবার ভুল।

কাঞ্চন। আমি অল্পমতি নারী, ভুল আমার হ'তে পারে বাবা! কিন্তু হিন্দুরমণী কি দ্বিচারিণী হ'তে পারে?

মদন। স্বীকার করি, তা ব'লে কোন্ হিন্দুবালিকা পিতার আদেশ উপেক্ষা কোরে হিন্দু সমাজে একটা স্বেচ্ছাচারিতার মহাভুল রেখে যায়?

কাঞ্চন। আমি যে বাক্‌দত্তা!

মদন। আমি কথা দিইনি—এর বিন্দুবিসর্গ জানিনা।

কাঞ্চন। কন্যার বিবেকের উপর, স্নেহময় পিতার কি কর্ত্তব্য বাবা!

মদন। ক্ষুদ্র বালিকার এ বিবেক বুদ্ধি, ধৃষ্টতার পরিচায়ক।

কাঞ্চন। এ যে স্বভাবের গতি—প্রকৃতির নিয়ম। কেমন ক'রে দশমবর্ষীয়া বালিকা, পরের ঘরে গিয়ে পরকে আপন করে। সংযম, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য কে তাদের শেখায়! জ্ঞানের তারতম্য তনয় হ'তে তনয়ার প্রতি জগদীশ্বরের যে দান—তা'ত আপনার অবিদিত নেই বাবা!

মদন। কূট তর্কে ভোলাবি! জানতে চাই—তোর উপর আমার কোন অধিকার আছে কি না?

কাঞ্চন। ওকি কথা বাবা! যদি বেদনা পান, না হয় এ বিবাহ হবে না। আমায় মার্জ্জনা করুন!

মদন। তুই রাজরাণী হবি এই আমার ইচ্ছা। গৃহত্যাগী সনাতন দরিদ্র ভিক্ষুক; তার হাতে তোকে সঁপে দিতে পারবো না।

কাঞ্চন। রাজরাণী আর কুটীরবাসিনী—উভয়েই মানসিক সুখ দুঃখের সমধিকারিণী। ফুল, রাজোদ্যানে, কাননে একভাবেই গন্ধ বিতরণ করে ; সে রাজার গলায় যেমন, দরিদ্রের গলাতেও তেমন চির-হাস্যোজ্জ্বল—গৌরবময়।

মদন। তোর কোন যুক্তি শুনতে চাই না ; এত বড় অপরাধের মার্জ্জনা নেই।

কাঞ্চন। বাবা! তার পূর্ব্বে একবার স্মরণ করুন, আমার স্বর্গগতা জননী – এই বিবাহে কি প্রতিশ্রুতি দেন নি ?

মদন। হ'তে পারে ; হয়ত তখন না বুঝে আমিও কতকটা মত দিয়েছিলেম, তবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইনি। দ্বারকার দীঘাপতির সঙ্গে তোর বিবাহ দোব। অন্যথায়—তোকে কঠোর শাস্তি নিতে হবে।

কাঞ্চন। বাবা, বাক্যই যে প্রতিজ্ঞা !

মদন। আমার জীবন সায়াহ্নের এই শেষ কথা না রাখলে—জানিস, এ গৃহে আর তোর স্থান নেই। জানবো কন্যা আমার মৃত।

[বেগে প্রস্থান।

কাঞ্চন। তাই হবে! আজ আপনার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ কোরবো। বাবা, বাবা ! এমনি ক'রে স্নেহের বন্ধন খুলে ফেল্লেন !

(অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া)

ওহো ! বুক যে ফেটে যায়। পিতা হ'য়ে কন্যার মৃত্যু কামনা করে !

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজসভা।

(পুষ্পাদিত্য ও পাত্রমিত্রগণ উপবিষ্ট—সম্মুখে যক্ষশীলা ও সনাতন দণ্ডায়মান।)

যক্ষ। আপনার স্নেহের আকর্ষণ যে এমন ক'রে টেনে আনবে, আগে জানতাম না বাবা! আপনার পত্র পেয়েই ছুটে এসেছি।

পুষ্পা। কিন্তু পুত্র! আমার সম্মান তুমি রাখ নাই। জানতে চাই—কে তোমার বড়? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজর্জ্জরিত তোমার স্বদেশ, কিম্বা পিতৃভক্তি!

যক্ষ। জনক, জন্মভূমি, কাকে ছোট ক'রবো বাবা! আমি ন্যায়ের মর্য্যাদা রেখেছি—আপনার অসম্মান করিনি। আমি ভীরুতা বর্জ্জন করেছি—ভক্তি বিসর্জ্জন দিইনি।

পুষ্পা। পিতা স্বর্গ হ'তেও শ্রেষ্ঠ। তার উপর কেহ নাই।

যক্ষ। আপনি আমার ধর্ম্ম—ইহকাল পরকাল; আপনার তুষ্টিতে দেবগণ তুষ্ট হবেন। এই দেশমাতৃকা—আমার কর্ম্মভূমি—আমার জন্ম-মরণের মণিকাঞ্চন। এর আর্ত্তসন্তানগণের সেবাতেও আপনার আত্মার তুষ্টি হবে, আর ঐ নরনারায়ণের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হ'য়ে—আপনার সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর ক'রবে।

সনা। মহারাজ! কুমারের একধারে স্বর্গ, একধারে কর্ত্তব্য-

গঠিত মনুষ্যত্বের উচ্চস্তর। প্লাবনে নদীর একদিক ভাঙ্গে—আবার একদিক গঠিত করে। সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখুন, উনি যথাসম্ভব আপনার কর্ম্ম বরণ করেচেন।

পুষ্পা। সাবধান চাটুকার! স্পর্দ্ধা পরিত্যাগ কর। কর্ত্তব্য আমার আমি বুঝি—সে কর্ত্তব্য কি জানো—রাজদ্রোহি তোমাদের প্রাণদণ্ড।

সনা। রুষ্ট হবেন না মহারাজ! দেশের দুর্দ্দিনে আপনার সহানুভূতি চাইতে এসেচি। ধর্ম্ম এক—ঈশ্বর এক। পথ মাত্র বিভিন্ন। আত্মায় পরমাত্মায় সম্মিলনলীলা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেচে তাকে কোলে নিন, বিদ্বেষ ত্যাগ করুন। জানবেন, বর্জ্জন নয় ধ্বংসের ইঙ্গিত। ঘৃণাই নীচাশয়তার চরম।

পুষ্পা। ধর্ম্মের জন্য আমি সমস্ত ক'ত্তে প্রস্তুত।

সনা। ধর্ম্মের একটা তুচ্ছ দোহাই দিয়ে সঙ্কুচিত চিত্তে বর্জ্জন-নীতি চালিয়ে আমরা কত অমূল্যরত্ন বিসর্জ্জন দিয়েছি—যার অভাবে আজ আমরা দলভ্রষ্ট দুর্ব্বল জাতি। অন্য দিক দিয়ে দেখুন, আমাদের পরিত্যক্ত বুকের রক্ত নিয়ে, একটা নগণ্য অসভ্য জাতি, বিরাট শক্তিতে আজ পরিপুষ্ট। আমায় হত্যা ক'রে প্রতিশোধ নিন, পুত্রহত্যা ক'রে নিজের শিরে কুঠারাঘাত করবেন না।

পুষ্পা। রসনা সংযত কর! এ রাজসভা, বৈদিকমণ্ডলী নয়!

সনা। এ রাজসভা, না নরকালয়! প্রধান নারকী তুমি—পাশবিক দণ্ড নির্ভর ক'রে কৃমিহ্রদে সন্তরণ কোরচো। তোমার চতুর্দ্দিকে

ঐ পিশাচের কঙ্কালগুলো—প্রতি মুহুর্ত্তে মহাসংঘর্ষণে তোমার গলা টিপে মারবার জন্য—তাদের অস্থিময় হস্ত বিস্তার ক'রে রয়েচে। সাবধান !

পুষ্পা। কে আছ—বন্ধন কর ! দেখ পাপিষ্ঠ, তোর সম্মুখে তোর অন্তরঙ্গের মৃত্যুলীলা। (যক্ষশীলার প্রতি) যক্ষ, প্রস্তুত হও !

(অসি নিষ্কাসন ; সৈন্যদ্বয় সনাতনকে বন্ধন করিল।)

যক্ষ। দণ্ড দেবে বাবা, দাও ! মাথা পেতে দিচ্চি। ও দণ্ড নয়—স্নেহের নিদর্শন। পিতৃদত্তশাস্তি, দেবতার আশীর্ব্বাদ। যা কঠোর হ'লেও মধুর—প্রাণান্তকারী হ'লেও অনন্ত তৃপ্তি।

(বেগে চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। অসি কোষবদ্ধ কর রাজা !

পুষ্প। কে রাণী ! প্রকাশ্য সভায় ? কি লজ্জা, কি ঘৃণা !

চন্দ্রা। উন্মাদিনী মা আমি ! লজ্জা সঙ্কোচের মধ্যপথে দাঁড়িয়ে—মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা দেখতে পারব না ; তাই ছুটে এসেছি।

পুষ্পা। বেশ ক'রেচ, বেশ ক'রেচ ! এ বিষ এইরূপ সংক্রামক তা আগে থাকতেই জানতাম। ওহো !

যক্ষ। সরে যাও মা ! পিতার সন্তোষে বিজয় গর্ব্বে ম'রতে দাও।

চন্দ্রা। ম'রতে হয় মাতা পুত্রে মরব !

(পুত্রকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।)

পুষ্পা। আর গর্ব্বিতা নারী, অগ্রে তোর তীব্র আকাঙ্ক্ষার অবসান হো'ক।

সনা। কার সাধ্য নারীহত্যা করে!

(অসির সম্মুখে দাঁড়াইল)

পুষ্প। (সৈনিকের প্রতি) একে নির্জ্জন-কারাগারে লয়ে যাও।

সনা। রাজা, আমি বন্দী! কিন্তু আমার বিবেক, আমার সত্য সে বন্দী নয়, যার বিরাটশক্তি, অচিরে এই ধ্বংস-নীতির অবসান ক'রবে।

(সৈনিক রাজইঙ্গিতে সনাতনকে কারাগারে লইয়া গেল।)

পুষ্পা। উভয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াও! হত্যা, হত্যা, একধারে মা—একধারে পুত্র। সংসার-পটে শোণিতে অঙ্কিত—এ দৃশ্য কি অতি-রঞ্জিত! হো'ক! দেখি কে তোদের রক্ষা করে।

(চন্দ্রা ও যক্ষকে হত্যায় উদ্যত—বেগে মাধবের প্রবেশ।)

মাধব। নারায়ণ রক্ষা ক'রবেন!

(রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।)

পুষ্পা। কে মাধব, আমার চিরশত্রু মাধব! আমার অনাহুত প্রতিদ্বন্দী এস, দেখি এ হত্যার যবনিকা আজ কি ভাবে পতিত হয়।

মাধব। (হস্ত তুলিয়া) মৃত্যুভয় রাখিনা। সংসার অসার, জন্ম—বন্ধন, পরমায়ু—যন্ত্রনা, মৃত্যুই—শান্তি। কর্ত্তব্যে মরবার মতই ম'রবো।

পুষ্প। উত্তম!

(মাধবকে আক্রমণ করিলেন; সহসা শৈবগণ শূলহস্তে প্রবেশ করিল।)

যক্ষ। কে তোমরা?

১ম শৈব। আমরা শৈব সম্প্রদায়। সূক্ষ্ম মীমাংসায় এই মহাপুরুষ, শৈব ও বৈষ্ণবের পূর্ব্বতন বিদ্বেষ নাশ ক'রে—আমাদের চিরঋণে আবদ্ধ করেচেন। এই দেবতার জন্য আমরা প্রাণ দোব।

(রাজাজ্ঞায় সৈন্যগণের প্রবেশ—উভয়দলের যুদ্ধ, রাজা ও রাজসৈন্যগণ পরাস্ত হইল।)

মাধব। আর সেদিন নাই রাজা! ঐ দেখ, ভারতের অনন্ত জলধি হ'তে নবোদিত সূর্য্য রুদ্রমূর্ত্তিতে পূর্ব্বাকাশে দেখা দিয়েচে। তার উজ্জ্বল উত্তেজনাস্পর্শী জ্বলন্ত কিরণে দিক্‌মণ্ডল আবার জেগেচে। ঐ ঐ নবীন কর্ম্মীর দল, তাদের চিরদিনের জড়তা কাটিয়ে ভগ্নহৃদয়ে প্রেমের ঢেউ তুলে, শ্যামলা পর্ব্বতমেখলা বসুন্ধরার মুক্তক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েচে। তাদের বোধনের সঙ্গীতে এক নবশক্তির আবাহন প্রতি মুহূর্ত্তে বেজে উঠছে। তোমার পথ চিনে নাও রাজা, পথ চিনে নাও।

[রাজা, পাত্রমিত্রগণ নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া রহিল—
মাধবাচার্য্য, যক্ষশীলা ইত্যাদির প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কান্যকুব্জ।

নির্জ্জন পর্ব্বতনিম্নস্থ কুটীর।

(মাধবাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্যরচনায় নিযুক্ত।)

মাধব। লেখ, লেখ, লেখনী আমার! ললিত-লাবণ্যময়ী সুমধুর শ্লোকের প্রতি ছন্দে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঢেলে—নরত্রাণকারী নবশক্তিময়ী বেদান্তের শেষ অধ্যায়—বক্ষের শোণিত নিংড়ে শেষ ক'রে দাও। হে মসি, অসি হ'তে খরধার তুমি! তোমার সহায়তায় মহর্ষি বাল্মীকি পঙ্কিল জগতে রামনামের বন্যা ছুটিয়েছিলেন, মনস্বী ভরত ভারতের চিত্রে অগ্নিময় নাটক অঙ্কিত ক'রে মানবজীবনের গতি ফিরিয়েছিলেন। মহামতি মনু, হিন্দু সমাজের রুদ্ধধারা মুক্ত ক'রে—হিমগিরি হ'তে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ক'রেছিলেন।

(লিখিতে লিখিতে ভাবসমাধিস্থ হইলেন। যক্ষশীলা, পাতঞ্জল ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।)

যক্ষ। আজ আপনারা তীর্থমন্দিরে সমাগত। ঐ প্রেমের মূরতি—নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার, জীবন্ত বিগ্রহ দেখুন। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) একি! প্রভু আবার ভাবরাজ্যে বিচরণ কর্চ্ছেন; বেদান্তের সূক্ষ্ম মীমাংসায়, ব্রহ্মণ্যদেবের স্বরূপমূর্ত্তি দর্শনে ধ্যানস্থ। ঐ প্রেমের উৎস ছুটে—বিগলিত আঁখি ধারায়, যেন এক একটী উজ্জ্বল মুক্তা—ঐ

দর্শনের বক্ষ গভীর অর্চ্চনায় সাজিয়ে দিয়েচে। (সম্বোধন পূর্ব্বক) দেব !

(ব্রাহ্মণগণ নিবিষ্টচিত্তে বাহ্যজ্ঞানরহিত নির্ব্বিকার মূরতি দেখিতে লাগিল।)

মাধব। (নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক) অভীষ্ট পূর্ণ হোক রাজা! (ব্রাহ্মণগণকে হেরিয়া, সসম্ভ্রমে) আসুন, ব্রাহ্মণগণ! দীনের প্রণাম গ্রহণ করুন।

১ম ব্রা। বৌদ্ধগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত দীন ব্রাহ্মণ আমরা, বহুদূর হ'তে আপনার নিকট এসেছি। বিষ্ণু-অবতার, ব্রাহ্মণ-কুলতিলক, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্থাপক আপনি, ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করুন।

মাধব। ব্রাহ্মণগণ! সে দোষ কার? আপনারাই ত' খাল কেটে কুমীর এনেচেন। আপনাদের অক্ষমতায়, ধর্ম্মের শিথিলতায় বিধর্ম্মীগণ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আপনারা কি সেই সাবর্ণ, শাণ্ডিল্য, কশ্যপ ঋষির বংশধর? আশ্চর্য্য হ'চ্ছি!

১ম ব্রা। আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নাই। রাজাই সকলের ধর্ম্মে হাত দিয়েচেন।

মাধব। কিন্তু আপনারা যে জাতিসর্প! সে আশীবিষ আজ আপনাদের কোথায়? আপনারা কি আবার নূতন ক'রে রাজ্য গঠন ক'ত্তে পারেন না?

১ম ব্রা। আমরা রাজার মত রাজা পেয়েচি, কিন্তু ইনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ন'ন।

(ব্রাহ্মণগণ যক্ষশীলাকে দেখাইলেন।)

মাধব। যুদ্ধই কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম? আপনারা যে, যোগবলে বিশ্ব-রাজ্য জয় ক'ত্তে পারেন! আপনারা এক একটী ব্রাহ্মণ—ঈশ্বরের এক একটী শক্তি। সে শক্তির অপচয়ে আজ আপনারা ভিখারী।

১ম ব্রা। নক্ষত্র অনেক—চন্দ্র এক। নদ নদীর গতি সমুদ্র। দেবতারাও একদিন অসুরাক্রমণে চণ্ডিকার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন।

মাধব। সেই দেবতার তিল তিল শক্তি নিয়েই—চণ্ডিকার সৃজন। শক্তি ত দূরের কথা—আপনারা একতা পর্য্যন্ত হারিয়েচেন।

১ম ব্রা। যা হবার হ'য়েছে—এইবার মরণ পণ।

মাধব। উত্তম! প্রত্যেকে সাবলম্বন করুন। যোগবলে—যোগ-মাতার আসন টলান। এই নিন! বুকের রক্ত দিয়ে লেখা "বেদা-ন্তের ভাষ্য"। এর মধ্যে ডুবে গিয়ে সনাতন ধর্ম্মের দৃঢ়তা—দ্বারে দ্বারে প্রচার করুন, আবার সেই শান্তিরাজ্য ফিরে পাবেন।

পাতঞ্জল। (মাধবের হস্ত হইতে বেদান্তের ভাষ্য লইয়া, তদ্দৃষ্টে) ভ্রাতৃগণ! আজ মহারত্ন লাভ ক'ল্লেন। এই দেখুন, সূক্ষ্ম মীমাংসায় প্রাঞ্জল ভাষায়, প্রভু আমার—দূরধিগম্য বেদের জটিল তথ্য, কি সরল সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট ক'রেছেন। (ব্রাহ্মণগণ আনন্দিতচিত্তে বেদান্তের ভাষ্য দেখিতে লাগিলেন।)

১ম ব্রা। কি অখণ্ডনীয় যুক্তি, কি উত্তেজনাময় বর্ণবিন্যাস। এই অমূল্য রত্ন, ধর্ম্মের সার সংকলন। আমাদের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা ছিল তা আজ পূর্ণ হ'ল। এতদিন পশুর মত বিচরণ ক'রেচি—এখন মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হব।

মাধব। (যক্ষশীলাকে নীরব দেখিয়া) চিন্তিত কেন মাতা?

যক্ষ। প্রভু! ধর্ম্মপ্রাণ সনাতন এ সময়ে নির্জ্জন কারাগারে প্রায়োপবেশনে দিন কাটাচ্চে। কি উপায়ে তার উদ্ধার হবে?

মাধব। সে আদর্শপুরুষের জন্য চিন্তা ক'রোনা! দেশে অন্ন নাই ব'লে সনাতন অন্ন ত্যাগ ক'রেছে। আমাদের শিক্ষা দীক্ষার আধার গঠন ক'ত্তে, আমাদের মোহের নাগপাশ খুল্‌তে, সনাতন লৌহ-শৃঙ্খল পরেচে। সত্য তার মুক্তি—বিবেক তার স্বাধীন; তার আত্মোৎসর্গ নয়—অক্ষয় কীর্ত্তির মাঝে দেশকে বাঁচান।"

যক্ষ। দেব! এখন বুঝেছি, কারাগারই—তীর্থস্থান। বন্দীই—কর্ম্মী, বন্ধনই—মুক্তি। আমিও কারাগৃহ বরণ ক'র্‌বো।

ব্রাহ্মণগণ। আমরাও সকলে কারাগৃহ বরণ ক'র্‌বো।

মাধব। না, না, তা হয়না। আপনারা প্রত্যেকেই তার মত হ'ন্। এক সনাতন গেছে—আবার লক্ষ সনাতনের আবির্ভাব হবে। এখন চলুন! বিশ্বপতি শ্রীহরির নাম স্মরণ ক'রে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, আমরা পৃথিবী পর্য্যটনে বহির্গত হই।

সকলে। জয়—মাধবাচার্য্যের জয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ পথ।

(মদনমোহন শাস্ত্রীর প্রবেশ।)

মদন। এযে ভীষণ অরণ্যানী! মা কি আমার এই পথে গেছে!

না, না, তা হ'তে পারেনা। নিকটস্থ হ্রদ হ'তে পানীয় আন্‌তে গিয়ে—যার পদ-যুগল জড়িয়ে যেত, প্রভাতের সূর্য্যকিরণে—কণক লতিকার ন্যায় যে অবশ হয়ে প'ড়ত, শব্দের দূর প্রতিধ্বনি শুনে—যার বক্ষ ঘন ঘন কম্পিত হ'ত, সে এই কণ্টকাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল পথে যাবে কেমন ক'রে! তবে কোন্ পথে যাই? কোথা গেলে তার দেখা পাই? অভিমানিনী তনয়া আমার ফিরে আয়! তোর বৃদ্ধ পিতাকে ক্ষমা কর। এবার যা ব'লবি সব শুন্‌বো—আর তোকে কিছু ব'ল্‌ব না। ভগবান! মাতৃহারা কন্যার পিতা ক'রে পাঠিয়েছিলে কেন? (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া) ঐ কে কেঁদে উঠল না? সেই বটে, ওযে পরিচিত স্বর; এই যে, এই যে, আমার হৃদয়ের মধ্যে—তার বুকের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। না, না, ওযে পবনের দীর্ঘশ্বাস—বৃক্ষের মর্ম্মরে প্রকাশ ক'চ্ছে। আবার ঐ ওদিকে, কে যেন করুণকণ্ঠে বাবা ব'লে ডাকলে না! হাঁ, এবার সে নিশ্চিত। দাঁড়া মা, এই যে আমি—"

(পার্ব্বত্য দস্যুদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম দস্যু। ঠাকুর, ভালয় ভালয় চ'লে যা। জানিস্ আমরা কে? (লগুড় প্রদর্শন।)

মদন। তোমরা যেই হও বাবা! দয়া ক'রে আমায় ব'লে দাও—তনয়া আমার কোন্ পথে গেছে?

২য় দস্যু। একটা কাণা কড়িও কাছে নেই দেখছি।

১ম দস্যু। এর সঙ্গে মিছে বাক্‌বিতণ্ডা করা। বদ্ধ পাগল না হ'য়ে যায় না।

২য় দস্যু। তোর কন্যা বন্দী! রাজসভায় যা—সেখানে সন্ধান মিল্‌বে।

১ম দস্যু। এই পথ দিয়ে সোজা পাড়ী মার্, বিলম্বে প্রাণ হারাবি।

মদন। মা, মা, তুই বন্দী!

[বেগে প্রস্থান।

১ম দস্যু। দিনটা ফাঁকা না যায়। চল্! ওদিককার ঐ ঝোপটায় ও'ত পেতে ব'সে থাকিগে।

(উভয়ের প্রস্থান—অন্যদিক দিয়া হাসি ও পুরুষ বেশে চিত্রার প্রবেশ।)

হাসি। আয় চিত্রা! এই বনটা পার হ'লেই তোর মামার বাড়ী।

চিত্রা। যার তার গলগ্রহ হ'তে আমরা আর কোথাও যাব না।

হাসি। তারা যে তোর আপনার জন মা!

চিত্রা। পিতা হ'য়ে—যখন আমাদের পরিত্যাগ ক'রেচেন—আর কি সে আশা রাখ মা?

(হাসি অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।)

চিত্রা। কাঁদচ মা, ভয় কি! তোমার কাছেইত' শুনেচি বিপদের বন্ধু শ্রীমধুসূদন।

হাসি। এতখানি বেলা হ'ল—তুই যে আমার কিছু খাস্‌নি মা!

চিত্রা। তুমিওত' কিছু খাওনি মা! হাঁ মা, ভিক্ষা কেমন ক'রে ক'ত্তে হয়?

হাসি। চুপ কর্, ওকথা তুলিস্‌নি।

চিত্রা। মাধব ঠাকুর কি ক'রে বাঁচলো মা ?

হাসি। সে অনেক কথা মা! তোর পিতা তাঁকে অতিথি ভাবে গৃহে এনে—হত্যার ভার দিলেন আমাকে। কখনও তাঁর কথায় —পাপ পুণ্য বিচার করিনি আমি প্রস্তুত হ'লুম। কিন্তু পাল্লুম না। গভীর নিশীথে সেই নিদ্রিত অতিথিকে হত্যা ক'ত্তে গিয়ে তার মুখে—তোর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলুম—হাত থেকে ছুরি খ'সে পড়লো; একটা স্নেহের উন্মাদনায় আমার অস্তিত্ব হারিয়ে গেল। শেষে তাঁকে জাগিয়ে—তাঁর পায়ে ধ'রে—ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে—আমার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত কল্লুম। এই অপরাধে, তোর পিতা কর্ত্তৃক আজ আমরা বর্জ্জিতা।

চিত্রা। বাবা, বাবা! এই সামান্য কারণে নিষ্ঠুর ভাবে আমাদের বিসর্জ্জন দিলে! (হঠাৎ ঝোপের দিকে চাহিয়া) ও কিসের শব্দ হ'চ্ছে মা ?

(দস্যুদ্বয়ের প্রবেশ।)

চিত্রা। মা, মা! (সভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকাইল।)

১ম দস্যু। দে বেটী দে, কি আছে দে!

হাসি। (সত্রাসে) আমরা বড় দুঃখী বাবা! আমাদের কিছু নেই।

২য় দস্যু। বটে, হাতে ঐ সোনার নোয়া র'য়েছে না ?

১ম দস্যু। তাইত রে, দে মাগী দে—নইলে এই—

(লগুড় প্রদর্শন।)

হাসি। ওগো, তোমাদের পায়ে ধরি! আমার প্রাণ নাও—এই এয়োতীর লক্ষণ মুছোনা।

২য় দস্যু। ওরে, ভাল কথায় হবে না। তবে রে মাগী!

(মারিতে উদ্যত।)

হাসি। তাই হোক! মাথার সিন্দুর, হাতের নোয়া নিয়ে ম'র্‌ব।

চিত্রা। ওগো, আমার মাকে মের'না—মাকে মের'না!

(বেগে ছুরিকা হস্তে আলুলায়িতা কেশে কাঞ্চনের প্রবেশ।)

কাঞ্চন। সাবধান, দুর্ব্বৃত্তগণ! (উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল।)

১ম দস্যু। এ আবার কোত্থেকে এলরে? ধন্য সাহস বটে!

২য় দস্যু। শুধু তাই নয়—খাপ্‌সুরৎও বটে।

১ম দস্যু। এক কাজ করা যাক আয়! তুই ঐ—বাচ্ছাসমেত ধাড়িটাকে, ঐ জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সাফ ক'রে দে; আর আমি এই ফুলমণিকে—সর্দ্দারের ভোগের জন্য—(ইঙ্গিত করিয়া) বুঝলি! (কাঞ্চনের হস্তধারণে উদ্যত।)

কাঞ্চন। মৃত্যু পণ—আমায় হত্যা কর'।

(উভয় দস্যু কাঞ্চনকে আক্রমণ করিল, বেগে সর্দ্দারের প্রবেশ।)

সর্দ্দার। ক্ষান্ত হ' পাষণ্ডগণ! তোরা দস্যু বটে—কিন্তু মানুষ। তবে এ রাক্ষসপ্রবৃত্তি কেন? তোরা কি শক্তির উপাসক? শক্তি-রূপিণী রমণীর অসম্মান ক'রে—শক্তিময়ীকে তুষ্ট কর্‌বি, না তোদের ব্যবসা চল্‌বে?

(সকলে স্তম্ভিত হইয়া কাঞ্চনের জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।)

সর্দ্দা। দেখ দেখি পাষণ্ডেরা, ভাল করে চেয়ে দেখ! সেই দিব্য জ্যোতিঃ, সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি—সেই চরণ চুম্বি কেশদাম; ওরে! এ মায়ে আর করালীমায়ে কোন পার্থক্য নেই। নে, নে, চরণে লুটিয়ে পড়!

(সকলে কাঞ্চনকে প্রণাম করিল।)

কাঞ্চন। কে বাবা, দস্যুর বেশে দেবতা! ধর্ম্মে মতি হোক্।

সর্দ্দার। মা! আজ হ'তে দস্যুবৃত্তি ছাড়লুম। যে কর্ম্মে মায়ের মর্য্যাদা নষ্ট করে—সদা উৎকণ্ঠার বুকের উপর পাথর চাপিয়ে রাখে, যে কর্ম্মে তিলমাত্র তৃপ্তি নেই—সেই কর্ম্মের আজ অবসান হ'লো।

দস্যুদ্বয়। আজ হ'তে আমরাও দস্যুবৃত্তি ছাড়লুম।

সর্দ্দার। চল, ভাই! গতর খাটিয়ে খাব—চাষ করব—বুকের বোঝা হাল্‌কা হয়ে যাবে।

[দস্যুগণের প্রস্থান।

কাঞ্চন। আর ভয় নাই—এস মা! নিকটেই গ্রাম।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণা গৃহ।

(পুষ্পাদিত্য, মদনমোহন সাতকড়ি, মেঘনাদ ও কবিতাকুমার।)

পুষ্পা। চিন্তিত হবেন না! চতুর্দ্দিকে অনুচর পাঠিয়েছি, আপনার কন্যার সন্ধান অচিরেই পাবেন।

মদ। মহারাজ! মাকে আমার পেলে, আমি সব ক'র্ত্তে প্রস্তুত।

পুষ্পা। গর্হিত কিছুই কর্ত্তে হবে না। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনি, এমন ভাবে মাধবের কৃত বৈদিকভাষ্য দলিত ক'রে বৌদ্ধদর্শনের মীমাংসা সূত্র লিখে দিন, যাতে নির্ব্বিচারে সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মে আকৃষ্ট হয়।

কবি। এতে আপনার যশঃকীর্ত্তি দিগন্তে ছড়িয়ে প'ড়বে।

সাত। এবার বামুন বেটাদের কল্'কে পোড়ার ছাপ নিয়ে, অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে—দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

মেঘা। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, ভাগো আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হ'ল, তাই এই সুবর্ণ সুযোগ পেলেন। এখন আপনি এই অর্দ্ধ পৃথিবীশ্বরের সভাপণ্ডিত।

কবি। এখন ইচ্ছামত কবিতার ভেণ্ডান চড়ান, দেখবেন—দলে দলে খরিদ্দার এসে কাড়াকাড়ি ক'রবে।

মদন। মহারাজের অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'ত্তে আসিনি। আমি দীন কবি, সাধ্যমত—রাজসেবা ক'রব।

পুষ্পা। জানি আমি আপনি উদার! ভাগ্যবলে আপনাকে পেয়েচি —আমিও সাধ্যমত আপনার তুষ্টি সাধনে যত্নবান হ'ব।

কবি। আহা হা—এমন রাজা কি আর হ'বে!

মেঘা। দেবতা, দেবতা, পাতকী তরাতে ধরায় নেমেচেন!

সাত। বুদ্ধ হে! আলোক দেখাও—আলোক দেখাও।

মদন। আবার ক্ষীণ দেহে জীবনীশক্তি ফিরে আসচে। একটা তীব্র আলো দেখতে পাচ্চি। রাজা, রাজা! এ আমায় কোথায় নিয়ে এ'লে। ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে—আবার আগুন জ্বালিয়ে দিলে। দেখি, কার সাধ্য এ অনল নেভায়!

[প্রস্থান।

সাত। মহারাজ! এইবার শত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা হবে ভাল।

পুষ্পা। মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে সে জন্মেছে। তার মৃত্যুর জন্য যখন যে উপায় অবলম্বন ক'রেছি—সব ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। আজ সে বেদান্ত প্রচারে সম্রাট হ'তেও ক্ষমতাবান—শঙ্কর হ'তেও মেধাবী—দেবতা হ'তেও সম্মানিত।

কবি। আজ্ঞে, মহারাজ! সে একটা শত্রুর মত শত্রু। যার জন্য আজ আমি পত্নী থাকৃতে—দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রনা ভোগ ক'চ্চি।

পুষ্পা। কবিবর! আপনার কবিনাম সার্থক। এতদিনে বুঝেছি—আপনি শুধু কথার মালা গাঁথেন না, আপনার মধ্যেও প্রাণ আছে; ধন্য আপনার প্রভুভক্তি!

সাত। কবি-সম্রাট! আপনি মঠে নাম লেখান। সেখানে পরদুঃখকাতরা স্বার্থহীনা ভিক্ষুণীগণের উদাত্তসঙ্গীত একবার শুনলে, আপনার আর কোন অভাব থাকৃবে না।

মেধা। আহা, বুদ্ধ হে! তুমিই সত্য—তুমিই সত্য।

(বাণভট্টমের প্রবেশ।)

সকলে। আসুন, আসুন !

বাণ। বড়ই আনন্দের সংবাদ মহারাজ ! মাধব এখন মালাবার হ'তে রামেশ্বরের দিকে যাত্রা ক'রেচে। সেখান হ'তে ফিরে এসেই আগত—দোল পূর্ণিমায় সদল বলে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য—সমুদ্রপথে দ্বারকা-ধামে গমন ক'রবে। অষ্টশততরণী সুসজ্জিত ক'রবার জন্য তার প্রধান শিষ্য সামন্তরাজ, ইতিমধ্যেই আদেশ দিয়েচেন।

পুষ্পা। এ মহা সুযোগ। বলুন। আমায় কি ক'ত্তে হবে ? তাতে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রব।

বাণ। প্রস্তুত হও রাজা ! চারি সহস্র সৈন্যকে বৌদ্ধ ভিক্ষু সাজিয়ে—দুই সহস্র তরণী সংযোগে আমরাও ঐ পথে যাত্রা ক'রব। তারপর সুযোগ মত—"

সাত। ভগবান বুদ্ধ হে ! এতদিনে মুখ তুলে চাইলে প্রভু !

পুষ্পা। একের জন্য অনেক গুলির প্রাণ নষ্ট হবে। হো'ক ! রাজার সহিত প্রজার প্রতিদ্বন্দীর এইরূপ সমুচিত ফল অবধারিত। তবে—"

বাণ। ভাববার সময় নাই রাজা ! আমাদের সব যে যায়। সময় থাকতে বৃক্ষের জট না মা'রতে পাল্লে—আবার সে পূর্ণ তেজে বর্দ্ধিত হবে। গোদাবরীতট হ'তে গঙ্গাতীর, আসমুদ্র হিমাচল, মাধবের আজ্ঞাধীন নয় এমন দেশ কোথায় ? ঐ শোন, ভিক্ষুগণের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ—ঐ দেখ গগনভেদী বৌদ্ধমন্দিরের চূড়া, আজ ব্রাহ্মণগণের বিজয়পতাকায় পরিশোভিত। দেখতে দেখতে—গগনের কোলে ঘন

ঘোর ঘটায় অন্ধকার হ'য়ে এল—আর কিছু দেখা যাচ্চে না। মুহুর্মুহু বজ্র পতনের শব্দ—উল্কার বিস্ফুরণ—মেদিনীকে আলোড়িত কচ্চে। যদি রাজ্য বাঁচাতে চাও—বৌদ্ধধর্ম্মকে তার শীর্ষে বসাতে চাও—পিশাচের অট্টহাসি দেখে ভয় পেয়োনা; এগিয়ে চল'—এগিয়ে চল! ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহ আমাদের পথ দেখাচ্চে।

পুষ্পা। দাস সর্ব্বদাই প্রস্তুত। পথ দেখিয়ে চলুন প্রভু! পথ দেখিয়ে চলুন।

মেঘা। বুদ্ধ হে! সকলি তোমারি ইচ্ছা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নির্জ্জন কারাগার।

সনাতন।

সনা। নির্জ্জন কারাগৃহ! চতুর্দ্দিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—ভীষণ দৈত্যের মত প্রস্তরের বিস্তৃত প্রাচীর। জনমানবের সাড়া নেই। কোলাহলমুখরিত জগতের একটী ক্ষীণ স্বরও কর্ণে প্রবেশ করে না। পবনের গতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে আর কতদিন বাঁচবো! না, না, আমার বাঁচা হবে না। যে জাতি কষ্টসহিষ্ণু নয়, যাদের একাগ্রতা সাধনা নেই—যারা ম'রতে এত ভয় পায়, তাদের মৃত্যুই মঙ্গল। জগদীশ্বর এই ক'রো যেন আমার মৃত্যুর পর এই জীর্ণকঙ্কাল দিয়ে—মহামতি দধীচির অস্থির

ন্যায় দৈত্যনাশী বজ্রের উৎপত্তি হয় ; আর সেই বজ্র—পরাধীন জাতির জীবন্মুক্তির নেতা—জগদ্‌গুরু মাধবাচার্য্যের নিকট সাদরে নীত হয়।

(কারাগৃহের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে ভীলরমণীর বেশে
ধনুর্ব্বাণ হস্তে কাঞ্চনের প্রবেশ।)

সনা। (স্তম্ভিতভাবে) এ কি, কে তুমি ! মানবী না দেবী ?

কাঞ্চন। দুদিনের ব্যবধানে এত বিস্মরণ ! দেবী নয় সেবিকা।

সনা। কে, কাঞ্চন ! এখানে—এ বেশে ?

কাঞ্চন। জগদীশ্বরের অভিপ্রায় ! আজ তোমার মুক্তির দিন। চল বীর—প্রস্তুত হও !

সনা। প্রগল্‌ভতা পরিত্যাগ কর নারী ! ক্ষণিক চাঞ্চল্যে সিংহবিবরে প্রবেশ ক'রেছ জান কি ?

কাঞ্চন। সিংহীর সিংহ-বিবরেই বাস।

সনা। বাক্যের অবসর নাই। যাও কাঞ্চন ! যে পথে এসেছ ফিরে যাও। চল, তোমার সাহায্য করি।

কাঞ্চন। যদি ফিরতে হয়—দুজনে, যদি ম'রতে হয়—এক শয্যায়।

সনা। কঠোর রহস্য। করে ধরি, স্থান পরিত্যাগ কর।

কাঞ্চন। পরিণাম ভেবেচ বীর ! পশুর মত তোমায় হত্যা ক'র্‌বে।

সনা। মৃত্যু ব্রহ্ম ! জন্মের সহিত মৃত্যুর সম্মিলন।

কাঞ্চন। কাজ সমাপ্তি কর বীর! সারা বিশ্বে কীর্ত্তিকেতন তুলে দিয়ে ম'রবার মত মর। সে মৃত্যু দেবতাবাঞ্ছিত — এ মৃত্যু ভীরুতাজনিত জড়ের পরিণাম। সে মৃত্যু—অমর, এ মৃত্যু নয়নজল সিক্ত তুচ্ছ বুদ্বুদ মাত্র। এই দুর্দ্দিনে মাঙ্গোলোরের একটী মাত্র সন্তান জীবিত থা'কলে, জানবে—মাঙ্গোলোর লক্ষ সন্তানের জননী।

সনা। কিন্তু তোমায় রক্ষা ক'র্‌বো কি ক'রে কাঞ্চন?

কাঞ্চন। বনপথে—ভীল দস্যুর নিকট আমি শর যোজনা শিক্ষা ক'রেচি। এই ধনুর্ব্বাণ আমার সহায়।

সনা। আর নয়, চল কাঞ্চন! যা হবার হোক্।

(পূর্ব্বোক্ত ছিদ্রপথে উভয়ে বাহির হইল—
জনৈক কারারক্ষীর প্রবেশ।)

কারা-র। বন্দী পালায়, বন্দী পালায়।

(বংশীতে ফুৎকার করিতে উদ্যত—সনাতন তাহার হস্ত
হইতে কীরিচ কাড়িয়া লইল।)

সনা। মৃত্যুকে ডেকে এন' না!

কাঞ্চন। দেখছ' এই তীর—"

কারা-র। কি ভয় দেখাও নারী! এস, তোমার নারীচপলতা দূর করি।

(অসি নিষ্কাসন।)

সনা। আত্মরক্ষা কর। (কীরিচ নিক্ষেপে উদ্যত।)

(বেগে চন্দ্রার প্রবেশ।)

চন্দ্রা। রাজ্ঞীর আজ্ঞা! বন্দীকে মুক্তি দাও।

কারা-র। তা হয় না মা!

চন্দ্রা। দায়ী আমি! আদেশ লঙ্ঘন কোর'না।

কারা-র। সম্রাটের আজ্ঞা।

চন্দ্রা। কি, কুকুরের এতদূর স্পর্দ্ধা! কে আছ শীঘ্র যাও, কেল্লার পথে আমার সুসজ্জিত সৈন্যদের নিয়ে এস! কেউ যেন এই বন্দীকে বাধা দিতে না পারে।

কারা-র। আমিও সম্রাটকে সংবাদ দিইগে।

[প্রস্থান।

চন্দ্রা। যাও বাবা, যাও মা! এই পথে চলে যাও।

সনা। মা! তুমি সম্রাজ্ঞীর মত সম্রাজ্ঞী। সম্রাট আমাদের প্রচণ্ড অনল— আর পশ্চাতে তুমি তার অন্তঃশীলা ফল্গু।

কাঞ্চন। হাতের নোয়া, সিঁথীর সিন্দুর তোমার অক্ষয় হোক। তবে বিদায় হই মা! আবার সাক্ষাৎ হবে।

(উভয়ে প্রস্থান করিল—চন্দ্রা নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।)

পঞ্চম দৃশ্য।

হিমালয় গিরিসঙ্কটস্থ পথ।

(অদূরে কনখলের সন্নিকটস্থ বদরীনারায়ণের পথ দৃষ্ট হইতেছিল। পথিপার্শ্বে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা আনন্দময়ী।)

আনন্দ। বাবা, বদরীনারায়ণ! একি ক'ল্লে বাবা? হৃদ্‌তন্ত্রী স্নেহের আঘাতে বিহ্বল ক'রে দিয়ে, বহুদূর হ'তে তোমার পাদমূলে টেনে এনে—সব আশা নির্ম্মূল ক'ল্লে? উঃ, বুক যে ভেঙ্গে যায় বাবা! এমন কালব্যাধি দিলে, যে তোমার শ্রীমন্দির অবধি পৌঁছুতে পারলুম না। নিঃস্ব আমি পরপারের যাত্রী। খেয়ার অপেক্ষায় বৈতরিণীর তীরে সমাসীনা, আমায় দয়া কর বাবা! ঐ বেলা ডুবে যাচ্চে—এ সময় আমার মাধবকে একবার এনে দাও! (যন্ত্রণায় কাতর হইয়া) বাবা, মাধবরে! আর বুঝি দেখা হ'লো না।

(অদূরে মাধবাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিলেন।)

মাধব। আমার বুকের ভিতর এমন ক'চ্চে কেন? আঁখি-পল্লব বাষ্পে পরিপূর্ণ হ'য়েছে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে—কি যেন হারাই হারাই; এক অনাহুত বেদনার সুর—এই পথে যাবার জন্য আমায় আকর্ষণ ক'চ্চে। জগদীশ্বর! এ আবার কোন্ পরীক্ষা প্রভু?

পাত। ঐ কে একজন পতিত রয়েচে নয়—যেন মুমূর্ষু ব'লে বোধ হ'চ্চে।

মাধব। নিশ্চয় কোন বিপন্নযাত্রী। আসুন, আসুন ব্রাহ্মণগণ!

(সকলে ত্বরিত গতিতে অগ্রসর হইয়া আনন্দময়ীর সম্মুখীন হইল ও তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।)

মাধব। একি, মা! মা, মা, এখানে কেন মা?

আনন্দ। (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) কে রে, আমার মাধব এলি? আয় বাবা! আমার বুকের কল্‌জে, আমার স্বর্গের সোপান, তোকে দেখতে দেখতে শেষচক্ষু মুদ্রিত করি।

মাধব। ধূলিশয্যায় এ দুরবস্থায় কেন মা? তুমি কি তীর্থে এসেছিলে? সঙ্গে ত' কাকেও দেখছি না?

পাত। ভ্রাতৃগণ! আজ আমরা গুরুর গুরুর দর্শন পেয়েছি। উনি জীবনে সন্দিহান। এস, আমরা শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ ক'রে এনে, এই তুষারসম্পাত হ'তে রোগিণীকে রক্ষা করি।

(সকলে নানা চেষ্টায় রোগিণীর সেবা করিতে লাগিল।)

আনন্দ। স্বামীর ভিটে ছেড়ে তীর্থে 'আসব' কেন বাবা? তার চেয়ে পবিত্র, পুণ্যময় ভূমি ভূ-ভারতে কোথায়? এত দূরে আমার আসা কেন জানিস, সে কেবল তোর চাঁদমুখখানি দেখতে। সঙ্গে অনেকে এসেছিল, পথিমধ্যে কালব্যাধিতে আক্রান্ত হলুম; অসময় বুঝে আমায় ফেলে তারা তীর্থে চ'লে গেল।

মাধব। মা, সন্তানকে ত' স্মরণ ক'ল্লেই পারতে। রুগ্নশরীর নিয়ে এতদূরে এসেচ কেন?

আনন্দ। ব্রহ্মচারীর যে গৃহে ফিরতে নেই বাবা! মা কি সে নিয়ম ভঙ্গ করাবে? তোর কীর্ত্তিগাথায় যখন সারা ভারত মুখরিত হ'ল, যখন শুনলুম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম উদ্ধার ক'রে সহস্র শিষ্য নিয়ে তুই এই বদরীর পথে এসেচিস,—আর আমি রুদ্ধ আবেগ চেপে রাখতে পারলুম না—ঘর হ'তে বেরিয়ে পড়লুম। বাবা! তোকে গর্ব্ভে ধ'রে আজ আমি মায়ের মত মা।

মাধব। মা, মা! দেবতা হ'তেও শ্রেষ্ঠ তুমি। তোমার দর্শনে ব্রত আমার ভঙ্গ হ'ত না, কষিতকাঞ্চনে পরিণত হ'ত। গর্ভধারিণী যেখানে থাকেন—সেই স্থান মাত্রেই বারাণসী। সে স্থানের আগাছাও তুলসী বৃক্ষ—কূপোদক হ'লেও গঙ্গাবারি। বড় দুঃখ মা! প্রথম হ'তে তোমার সেবা ক'র্‌তে পেলেম না।

আনন্দ। মায়ের শেষ আশীর্ব্বাদ ধর বাবা! ধর্ম্মের ভিত্তি—প্রেমের অশ্রুতে ভিজিয়ে—জগতের মধ্যে একটা জাতির মত জাতি গঠিত কর। যে জাতি বুকের রক্তে অভিষিক্ত ক'রে বিশ্ববাসীকে নিস্পৃহতার প্লাবনে সুশীতল ক'র্‌বে; লক্ষ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে তারা বুক পেতে দেবে—তবু স্বর্গের গণ্ডি ছাড়বে না।

ব্রা-গণ। মা, মা! তোমায় পেয়ে হারালাম। (ক্রন্দন)

আনন্দ। কেঁদ না বৎসগণ! তোমরা আমাকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিরূপিণী দেশজননীকে চিনে নাও। আশীর্ব্বাদ করি, মায়ের ছেলে হ'য়ে মায়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

মাধব। দেখতে দেখতে মায়ের আঁখিপদ্ম মুদ্রিত হ'য়ে আসচে?

মা, মা! যার নাম ক'রে গৃহ হ'তে বেরিয়েছ, সেই বদরীনারায়ণকে দেখতে কি ইচ্ছা হয় মা?

আনন্দ। আমার ইষ্টদেব স্বামীনারায়ণ, অনন্তরূপে রূপান্তরিত হ'য়ে প্রতি মুহূর্ত্তে সে সাধ আমার পূর্ণ ক'রচেন। সে রূপ-সাগরে একবার ডুবলে—আর উঠা যায় না। ঐ শোন, অনন্তবারিধির মহাসঙ্কীর্ত্তন রোল, ঐ দেখ উত্তাল তরঙ্গে তাদের আনন্দ নৃতান। আর ঐ নীল জলে নাচতে নাচতে ভেসে আসছে একখানি সোণার তরণী। তার নাবিক কে চিন্‌তে পেরেচিস? তোর পিতা, আমার ভবপারের কাণ্ডারী। (প্রণাম করিল) বাবা! তবে যদি পারিস—পৃথিবীর সপ্ততীর্থ এইস্থানে আহ্বান কর। পাপীতাপী জরাজীর্ণকে আর তীর্থ ফলের জন্য কোথাও ছুটতে হবে না, মহাতীর্থ এই হিমালয়ে পরিণত হো'ক—আর সেই সপ্ততীর্থের, জলে যেন আমার মৃতদেহ অভিষিক্ত ক'রে,—অনন্তের পথে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

(মাধবাচার্য্য যোগাসনে বসিয়া 'সপ্তনদীকে' আহ্বান করিতে লাগিলেন।)

স্বাগতঃ মা স্বরস্বতী, সিন্ধু, কাবেরী
গয়া, গঙ্গা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, যমুনে,
আবির্ভূতা ভবঃ ॥
বিশ্বজননী তোমরা গো দেবী—
পর্ব্বতদুহিতা শক্তিঅংশভূতা!
মানবের পরিত্রাণ আশে—
স্রোতস্বতী প্রাণময়ী পবিত্রসলিলা,

যুগে যুগে নন্দিত করিছ বিশ্ব।
আদি কাল হ'তে বক্ষে ধরি অতীতের স্মৃতি
কীর্ত্তি গাথা গাহি কলস্বনে,
প্রচারিছ পুণ্যের মহিমা।
জনমিয়া ও মহান্ তীরে—
থাকিয়া সুদূরে কিংবা শ্রবণে কীর্ত্তনে নাম
অকৃতি মানব কত দেবত্ব লভিল।
বিকশিল ঐ কুলে গোলক বিহারি—
ধরাভার নাশিবার হেতু
অপূর্ব্ব মানুষী লীলা।
কোটিকল্প তপস্যায় যোগীন্দ্র গিরীশ,
ধরি নতশিরে স্বর্গমুক্ত ঐ বেগধারা
অমরত্ব করিলেন লাভ।
হরিপ্রেম বিলাসিনী
সুখদা মোক্ষদা অয়ি!
রোগ শোক পাপ তাপ হরা।
ঋদ্ধি. সিদ্ধিদাত্রী,
যাগযজ্ঞ ক্রিয়ামাঝে শুদ্ধা সনাতনী,
শত শত প্রণমি মা তোমাদের পায়।
উপায় বিহীন নিঃস্ব দীন—
কাঙাল সন্তান আমি,
নাহি জানি ভকতি মিনতি।
আকিঞ্চন অতি—

তোমাদের একত্র মিলন !
মাতৃআশা করগো পূরণ,
প্রকাশিয়া স্ব, স্ব রূপে ।

(হরিদ্বারের উত্তরে—সূর্য্যকুণ্ড সন্নিকটস্থ গিরিকন্দর ভেদ করিয়া অকস্মাৎ সপ্তনদী প্রবাহিত হইল ।)

আনন্দ । কি শান্তি, কি শান্তি, গঙ্গা-না-রা-য়-ণ—ব্র-হ্ম । (মৃত্যু)

(দেখিতে দেখিতে সপ্ত স্রোত ধারায় আনন্দময়ীর দেহ ভাসাইয়া লইয়া গেল ।)

মাধব । গঙ্গা, নারায়ণ ব্রহ্ম !

ব্রা-গণ । (সুরে)

নবনীরদ বরণ ধ্যেয় পরং ।
মধুদানবদারণ দেববরং ॥
কেশীকংসারি কেশব কল্পতরুং ।
অনাদি অনন্তনাথ আদিগুরুং ॥
যুগনায়ক নাগর বেশরুচিং ।
রসময় রমাপতি সর্ব্বশুচিং ॥
বৃন্দাবিপিনচারী সচ্চিদানন্দং ।
ভবপারতরণী—পদারবিন্দং ॥

(সকলে প্রণাম করিল ।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(দ্বারকাগামী সুসজ্জিত অষ্টশত তরণী ভাসমান, প্রথম তরণিপরি
মাধবাচার্য্য, সনাতন, যক্ষশীলা, কাঞ্চন ও
ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি উপবিষ্ট।)

(গীত)

ঐ ভেসে আসে করমের বশে গভীর জলধিগান।
কে আছ যাত্রী, কে আছ কর্ম্মি, এস এস মতিমান॥
নাহি আর বেলা কো'রনাক হেলা বহে যায় পারের ভেলা
করি নয়ন বন্ধ সাজিয়া অন্ধ তবু করিছ অলস খেলা,
বিলাস ব্যসন করিয়া বর্জ্জন হও পরিচিত পথে আগুয়ান॥
এই সাগরে জনমি সোনার ভারত করমের স্তরে হইল উর্ব্বর
হেথা রতন লভিতে ডুবিয়া মরিতে শঙ্কা সরম কিসের আর,
বোধনের শিখা ঐ দূরে যায় দেখা জ্বলিছে উজ্জ্বল করিছে আহ্বান॥

(পশ্চাৎ দিক হইতে অসংখ্য রাজতরণী ভাসিয়া আসিল। সম্মুখস্থ তরণী
মধ্যে পুষ্পাদিত্য, বাণভট্ট, মদনমোহন ইত্যাদি উপবিষ্ট ও
অন্যান্য নৌকায় বৌদ্ধ-ভিক্ষুকবেশে সৈন্যগণ প্রচ্ছন্ন
কামান ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত করিয়া
সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল।)

সকলে। জয়, ভগবান বুদ্ধদেবের জয়!

মদন। সবার আগে আমিই কার্য্য সমাধা ক'র্‌বো। মাধব, মাধব! এই আগ্নেয় অস্ত্রের মুখে আত্ম রক্ষা কর। (মাধবকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল তাহা নিস্ফল হইল —পুনঃ গুলি করিতে উদ্যত।)

সনা। (সমস্ত ঘটনা লক্ষ করিয়া মুহূর্ত্তে মাধবকে বেষ্টন পূর্ব্বক) দাদা, দাদা! (তন্মুহূর্ত্তে একটী গুলি আসিয়া সনাতনের পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করিল।)

মাধব। (মাধবাচার্য্য তরঙ্গলীলা দর্শনে তন্ময় ছিলেন—সচকিতে) ভাই, ভাই! একি হ'ল! নারায়ণ, নারায়ণ! ভাইকে আমার রক্ষা কর।

(মাধব সনাতনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল—যক্ষশীলা মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্রোপচার পূর্ব্বক গুলি বাহির করিয়া দিল ও অন্যান্য সকলে সনাতনের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।)

যক্ষ। ঐ অসংখ্য রাজতরণী --আমরা শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত।

পুষ্পা। কামান দাগো, কামান দাগো,—এক মুহূর্ত্তে সব-শেষ ক'রে দাও। (তদ্দণ্ডেই উভয় তরণীর মধ্যস্থলে ভীষণ বাড়বানল প্রজ্জলিত হইল ও প্রবল ঝড়ে সমুদ্রের বক্ষ আলোড়িত হইতে লাগিল।)

মাধব। (সম্মুখস্থ ব্রহ্মাগ্নি দর্শনে) হে ব্রহ্ম রোষানল, হে মহারুদ্র! সপ্ত সমুদ্রের বারিতে তোমার নির্ব্বাণত্ব নেই। তুমি অক্ষয় অনন্ত-শক্তিময়। তোমার গগনস্পর্শি লেলিহানজিহ্বা, বিশ্বের কালিমা মুছিয়ে দেয়। তোমার দাহিকাশক্তি বুকে ধ'রে সমুদ্র গর্ব্বে স্ফীত—

প্রলয়ঙ্করি শক্তির আধার। হে সর্ব্বভুক্, হে পবিত্রতম! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

(সকলে প্রণাম করিল।)

(দেখিতে দেখিতে অনল সমস্ত রাজতরণী, বেষ্টন করিল। তাপদগ্ধ ও তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বিক্ষিপ্ত নিমজ্জমান তরণী হইতে গভীর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল।)

পুষ্পা। প্রাণ যায়—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

মাধব। হে অনল! আমি জীবনাহুতি দিচ্চি, আমাদের রাজাকে রক্ষা করুন, রাজাকে রক্ষা করুন! সমুদ্র, স্থির ভবঃ। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

(অনল নির্ব্বাপিত হইল—সমুদ্র স্থির নিস্তব্ধ। মাধবাচার্য্য ও ব্রাহ্মণগণ সকলে বিপর্য্যস্ত, মুর্চ্ছিত রাজা ও তাহার অনুচরবর্গকে উদ্ধার করিয়া কূলে প্রত্যাগত হইলেন।)

পুষ্পা। (চেতনা প্রাপ্তে) মহাত্মন্! আপনাকে চিনেও চিনতে পারিনি, শ্রীচরণে শত অপরাধী আমি! মহাপাপী কৃতঘ্ন চণ্ডালকে নিজগুণে মার্জ্জনা করুন। (পদে পতিত হইল)

মাধব। নৃপবর! আপনি দোষী নন্। সমস্তই বিধির ইচ্ছা, আর অভাগিনী ভারতের অদৃষ্টলিপি। আবার আপনি রাজার মত রাজা হ'ন। রক্ষক হীনা দীনা ভারতমাতাকে বাঁচান।

যক্ষ। আমায় মার্জ্জনা করুন পিতা!

পুষ্পা। আয় বাবা, বক্ষে আয়! আজ, কে কার নিকট মার্জ্জনা চাইবে—আমায় বুঝিয়ে দে।

(মদনকে বক্ষে ধরিলেন।)

মদন। বাবা মাধব! লজ্জায় ঘৃণায় আমার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েচে। আমি আর কোন্ সাহসে তোর নিকট মার্জ্জনা চাইব। তোর বৃদ্ধ মদন খুড়োকে দে বাবা—কি শাস্তি দিবি দে!

মাধব। হে ভূদেব ব্রাহ্মণ! একি ব'ল্‌চেন? আপনার ক্রোধা-নলে শান্তির উৎস ছুটে এসেছে, আপনার বিদ্বেষবিষে স্বর্গের সুধা উঠেছে। আপনি ভুল করেন নাই! প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে দাঁড় করাতে, শরীরের সমস্ত শক্তি নিংড়ে এমন ভাবে ঠিক দিয়েছেন—আজন্ম সাধনায় বিশ্ববাসীগণ অধ্যবসায়ের পথে—যার সামান্য একটু সূত্রও সাজাতে পারে না। মহামুনি দুর্ব্বাসা, শ্রীকৃষ্ণের উপর ক্রোধ প্রকাশ ক'রেছিলেন নিজের দৌর্ব্বল্য নীচাশয়তা দেখবার জন্য নয়, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিকাশের জন্য। আপনার বিদ্বেষ নয়—স্নেহালিঙ্গন। জানি না, কি দিয়ে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাব।

(অদূরে কাঞ্চন আহতগণের শুশ্রূষা করিতেছিলেন, পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পিতৃসমীপে অগ্রসর হইলেন।)

কাঞ্চন। বাবা, বাবা!

মদন। মা আমার! বৃদ্ধ পিতাকে কি এমন ক'রে কাঁদাতে হয়?

(বক্ষে টানিয়া লইলেন।)

মাধব। কাঞ্চন দেশের জন্য কেঁদেচে—আর জীবনপণে মুছিয়ে দিয়েছে—ব্যথিতের মর্ম্মবেদনা।

কাঞ্চন। বাবা! যেন জন্ম জন্ম তোমার কন্যা হ'য়ে জন্মাই। আর তোমার নিকট দৃঢ়তা, একাগ্রতা, শিক্ষা ক'রে দেশের সেবা ক'ত্তে পারি।

মাধব। অভিবাদন করি বৌদ্ধগুরু! আশা করি, আপনি এখন সুস্থ।

বাণ। মাধবাচার্য্য, সাধকশ্রেষ্ঠ তুমি! ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ঠিক পথ ধ'রেছ। আমি আনমনা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে—হিংসার কুজ্ঝটিকায় পথ ভুলে—আগ্নেয়গিরির উচ্চ শিরে উঠেছিলেম; একবারও ভাবি নাই, তার গলিত স্রোতে নিজের অস্তিত্ব হারাতে হবে। ন্যায় ধর্ম্মের নিকট সমস্ত শক্তি পরাজিত; তোমার নিকট এই মহাশিক্ষা পেয়ে, তোমার আদর্শ নিয়ে, আজ আমি ভারতের নিকট চিরবিদায় নিচ্চি। এ ভারতে একমাত্র স্থান তোমার। এবার আমার বিদ্রোহী মনকে প্রেমের বন্যায় ডুবিয়ে—চীন, জাপান, ইত্যাদি পাশ্চাত্যদেশে আবার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ক'র্‌বো। বিদায় হই রাজা! স্বধর্ম্মে বিনাশ প্রাপ্ত হ'লেও পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'রনা। আর পণ্ডিতজি! যাবার সময় নিয়ে যাচ্চি—আপনার কৃত বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন—অখণ্ড যুক্তিযুক্ত এই পুস্তকাবলী। যতদিন বৌদ্ধধর্ম্ম থাকবে—ততদিন আপনি অমর। শত শত ধন্যবাদ আপনাকে!

যক্ষ। হে সন্ন্যাসী! হিন্দুরা বৌদ্ধদ্বেষী নয়। তারা ভগবানের "দশ অবতারের" মধ্যে বুদ্ধদেবকে এক অবতার ব'লে স্থান দিয়েছেন। আপনি অভিমান পরিত্যাগ করুন।

পাত। ভারত, ব্রাহ্মণ-প্রধান দেশ। যতক্ষণ এই দেশে এক

জন মাত্র বৈদিক ব্রাহ্মণ জীবিত থাকবেন, ততক্ষণ এর মজ্জায় মজ্জায় সনাতন ধর্ম্মের উষ্ণ স্রোত বইবে।

বাণ। তাই ভারত-বহির্গত ম্লেচ্ছভূমি পবিত্র ক'রবার জন্য, নব শক্তি নিয়ে আমি ছুটে যাচ্চি। ভগবান বুদ্ধদেব আমার সহায় হ'ন।

(প্রস্থান।

মাধব। ঐ সূর্য্য ডুবে যাচ্চে; চলুন মহারাজ, চলুন ব্রাহ্মণগণ! এই আনন্দের দিনে—আমরা রঙ্গনাথজীর মন্দিরে পবিত্র সন্ধ্যারতি দর্শনের জন্য সমাগত হই। এস, আমার প্রাণের প্রাণ সনাতন! বড় যন্ত্রনা পাচ্চো—এস, তোমায় বুকে ক'রে নিয়ে যাই; রঙ্গধরের চরণামৃত পানে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর সম্মুখ।

চিত্রা ও হাসি।

হাসি। হুন-সম্রাট কান্যকুব্জ আক্রমণ ক'রেছেন। দেশ এখন অর্থ সমর্থহীন। মহারাজ পুষ্পাদিত্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'লেও, তাঁর কোষাগার শূন্য। প্রজাগণ বৌদ্ধত্বের পূর্ব্ব সংস্কার বশে যুদ্ধ পর্য্যন্ত বিস্মরণ হ'য়েছে। তাই জগদ্‌গুরু মাধবাচার্য্য—এক হাতে শাস্ত্র এক হাতে শস্ত্র নিয়ে—দেবমন্দির রক্ষার্থে সকলকে নবশক্তিতে আহ্বান ক'চ্চেন। এ সময় অর্থ চাই। অর্থ না হ'লে যুদ্ধ চল্‌বে না; রসদ যোগান চাই।

প্রভুর আদেশ শুনে নিঃস্ব দীন দরিদ্রগণ, তাদের মুখের গ্রাস বিক্রয় ক'রে সেই অর্থ দেশের সেবায় দান ক'চ্চে। আমার আশ্রয়দাতাও—এই মহতি কর্ম্মে আজ সর্ব্বস্বহারা।

(বালকবেশে চিত্রার প্রবেশ।)

আমি হতভাগিনী! আমার কি আছে, কি দিয়ে দেশ রক্ষা ক'র্‌ব।

চিত্রা। কিসের ভাবনা মা! আমাদের ধন রত্ন নাই বটে—কিন্তু প্রাণ আছে। অভাব আমাদের বিদ্রোহী হ'লেও—স্বভাবের গতি নিম্ন হয়নি। তুমি আমায় বিক্রয় কর মা!

হাসি। দেশকে বাঁচান চাই, কিন্তু তার পূজায় কি এই জন্ম-দুঃখিনীর ক'ল্‌জে ছিঁড়ে অর্ঘ্য দিতে হবে? না, আমি তা পারবো না।

চিত্রা। সন্তানের কার্য্য ক'ত্তে দাও। কে কার সন্তান মা? স্নেহের গণ্ডি দিয়ে আমায় বেষ্টন ক'রে—মাতৃত্বের পারাবার সঙ্কুচিত করো না। তুমি যে কোটী কোটী সন্তানের জননী!

হাসি। জগদীশ্বর! আমায় একি সমস্যায় ফেল্লে? আমার একধারে পুত্র—একধারে দেশ। একধারে হৃদয়ের শেষ অবলম্বন—একধারে বেদনাতুর অযুত আঁখির তপ্ত অশ্রুজল। গুরুর মর্য্যাদা কি দিয়ে রক্ষা ক'র্‌বো!

চিত্রা। একদিন বিদায় দিতেই ত' হবে মা! নিয়তির শাসন—মৃত্যুর অলক্ষিত গতি কে রোধ ক'ত্তে পারে? তখন তোমার বুকফাটা আর্ত্তনাদ, মমতার আবর্ত্তন, স্নেহসিক্ত অশ্রুজল, আমায় ফেরাতে পারবে না।

হাসি। তাই হবে। কর্ম্মময় জগতে কর্ম্মের নদে জীবন ডালি দিয়ে, মহাব্রত উদ্যাপন ক'র্‌বো। কাঞ্চন আমায় যে পথ দেখিয়েছে, মমতায় সে পথ পরিত্যাগ ক'র্‌বো না। যাও চিত্রা! ক্রেতাকে ডেকে আন।

[চিত্রার প্রস্থান।

হাসি। আবার—আবার চিত্ত-দৌর্ব্বল্যতা আসচে। আমি পাষাণী মা! হৃদয়, কঠিন হও।

(মেঘনাদ সমভিব্যাহারে চিত্রার পুনঃ প্রবেশ।)

মেঘ। এই নাও বাছা! একশত মোহর। বালককে আমি ক্রয় ক'ল্লাম।

(মোহরের থলিয়া প্রদান ও হাসির গ্রহণ।)

হাসি। এই শিশুপুত্র তোমাদের কোন্ কাজে লাগবে বাবা?

মেঘ। এই বালককে 'সঙ্ঘে' নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাস দেবো। খুব সুখে থাক্‌বে। তা ছাড়া স্ত্রীলোক পেলেও আমরা উচ্চমূল্যে ক্রয় ক'ত্তে প্রস্তুত।

হাসি। না, না, হয়ত' তোমরা কোন কাপালিককে দ্বিগুণ মূল্যে বালককে বিক্রয় ক'র্‌বে। ওগো, আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও—এই নাও মোহর।

(মোহর প্রদানে উদ্যত।)

চিত্রা। মা, মা! কি ক'র্‌ছ মা?

মেঘ। আর মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই—এস বালক!

হাসি। ওগো, দাঁড়াও—দাঁড়াও। আর একটু দেখতে দাও।

(বালককে লইয়া মেঘনাদের প্রস্থান—হাসি অশ্রু-
ভারাক্রান্ত নয়নে চাহিয়া রহিল।)

হাসি। ভগবান! তনয়াকে আমার নিরাপদে রক্ষা ক'রো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মাঙ্গোলোরের উপকণ্ঠে হুন সম্রাটের শিবির।

(সিংহাসনে উপবিষ্ট হুন সম্রাট, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ দণ্ডায়মান,
নর্ত্তকীগণের নৃত্য গীত চলিতেছিল।)

(গীত)

হাস হাস সখা তেমনি ক'রে তড়িৎথরসান্।
চাও চাও বঁধু তেমনি ক'রে মদনের ফুলবাণ॥
ভ্রমর যেমন ফুলের পাশে ঘুরে ঘুরে কয় কথা,
কমল বুকে ঘুমিয়ে প'ড়ে দূর ক'রে দেয় প্রাণের ব্যথা,
তুমি পরশে তেমন আনি শিহরণ গাওগো প্রেমের গান॥

সম্রাট। (সুরাপানান্তে) বাংলার গোলাপী সরাপে কি ভর্‌পুর নেশা! যেন মনে হয়—একটা শরীর রাজত্বে ভেসে বেড়াচ্চি।

মন্ত্রী। দম্ ভ'রে আকণ্ঠ পানেও—এর আকাঙ্খা মেটেনা।

(জনৈক সামরিক কর্ম্মচারির প্রবেশ।)

সা-কর্ম্ম। সম্রাট! বড় দুঃসংবাদ। শ্রীরঙ্গ পত্তনের স্বর্ণমন্দির দখল ক'ত্তে গিয়ে, আমাদের সহস্র সৈন্য আজ প্রাণ দিয়েচে—কিন্তু একখানি ইষ্টকও দখল ক'ত্তে পারেনি।

সম্রাট। দূর হও গোলাম, এই সংবাদ নিয়ে এসেচ! লজ্জা করে না? দিগ্বিজয়ী বীর তোমরা—আজ অসভ্য ভীরু কাফেরের হস্তে পরাজিত!

সা-কর্ম্ম। তাদের চিত্তের দৃঢ়তা—অসমসাহসিকতা—একবার দেখলে—আপনার এ ভ্রম দূরীভূত হবে।

মন্ত্রী। নদীর বাঁধ একবার ভাঙ্গলে আর রক্ষা নাই। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি একবার প্রবল হ'লে সহজ চেষ্টায় নির্ব্বাপিত হয় না। কিন্তু নিরুৎসাহ হ'য়ো না। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্যের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়'।

সম্রাট। ভারতের মধুচক্রের গন্ধে অন্ধ হয়ে—সুদূরপরাহত পাশ্চাত্য হ'তে ছুটে এসেছি। সত্যই ভারত সোনার ভারত। এর মাটিতে সোনা ফলে—এর গোলাভরা ধান, অনন্ত দেশের জীবনীশক্তি এনে দেয়। এর নদীতে ক্ষীর ধারা বয়,—পবনের স্তরে পুঞ্জিকৃত মণি-মাণিক্যের রঞ্জিত রেণুকা ভেসে বেড়ায়। এ স্বর্গভূমি আমার চাই।

মন্ত্রী। ভারতের অফুরন্ত অনন্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠন কর। এর বিশাল বক্ষের হীরে জহরতের গাছ—সমূলে নির্ম্মূল ক'র। আর ফুলতোলা ক'রে ভারতের বাছা বাছা নারী, আমাদের শিবিরে সন্নিবেশিত ক'রে—বিজয় পুরস্কার রূপে—তোমাদের ক্ষুধিত, তৃষিত, অবসাদ দূরীভূত ক'র।

সম্রাট। সত্য মন্ত্রী! ভারতের নারী, ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃজন—দেখবার মত, দুনিয়ায় অমূল্য বস্তু।

(কাঞ্চনকে লইয়া জনৈক হূণ সৈন্যের প্রবেশ।)

হূ-সৈন্য। (অভিবাদন পূর্ব্বক) সম্রাট! বিদ্রোহিনী এই নারী! আলুলায়িতকুন্তলা, সমরক্ষেত্রে বিদ্যুতের মত ছুটাছুটি ক'রে এই প্রতিহিংসার বীজ বজ্রশক্তিতে বিকীর্ণ ক'রেছে—আজ আবার গুপ্তভাবে শিবিরে প্রবেশ ক'রেছিল।

মন্ত্রী। মহারাজ পুষ্পাদিত্য, আর মন্ত্রী তার মাধবাচার্য্য, এই যুদ্ধের নায়ক। এর মধ্যে আবার প্রচ্ছন্ননারীশক্তি দেখছি। সম্রাট! নারীর অপরাধ মার্জ্জনীয় নয়।

সম্রাট। ধন্য নারী! দুঃসাহস তোমার! কোমল নারীবৃত্তি অপচয়ের এই কঠিন শাস্তি—এস, বুক পেতে গ্রহণ কর! (তরবারি বক্ষের সম্মুখে ধরিলেন।)

কাঞ্চন। ধন্য বীর! এই গুপপনা নিয়ে—এই কাপুরুষতার আশ্রয়ে, তুমি ভারতের অধীশ্বর হবে? হাঃ হাঃ হাঃ ফিরে যাও সম্রাট! নারী-শক্তির দলিত মর্য্যাদায় যারা সিংহাসন পাততে চায়—নারীর তর্জ্জনী হেলনে যাদের মাথার মুকুট খ'সে পড়ে—ভারতের পবিত্র মসনদ্ তাদের জন্য নয়। নশ্বরসুখবর্জ্জিত ভারতবাসী, তুচ্ছ সিংহাসনের মমতা ছেড়ে—ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় নিদ্রিত ব'লে—ভারত অতর্কিত নয়। তাদের ধর্ম্মে হাত দিলেই—আবার তারা জেগে উঠে, নিজেদের অধিকার পূর্ণমাত্রায় বুঝে নেবে। যদি কখনও ধর্ম্মসমন্বয় ক'ত্তে শেখ',

—মায়ের আসনে নারীকে প্রতিষ্ঠা ক'রে—পুত্রবৎ প্রজাপালনে সংযত হ'তে পার—তবে ভারতের রাজদণ্ড পাবে।

সম্রাট। কে আছ? বন্দী কর—বন্দী কর।

কাঞ্চন। স্বেচ্ছায় বন্দী হ'য়ে এসেচি, তোমার সৈন্যদের সাঙ্কেতিক নিদর্শন শিখতে। আর সংগ্রহ ক'ত্তে এই মহামূল্য "মানচিত্র"; প্রভুত অর্থব্যয়ে তোমার প্রধান সেনাপতি যা প্রস্তুত করিয়েছিল। কার্য্য আমার শেষ—আসি সম্রাট, সাধ্য থাকে বাধা দাও! (বস্ত্র মধ্য হইতে পিস্তল বাহির করিয়া মুহূর্ত্তে প্রস্থান করিল।)

সম্রাট। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) পশ্চাদ্ধাবন কর, পশ্চাদ্ধাবন কর!

(সকলে শশব্যস্তে কাঞ্চনের পশ্চাদ্ধাবন করিল।)

চতুর্থ দৃশ্য।

বৌদ্ধ-সঙ্ঘ।

সাতকড়ি, মেঘনাদ, কবিতাকুমার, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ।

গীত।

পুঃ। আমরা সবাই বুদ্ধ, আমরা সবাই বুদ্ধ ॥

স্ত্রী। আমরা প্রেমের ভিক্ষুণী গো আমাদের নাই কোন পথ রুদ্ধ ॥

পুঃ। আমরা জানিনা কোন ছল,

কাছা খোলা আপন ভোলা নেড়া নেড়ীর দল;

স্ত্রী। আমরা মরা গাঙে উজান ছুটাই সকল কাজেই শুদ্ধ ॥

পুঃ। আমরা ভ্রাতা ভগ্নী সমান জুটী,

স্ত্রী। প্রেমিকের—নাম গুণে যাই, চক্র ঘুরাই রসে ভেজা মনটি ;

উভয়ে। দাও তুলে দাও প্রেমের ধ্বজা এস কে দেবে প্রণয়যুদ্ধ ॥

[ভিক্ষুণীগণের প্রস্থান।

মেঘা। বৌদ্ধধর্ম্ম চালাব আমরা। সঙ্ঘে সকলের সমান অধিকার—এ খোদ বুদ্ধের হুকুম বাবা ! রাজা এ ধর্ম্ম ছেড়েছে, বাণভট্ট পর্য্যতাড়া দিয়েচে, তাতে হ'য়েচে কি—এখনও সম্রাটের সম্রাট প্রেমের অবতার, সেতো আর মেঘা মরেনি।

কবিতা। এমন নির্ম্মল ধর্ম্ম সবার ধাতে সইবে কেন ? কোন দ্বিধা নেই—সঙ্কোচ নেই—অগাধ প্রেমের অবিরাম গতির বিরাম নেই, সব নির্ব্বিকার, সব নির্ব্বিকার। এর উপর কেবল একটা নূতন প্রলেপ দিলেই হবে।

মেঘা। হবে কি—হয়েচে। দেখছ না, এই ধর্ম্ম ভেঙে চুরে—কণ্ঠিবদলের সৃষ্টি ক'রে—নেড়া নেড়ীদের কেমন বৈষ্ণবের দলে ভিড়িয়েচি। এখন যত পার নধর নধর ছেলে মেয়ে ধ'রে এনে দলপুষ্টি কর—আর দেদার মজা লোট।

সাত। গত সপ্তাহে যে ফুটফুটে ছেলেটা কিনে আনা গেছে—সে বেটাত' কিছুতেই বাগ মান্‌তে চায় না।

মেঘা। মান্‌বে, মান্‌বে, ক্রমে ক্রমে মান্‌বে। না হয় তাকে কাপালিককে বিক্রয় ক'রে দোব—প্রভূত অর্থ পাওয়া যাবে।

কবি। এর সুদ আসল আদায় করা চাই। যখন ছেলেটা ফুট্‌-ফুটে, না জানি ছেলের জননী—"

সাত। যেমন ফরসা তেমনি বাঁকা চোখ। সেই নিটোল নিখুঁত ছবি একবার দেখলে—"

কবি। (সুরে) এখনও তারে চোখে দেখিনি ;

শুধু বাঁশী শুনেছি। —তাকে আমার চাই !

সাত ; বুদ্ধ হে ! সকলি তোমার লীলা খেলা।

মেঘা। যত টাকা লাগে লাগুক, তাকে যোগাও কর। সে সুন্দরীকে না পেলে "মঠ" মানাবে কেন ?

কবি। নিশ্চয়ই।

মেঘা। ঐ ভজন আরম্ভ হ'য়েছে। চল, চল ! ভিক্ষুণীগণের মধুর কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিগে।

কবি। ঐ কোকিল গানে টান পড়েছে প্রাণে প্রাণে।

জাতকুল মান ভাসিয়ে দিয়ে চল সখী কুঞ্জবনে॥

সাত। বুদ্ধ হে ! কি অপার মহিমা তোমার !

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্রীরঙ্গ পত্তনের মন্দির সম্মুখ।

কাল—প্রভাত।

মাধব, পুষ্পাদিত্য ও মদনমোহন শাস্ত্রী।

মাধব। ভীত হবেন না সম্রাট! শ্রীরঙ্গ পত্তনের সুবর্ণচূড়া ধূলিসাৎ হবার নয়। ভক্ত, এক একখানি পাঁজরা খসিয়ে, ভক্তির উপাদান নয়নের জলে গলিয়ে—সাধনার দৃঢ়তায়—এ মন্দির গেঁথেছে। এর মূল কোথায় জানেন—হৃদয়ের নিভৃতদেশে। একবার বুকে হাত দিয়ে নিবিষ্টচিত্তে দেখুন—অনুভূতি পাবেন। যতক্ষণ একটী মাত্র হিন্দু জীবিত থাকবে—ততক্ষণ শত শত প্রলয়ের ঝঞ্ঝা—এর অঙ্গস্পর্শ ক'র্ত্তে পার্'বে না।

(অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।)

১ম ব্রা। আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেচি!

মাধব। ব্রাহ্মণগণ! ভীষণ যুদ্ধ হবে। যবনরাজ তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রে আজ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউ গোণবার অপেক্ষা রেখ'না—যাও, সমর-তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়। সকল কর্ম্মের অগ্রণী তোমরা—সমস্ত জাতির মধ্যে একটা আদর্শকীর্ত্তি তুলে ধর। জয় পরাজয় তোমাদের একাগ্রতার উপর নির্ভর ক'চ্চে।

মদন। ভারতের ধর্ম্ম রক্ষার ভার—ব্রাহ্মণ আমরা, আমাদের উপর ন্যস্ত; এ ঈশ্বরের দান। আমরা ক্ষুদ্র—তৃণাদপি তৃণ—বিশ্বের

ছিতে আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে জীবন পাত করি ; আবার রুদ্রের প্রচ্ছন্ন শক্তির মাঝে সচেতন হই—যখন অধর্ম্মের গ্লানি—সমাধির স্তরে—সোণার ভারতের অস্তিত্ব লোপ ক'র্ত্তে চায়। ভীরু, কাপুরুষ নই আমরা ! শাস্ত্ররক্ষায় আমাদের শস্ত্র সম্মিলন। অস্ত্রের লেখনী দিয়ে আমাদের শাস্ত্র লেখা। তার প্রয়োগ ক'র্ত্তে হবে তখন, যখন ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত বিধর্ম্মীর গলায় ঝুল্‌বে। যাগযজ্ঞের প্ররোচনায় আমরা ভিক্ষার পসার বাড়াই না—ত্যাগের স্বেচ্ছাবৃত্ত দারিদ্র্য নিয়ে, দীক্ষা দিই—একাগ্রতা সাধনার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ফলের উৎকর্ষণ। ব্রাহ্মণগণ ! তার সম্মান রাখ।

পুষ্পা। ধন্য আমি, আপনাদের শ্রীচরণে স্থান পেয়েছি। কাঙাল দেশের আজ কেহ নাই—আছে মাত্র বিপন্নের সহায় তেজঃপুঞ্জকলেবর নির্ভীক ব্রাহ্মণ। আমরা নিঃস্ব হ'লেও পূর্ণের অধিকারী—আছে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ। যে দেশের এই দরিদ্র জাতি—মহত্ত্বে বিশ্বকে আলিঙ্গন দেয়, হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে—শক্রকে অমরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে, সে দেশের ভূপাল কেন—রাখাল হ'য়ে জন্মালেও অনন্ত তৃপ্তি। হে ভূদেবতা ! আপনাদের স্নেহের দান—বিশ্ববিজয়িনী শক্তির আধার ঐ অভয় পদরজঃ—বিজয়-নির্ম্মাল্যরূপে আমার মস্তকে দিন।

(মাধবের পদধুলি লইলেন।)

মাধব। মহেন্দ্রক্ষণ ব'য়ে যায়। চলুন, মন্দিরাভ্যন্তরে চলুন।

(সকলে মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল—সম্মুখে শ্রীরঙ্গধর
ও শ্রীরাধামূর্ত্তি বিরাজমান।)

মাধব। ঐ, ঐ, প্রাণসখা আমার হাসছে ; প্রসন্ন নয়নে এক করুণার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হ'চ্চে। আর ঐ শোন, শক্তিরূপিণী রাধানামের

বাঁশী, উত্তেজনাময় অমর সঙ্গীতে—প্রাণে নবশক্তির সঞ্চার ক'চ্চে। ভগবান, শক্তির উপাসক। ঐ পার্শ্বে সুশোভিতা লীলা-সহচরী মহা-শক্তিরূপা শ্রীরাধা। যাঁর নামে উনি তন্ময়; জ্ঞান, ধ্যান, অস্তিত্ব। প্রকৃতি হ'তেই পুরুষের বিকাশ; দাহিকাশক্তিই অগ্নির প্রাণ। ঐ চৈতন্যরূপিণী হ'তেই নিদ্রিত নারায়ণ জাগরিত—যার চিৎশক্তি নিয়ে চিন্ময়। অন্নদা-বিশ্বপালয়িত্রী মা আমার, মুহূর্ত্তে বিশ্বের সৃজন ক'চ্চেন—আবার পরক্ষণেই ভীমা, ঘোরা—চণ্ডিকা মূর্ত্তিতে সংহার ক'চ্চেন। শক্তির এই লীলাক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে—অগ্রে বৈষ্ণবীশক্তির অর্চ্চনা কর। কালী, কালা, বিভিন্ন ভেব'না! ঐ দেখ বিশ্বপিতামাতার অনন্ত জ্যোতিঃ।

(শূন্যে জ্যোতিঃ বিকাশ—সমস্ত মন্দির স্নিগ্ধালোকে উজ্জ্বল হইল —যুগলমূর্ত্তি মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে লাগিল।)

সকলে। (স্তম্ভিত হইয়া) ধন্য ধন্য আমরা! আমাদের জন্ম সফল—কর্ম্ম সফল।

মদন। মাধব, মাধব! একি মনোহরমূর্ত্তি দেখালি? হৃদয়ে দারুণ দর্শন-পিপাসা জেগে উঠল'—অনাবিল আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় আমায় উন্মাদ ক'রে দিলে। এতদিন শাস্ত্রের বোঝা ব'য়ে—পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব নিয়ে তাঁর অনুসন্ধানে ফিরেছি, প্রেমের ঠাকুর সে, প্রেম নইলে ধরা দেবে কেন, স্বার্থের গন্ধে দূরে স'রে গেছে। আজ তোর করুণায় যদি দর্শন পেলেম তবে কেন পেয়ে হারালাম? বল, বল বাবা! কোন্ সাধনায় ঐ প্রেমের মূরতি নয়নের সম্মুখে নিশ্চল হ'য়ে থাক্‌বে?

মাধব। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি দ্বারকাধামে গমন করুন। তথায়

প্রভু আমার প্রত্যক্ষ মূরতিতে বিরাজমান। তিনি আপনার অভীষ্ট পূর্ণ ক'র্‌বেন।

মদন। তাই যাব, তাই যাব, তাঁর ধ্যানে নিমগ্ন রব'—তাঁর সঙ্গ ছাড়া হব' না। এই বল বাবা! যেন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন আর আমায় সহ্য ক'র্ত্তে না হয়।

[উন্মাদবৎ প্রস্থান।

মাধব। প্রেমময়! কি ভাবে কখন কার প্রাণে বাঁশী বাজাও তা মানব-শক্তির অগোচর।

(প্রণাম করিলেন, তৎপরে দেবনির্ম্মাল্য লইয়া প্রদানপূর্ব্বক।)

ব্রাহ্মণগণ! এই নাও প্রত্যক্ষদেবতার বিজয়নির্ম্মাল্য। এখন সকলে এই দেবতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর, শ্রীরঙ্গধরের রক্ষণার্থে আমরা প্রাণ দোব—তবু পশ্চাৎপদ হব না।

সকলে। শ্রীরঙ্গধর্ম্মের রক্ষার্থে আমরা প্রাণ দোব; তবু পশ্চাৎপদ হব না।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বৌদ্ধসঙ্ঘের একপার্শ্ব।

মেঘনাদ ও হাসি।

হাসি। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও।

মেঘা। ছাড়বো কি সুন্দরী—বুকে ধ'রে রাখবো। তোমার মত পারিজাত, বৌদ্ধ পৌরহিত্যের একমাত্র উপচার।

হাসি। সতীর সতীত্বনাশে ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন ক'র্‌বে? ধিক্ এমন ধর্ম্মে—আর শত ধিক্ ঘৃণিত চণ্ডাল তোমাকে—এই পাশবিক যজ্ঞের হোতা!

মেঘা। তোমায় ছড়া কাট্‌তে আনা হয়নি। বল, মানে মানে ভিক্ষুণী হ'য়ে—যৌবন বিনিময় ক'র্‌বে কি না?

হাসি। পাষণ্ড! রসনা তোর সংযত হ'ল না?

মেঘা। ঢের ঝাঁজ দেখেছি—সতীপনা ফলান হ'চ্চে! অভিসারে না এসে, সঙ্ঘে কি বায়ুপরিবর্ত্তনে এসেছ?

হাসি। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি, না মিথ্যা সংবাদ দিয়ে দস্যু তুই—মৃত্যুশয্যায় পুত্র মোর মাকে দেখতে চাচ্চে ব'লে—এই পাপপুরীতে আমায় নিয়ে এলি?

মেঘা। তোমার পরিত্রাণের জন্য এনেচি। রমণী ভিক্ষুণী—এ খোদ বৌদ্ধের বাণী; এখন আমি সাক্ষাৎ বৌদ্ধের অবতার—চারিশত সঙ্ঘ আমার হাতে। এখন দীক্ষা নাও,—নাচ, গাও, আর সম্ভোগ কর—সম্ভোগ কর।

(হস্তধারণে উদ্যত।)

হাসি। কি দুর্ব্বৃত্ত, এতদূর স্পর্দ্ধা! এর উপযুক্ত প্রতিদান—এই বামপদাঘাত—

(পদপ্রহার।)

মেঘা। তবে দেখ গর্ব্বিতা নারী! তোর সম্মুখে তোর পুত্রহত্যা ক'রে—এর যথোচিত প্রতিবিধান ক'র্‌ব। সাতু!

(সাতকড়ির প্রবেশ।)

মেধা। এখনি যাও। চিত্রার ছিন্নমুণ্ড আনয়ন কর।

সাত। যাই দাদা! কিন্তু দেখো, পাখী যেন ফাঁদ কেটে উড়ে না যায়।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

হাসি। পুত্রহত্যা ক'র্‌বি নারকী—ঈশ্বর আছেন।

(নেপথ্যে)। ওগো, মের' না—মের' না। মা, মা!

হাসি। জগদীশ্বর! বজ্র পতনের পূর্ব্বে সহ্য ক'র্‌বার ক্ষমতা দাও। মর্ম্মদাহি মমতায় হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়বার আগে—প্রাণ অবিচলিত দৃঢ়তায় গঠিত কর।

(কবিতাকুমারের প্রবেশ।)

কবি। আরে, নূতন শীকার কোথেকে জুটল'? এযে একেবারে "মেওয়া" দেখচি। (সুরে)—

তুমি কোন্ কাননের ফুল, তুমি কোন্ আকাশের শশী—।

(হাসি মুখবস্ত্র উন্মোচন করিল।)

কবি। একি, হাসি! এযে আমারই সর্ব্বনাশ!

মেধা। বিচলিত হ'লে বন্ধু! সুধার ভাগ যদি নিতে পার—বিষের ভাগও নিতে হবে।

হাসি। প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!

কবি। ভগবান, কৃতপাপের ফল হাতে হাতে দিলে। তোমার সূক্ষ্ম ন্যায়দণ্ড—এইরূপ কঠোরভাবেই পাপীর মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত দেয়।

হাসি, এতদিন কথার মালা গেঁথে, গোস্বামীর দ্বারে বিবেক হারিয়ে—নরাধম আমি, তোমাদের নিয়ন্তরে দাঁড়িয়ে সামান্য স্বার্থের কারণ, ঘরের লক্ষ্মী তুমি—তোমায় বিসর্জ্জন দিয়েছিলেম; আমার যথেষ্ট শাস্তি হ'য়েছে,—এখন চল, ঘরে চল। কৈ আমার চিত্রা কোথায় ?

(হাসিকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত।)

মেঘা। কোথা যাবে বন্ধু ? ভিক্ষুগণের মুখের গ্রাসে কারুর অধিকার নেই। যেমন আছ, স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্—অন্যথায় তোমার শিরশ্ছেদনে কুণ্ঠিত হব' না।

(কবিতাকুমারকে আক্রমণে উদ্যত—বেগে যক্ষশীলার প্রবেশ।)

যক্ষ। বৌদ্ধগুরু, এই তোমার কীর্ত্তি ? এই তোমার ধর্ম্ম-সংস্কার ? পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হ'য়ে, বিশ্বের অভিশপ্ত উষ্ণশোণিত দিয়ে, দেবমন্দির সুদৃঢ় ক'র্‌বে ! তুমি না মানুষ ? মানুষের সর্ব্বনাশ ক'রে সিদ্ধযোগী হবে ? উপরে লোকচক্ষু ভগবান আছেন, তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি কেহই অতিক্রম ক'ত্তে পারে না। এমন দিন আসবে—যেদিন নিজকৃত নির্য্যাতনে নিজেই জর্জ্জরিত হ'য়ে, তোমায় জগতের দ্বারে—অনন্ত অনন্তকাল কেঁদে বেড়াতে হবে। বুঝেছি, এ তোমাদের পবিত্র সঙ্ঘ নয় ; পাশবিকতার একটা কেন্দ্র। আজ হ'তে সমস্ত সঙ্ঘ ধ্বংস ক'রে, তার স্থানে দ্বৈতবাদীগণের সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌ব। জেনো, যাবতীয় নারকীয় কর্ম্মের এই অবসান। যাও, দূর হও !

মেঘা। এতদূর স্পর্দ্ধা ! উত্তম, আমিও বিদ্রোহ ক'র্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

(চিত্রাকে লইয়া সাতকড়ির প্রবেশ।)

সাত। আমার কোন অপরাধ নেই বাবা! আমায় ছেড়ে দাও বাবা! ঐ পাঁড় বেটাই এ বালককে হত্যা ক'ত্তে ব'লেছিল—তা আমি হত্যা করিনি বাবা! হত্যার অভিনয় ক'রেছি মাত্র।

যক্ষ। দূর হ'—পিশাচের দল।

[সাতকড়ির প্রস্থান।

কবি। কৈ আমার চিত্রা কৈ?

চিত্রা। এই যে আমি বাবা?

কবি। কে চিত্রা, এ বেশে কেন মা?

চিত্রা। অতুল সম্পদের অধিকারিনী হ'য়ে, তোমার কন্যা, তোমার স্ত্রী, আজ ভিখারিণী। এ পরিচয় লোকের কাছে দিতে, লজ্জায় যে মাথা হেঁট হ'য়ে যায় বাবা! সেই জন্য, মা আমার নিজে সন্ন্যাসিনী সেজে—আমায় এই বেশে সাজিয়েচেন।

যক্ষ। কিঙ্করের প্রণাম গ্রহণ করুন!

কবি। বাবা! মহাপাতকী আমি।

যক্ষ! যা হবার হ'য়েচে, সব ভুলে যান! আবার নূতন ভাবে নবীন প্রাণে, দ্বৈতবাদ গ্রহণ ক'রে—হিন্দুর মহিমান্বিতকীর্ত্তি জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে বিমণ্ডিত ক'রে দিন। এ দীনের প্রার্থনা নয়—দীননাথের আহ্বান। আসুন! কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য ।

রণস্থলের প্রান্তভাগ ।

সুরক্ষিত প্রস্তরময় দুর্গের সুদৃঢ় দ্বারের সম্মুখ ।

(যুদ্ধোন্মাদ অবস্থায় সনাতন, যক্ষণীলা, ব্রাহ্মণগণ ও সৈন্যগণ ।)

সনা । এই প্রস্তরময় পার্ব্বত্যদুর্গ আমাদের পুনরধিকার ক'ত্তে হবে ।

যক্ষ । আসুন, আমরা সমবেতশক্তিতে এই লৌহকবাট ভঙ্গ করি !

সনা । সুচি তীক্ষ্ণ—লৌহকণ্টকময় সুদৃঢ় দ্বার । যেন শত শত অসিফলকের লেলিহান জিহ্বা—শত্রুকে গ্রথিত ক'রবার জন্য প্রতীক্ষা ক'চ্চে ।

(সকলে দ্বার পরীক্ষা করিতে লাগিল—ঘন ঘন কামানধ্বনি শ্রুত হইল, ও অদূরে একটী রক্তিম গোলা ছুটিয়া আসিল ।)

যক্ষ । বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা সমধিক । আমি চ'ল্লেম, ঐ দুর্গ প্রাচীরস্থ গোলন্দাজসৈন্যদের আক্রমণ ক'ত্তে । আপনি দ্বার ভঙ্গের উপায় নিদ্ধারণ করুন ।

[দুই সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রস্থান ।

সনা । এই দ্বারে, আমি পৃষ্ঠ দিয়ে দাঁড়াব ; আপনারা সকলে আমার বক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন ।

জনৈ-ব্রা । কিন্তু জীবন আপনার—

সনা। তার আগে জন্মভূমি! ভাববার সময় নাই—অগ্রসর হো'ন।

(সনাতন তীক্ষ্ণ কণ্টকময় দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মান হইল—সকলে তাহার বক্ষের উপর সবলে ধাক্কা মারিতে লাগিল, দ্বার কম্পিত হইল —সহসা ঐ দ্বারমধ্যস্থ ছিদ্রবৎ ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার খুলিয়া কাঞ্চনের প্রবেশ।)

কাঞ্চন। আমি ঐ খাদ পার হ'য়ে গিয়ে, একটা সুড়ঙ্গের পথে—দুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'রেছিলাম। আপনারা দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে, এক দল এই পথে, অন্য দল উক্ত গহ্বরপথে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ ক'রে, শত্রু-সৈন্য বেষ্টন করুন। যান, শীঘ্র যান!

[সৈন্যগণের দুই দলে বিভক্ত হইয়া প্রস্থান।

কাঞ্চন। (কবাটস্থ লৌহশলাকাবিদ্ধ নির্ভীক সনাতনের গৌরবদীপ্ত মূর্চ্ছিত দেহ নিরীক্ষণে) হায়, হায়! যদি আর এক মুহূর্ত্ত আগে আসতে পার্‌তা'ম।

(কাঞ্চন সৈন্যদ্বয়ের সাহায্যে সনাতনকে মুক্ত করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।)

সনা। (অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় ভগ্নস্বরে) আঘাত আমার গুরুতর হয়নি। আক্রমণ কর, আক্রমণ কর!

কাঞ্চন। এস্থানে আর বিলম্ব করা হবেনা। আসুন, আমরা এঁকে কোন নিভৃত স্থানে নিয়ে যাই।

সনা। কে কাঞ্চন, এস! আমার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নাই, —বাক্য-রোধ হ'য়ে আসছে। আমায় এমন একটা নিভৃত স্থানে নিয়ে

চল, যে স্থান হ'তে যুদ্ধের গতিবিধি উত্তমরূপ লক্ষ্য করা যায়!

[সনাতনের রুধিরপ্লাবিত ও মৃতপ্রায় দেহ বহন
করিয়া সকলের প্রস্থান।

(মুহুর্মুহু কামানগর্জ্জন ও ভীষণ কোলাহল শ্রুত হইল। সহসা
দুর্গশীর্ষের এক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সেই ভগ্নাবশেষ
স্থলে দণ্ডায়মান প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর—
কৈশিক বসনাবৃত মাধবাচার্য্য—সকলকে
উৎসাহান্বিত করিতেছিলেন।)

মাধব। অগ্রসর হও, অগ্রসর হও! জীবনপণে যুদ্ধ কর—হয় বাঁচ—না হয় মর! জেনো—ভারতের ধর্ম্ম—ভারতের একটা শ্রেষ্ঠ জাতির অস্তিত্ব—তোমাদের শক্তির উপর নির্ভর ক'চ্চে! ঐ তোমাদের মুখ চেয়ে ব'সে আছে জন্ম-দুঃখিনী ভারত-জননী, যার বক্ষের শোণিতে তোমরা পরিপুষ্ট—আজ সে মাকে বাঁচাও।

(অন্যদিকে যক্ষশীলা ও সৈন্যগণ দুর্গারোহণ করিতেছিল।)

যক্ষ। লক্ষ সৈন্য গেছে যা'ক্! এখনও আমরা আছি। আসুক, লক্ষ লক্ষ কামানের গোলা, দাও, বুক পেতে দাও—সোজা হ'য়ে দাঁড়াও, একপদও পশ্চাদ্বর্ত্তী হ'য়ো না। চল, পুঞ্জীকৃত শবের উপর দিয়ে ধেয়ে চল—আমাদের মধ্যে একটী—একটী মাত্র বীরকে জীবিত অবস্থায় লক্ষ্য স্থলে পৌঁছুতে হবেই।

(সহসা দুর্গশিরে লোহিতবর্ণ পাতকা উড্ডীয়ন্ হইল।)

জনৈক সেনাপতি। (তূর্য্যধ্বনি করিয়া) হুন সৈন্যগণ পরাজিত। যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হ'য়েছে।

সকলে। জয়, রঙ্গনাথের জয়।

দৃশ্যান্তর

রণস্থলের একপার্শ্ব।

(রণোন্মত্ত অবস্থায় পুষ্পাদিত্যের প্রবেশ।)

পুষ্পা। কি ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে। মুহুর্মুহু কামানের গভীর গর্জ্জন—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা—রনোন্মত্ত সৈন্যগণের বিরাট হুঙ্কার—ধরার বক্ষে প্রলয়ের চিহ্ন এঁকে দিচ্চে! অন্ধকার যুদ্ধে না জানি—ভাগ্য-লক্ষ্মী কার প্রতি প্রসন্না হবেন।

(মেঘনাদের প্রবেশ।)

মেঘা। জয় হোক মহারাজ! বিরাট সৈন্য থাকতে আপনি সমর ক্ষেত্রে? রাজার কর্ত্তব্য কি রাজতক্তায় ব'সে হুকুম চালান নয়?

পুষ্পা। রাজা কাষ্ঠপুত্তলিকা সেজে ব'সে থাকবে, আর রাজ্য-রক্ষায় প্রাণ দেবে দেশের যত দরিদ্র প্রজা?

মেঘা। রাজা প্রজায় তবে বিশেষত্ব কি? দরিদ্রের জন্মই ম'রবার জন্য।

পুষ্পা। দীন প্রজা নিয়েই রাজার অস্তিত্ব—দরিদ্র প্রজাই রাজার প্রাণ! যে দেশ দরিদ্রের রক্তে উর্ব্বর—যে দরিদ্রের বিগলিত অশ্রু বিশ্বের বেদনা মুছায়, অভাবের নিষ্পেষনে মিথ্যার প্রলোভনে—যে দরিদ্র—দারিদ্র্যের মহত্বে সম্রাটের নিকট শির নত করেনা—সেই সারল্যের

অবতার, ধৈর্য্যের, শৌর্য্যের মহাবট—তুচ্ছ ভোগসুখের আশায় জীবনের মমতায়—সমূলে উৎপাটিত ক'র্‌ব! একি ব'ল্‌চেন ব্রাহ্মণ? অসীম দারিদ্র্যই যে—বিলাস বিভ্রম হ'তে ধ্বংসের মধ্যে বিশ্বকে যুগে যুগে রক্ষা ক'রে আসছে।

মেঘা। তবে প্রস্তুত হো'ন মহারাজ! জান্‌বেন—আমি আজ আপনার বিরোধী। আপনার পুত্র কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হ'য়ে—হুন সম্রাটের দলে যোগদান করেছি।

পুষ্পা। কি ক'রেছেন ব্রাহ্মণ! তুচ্ছ অপরাধে একটা জাতিকে ধ্বংসের মুখে সঁপে দিয়েচেন? রাজ্য কামনা ছিল—ইঙ্গিতে জানালেন না কেন, এই সুবর্ণ মুকুট শ্রীপদে অর্পণ ক'রে ধন্য হ'তাম। ধর্ম্মগুরুর একচ্ছত্রা হ'তে অভিলাষ ছিল—স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ক'ল্লেন না কেন; রাজ-কোষ নিঃশেষ ক'রে রাজা আমি—ভক্তের সেবায় কিঙ্করের মত, চির আজ্ঞাবাহী হ'য়ে থাকতাম!

মেঘা। (স্বগতঃ) মনে ক'রেছিলাম, ছলনায় রাজাকে যুদ্ধ হ'তে বিরত ক'রে—আমরা সহজেই জয় লাভ ক'র্‌ব। কিন্তু তা হ'ল না। (প্রকাশ্যে) আর আপনার সম্মান রক্ষা ক'ত্তে পাল্লাম না! আমি চল্লাম, ক্ষণপরেই সাক্ষাৎ পাবেন। তখন কিন্তু আমার পদলেহন ক'ত্তে হবে।

পুষ্পা। আপনি শত্রু মিত্র যেই হোন—আপনি ব্রাহ্মণ—দেবতা। প্রথম যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি—অদ্য যুদ্ধ জয় অবশ্যম্ভাবী।

[রোষকষায়িত লোচনে মেঘনাদের প্রস্থান।

(সশস্ত্রে সজ্জিতা বীরাঙ্গনা চন্দ্রার প্রবেশ।)

পুষ্পা। কে, রাণী! সমরক্ষেত্রে—এ সময়ে?

চন্দ্রা। ছায়ার মত তোমার সঙ্গেইত' আছি প্রভু!

পুষ্পা। ফিরে যাও উন্মাদিনী! আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড়িয়ে পুষ্পশয্যা রচনা ক'রবার অভিলাষ!

চন্দ্রা। ক্ষতি কি নাথ! রাজার পাশে দাঁড়িয়ে—দাক্ষিণাত্যের রাণী কি ম'র্‌বার মত ম'ত্তে জানেনা? বনানীর ক্ষুদ্র লতিকা, অসহায় বাহু দিয়ে—যে ব্রততী অবলম্বনে যার বিস্তৃত বক্ষ—অবাধ স্বেচ্ছাচারে দিন দিন নব কিশলয়দামে ঢেকে ফেলেছিল, সেকি এতই অসার, এতই অপদার্থ, যে আজ সেই মহাসন্মিলনে—দাবানলের মাঝে দাঁড়িয়ে ভস্মীভূত হ'তে ভয় পাবে?

পুষ্পা। রাণী, রাণী! কুসুম-স্তবক গঠিত স্বচ্ছ হৃদয় হ'তে—গোমুখীর ধারা নিঃশেষ ক'রে—আবার আমায় কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চো! কিংবা অভিমানিনী, এ তোমার অভিমানের উচ্ছ্বাসিত বিদ্রূপ।

চন্দ্রা। জীবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে—কিসের অভিমান প্রভু? আমার মান অভিমান দর্প সত্য মিথ্যা সেত' তোমাকে নিয়ে। হে দয়িত আমার! জীবনে কতবার তোমার অবাধ্য হ'য়েছি—মার্জ্জনা চাইবার অধিকার রাখিনি—আমায় মার্জ্জনা কর নাথ!

(পদ ধারণ।)

পুষ্পা। (সস্নেহে তুলিয়া) অবাধ্য হওনি প্রিয়ে! ভুল ভেঙ্গে দিয়েচ। প্রেম রাজ্যের পূজারিণী তুমি—তোমার হৃদয় গলান পূজা নিষ্ফল হয়নি; যে সঞ্চিত পুণ্যালোকে আমার পশুপ্রবৃত্তি ভেঙ্গে চুরে আবার মানুষ ক'রে গড়েচে। শত অপরাধী আমি—আমায় মার্জ্জনা কর!

চন্দ্রা। স্বামিন্, দেবতা! তোমরা কর্ত্তব্যে কঠোর—কখনও কোমল। পত্নীর প্রতি পতির এই ভালবাসা বড় মধুর—বড় করুণ—বড় মর্ম্মস্পর্শী। দুঃখের কশাঘাতেই সুখের কদর—অন্ধকারের পর জ্যোৎস্নার মধুর বিকাশ। তুমি কখনও দূরে ফেলে দিয়েচ, আবার রাজদণ্ড নিয়ে খেলা করেছি, সহাস্য আস্যে, পরাজয় স্বীকার ক'রে বুকের মাঝে টেনে নিয়েছ। তোমার বর্জ্জন নয়—প্রেমের অনুভূতি।

পুষ্পা। তোমার অসীম অতলস্পর্শী ভালবাসার তুলনা কোথায়? তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েচ—বিনিময়ে কিছু চাওনি; সেবা ক'রেছ—ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখনি। ক্ষুদ্র তটিনী তুমি—গলিত আবর্জ্জনাকে বুকে ধ'রে—সাগরের বক্ষে ডুবিয়ে দিয়েছ, স্ফীত বক্ষে কখনও তাকে সমতল তটে আছড়ে ফেলনি। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে!

চন্দ্রা। নাথ!

পুষ্পা। এস! তেমনি ক'রে একবার নয়নে নয়ন মিলাও। ঐ নির্ব্বাক চাহনি—দুকূল আন্দোলিত ক'রে—দুটী প্রাণ—এক আত্মায় সংযোগ করুক! (হস্ত চুম্বন) আর নয়—ঐ জলতরঙ্গের মত হুন-সৈন্যগণ সমাগত।

চন্দ্রা। আমি তোমার পার্শ্ব রক্ষা ক'রব; অগ্রসর হও রাজা!

(জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজা, রাজা! আমি বিংশতি সহস্র সৈন্য নিয়ে এসেছি—আপনার আদেশের অপেক্ষা মাত্র।

পুষ্পা। যাও, ল'য়ে এস! গোলন্দাজ সৈন্য প্রস্তুত?

সৈন্যাধ্যক্ষ। হ্যাঁ, প্রভু!

(সৈন্যাধ্যক্ষ বংশীতে ফুৎকার করিলেন, বিংশতি সহস্র গোলন্দাজ, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের প্রবেশ। হুন-সৈন্যগণ জলতরঙ্গের, মত আসিয়া, রাজা ও রাজসৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, রাণী রাজার পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিলেন। হুন-সৈন্যগণ হতাহত এবং পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল ; রাজ-সৈন্যগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছুটিল। হঠাৎ একটী রক্তিমবর্ণ কামানের গোলা আসিয়া রাজা ও রাণীর বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া অদূরে মাংসপিণ্ডের ন্যায় বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। ক্ষণপরে বিজিত—ক্ষত বিক্ষত দেহ হুন-সম্রাটের প্রবেশ।)

হু-স। জল, একটু জল! প্রাণ যায়, আর দাঁড়াতে পাচ্চিনা! (বসিয়া পড়িলেন) কে কোথায় আছ—বাঁচাও—একটু জল দাও। বিনিময়ে রাজ্য সম্পদ যা চাইবে দোব—চিরজীবন গোলামী ক'র্‌ব! আমায় রক্ষা কর। কৈ কেউত' এলনা, শোন্‌বার কেহ নাই—চতুর্দ্দিকে স্তুপাকার মৃতদেহ—শ্মশানক্ষেত্রের পরিচয় দিচ্চে। জগদীশ্বর, এই ভাবে কি সব সমাধি হবে!

(বারিপূর্ণ পাত্রহস্তে কাঞ্চনের প্রবেশ।)

কাঞ্চ! কে জল চাইলে না? (সম্মুখে সম্রাটকে দেখিয়া) আসুন সম্রাট, এই জল পান করুন! (সম্রাটকে জলপাত্র দিল।)

হু-স। (পানান্তে) মা, মা! এত দয়া তোমার—আজ এই বিজেতা—বিধর্ম্মীর প্রাণরক্ষা ক'ল্লে!

কাঞ্চ। আমরা বঙ্গনারী, আমাদের সব ছেলেই সমান বাবা!

হু-স। বুঝেছি মা, সর্ব্ব নির্ব্বিশেষে তোমাদের করুণার ধারা মুক্ত! পরাজিত আমি—তোমায় দেবার মত কিছুই নাই—এই নাও "রাজ-মুকুট"—সুদূর পাশ্চাত্যে এর উপযুক্ত সম্মান রক্ষিত হবে।

(মুকুট উন্মোচন।)

কাঞ্চ। আপনার উদারতায় ধন্যবাদ! দেশের জন্য আমরা এক হাতে অস্ত্র ধরি—অন্য হাতে আর্ত্তের সেবায়—আত্মসমর্পণ করি—কিছুর প্রত্যাশা রাখিনা—শুধু একটী কথা—"

হু-স। বল মা! আমি প্রাণ দিয়ে পালন ক'র্ব্ব।

কাঞ্চ। সম্রাট! রাক্ষস প্রবৃত্তি নিয়ে—হত্যার অভিনয়ে ভারতের জনপদ ধ্বংস করবার জন্য—রক্তপিপাসু আপনি-সুদূর পরাহত হুনদেশ হ'তে ছুটে এসেছেন। লক্ষ্য আপনার—হিংসা আর লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে স্বরাজ্য স্থাপন। তার আগে একবার ভেবে দেখেছেন কি—আপনার কলুষিত আত্মার পরিণতি! সব প'ড়ে থাকবে সাহানশা, একদিন অসহায় ভিক্ষুকের মত চ'লে যেতে হবে। বিশ্বের হাটে-প্রধান বিপনি সাজিয়ে, বেচা কেনা ক'ত্তে এসে, সর্ব্বস্ব হারিয়ে, নিয়ে যাবেন শেষে—পুত্রহারা জননীর করুন আর্ত্তনাদ—সতীর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস—আহতের বেদনাভরা উত্তপ্ত অশ্রু। সম্রাট আপনি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি! এমন ভাবে ধর্ম্মের সিংহাসন রচনা করুন—যেখানে দ্বেষ-হিংসা প্রেমের পথে লুপ্ত—দাম্ভিকতা দীনতার মাঝে নির্ব্বাণ। আর ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলে' ভাববেন না। মহত্বে ছোটকে বড় হ'তে দিন। লোলুপ না হ'য়ে নিজের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিন; হেয়কে দলিত না ক'রে—তাদের ভাই ব'লে আলিঙ্গন করুন! (সহসা অদূরস্থিত মাংসপিণ্ডের

সমষ্টি রাজা রাণীকে দেখিয়া) ওকি, অদূরে মাংসপিণ্ডের সমষ্টির মত— মৃত রাজা রাণী নয় ? চলুন, চলুন !

(উভয়ে রাজারাণীর নিকটস্থ হইল।)

কাঞ্চ। হায়, হায় ! আমাদের রাজা রাণী নাই—রাজা রাণী নাই—মা গো ! (ক্রন্দন।)

হুস। কেঁদনা মা ! রাজা রাণী তোমাদের মরে নাই। সম্মুখ সমরে অমর লোকে যাত্রা ক'রেচেন। ঐ দেখ মা ! ঐ নভস্থলে তাদের উজ্জ্বল রথের সুবর্ণ রেখা এখনও মেলায়নি। ঐ দেখ স্বর্গদ্বার মুক্ত ক'রে—দেববালাগণ ! রাজদম্পতীকে পুষ্পভূষণে সাজিয়ে সম্মানিত ক'চ্চেন। ঐ শোন দেবদূতগণ, ঐ অমর সঙ্গীত মেঘমন্দ্ররবে সুরভিত পবনে—দিক্‌দিগন্তে ঘোষনা ক'চ্চে।

(কাঞ্চন ও হুন-সম্রাট নিবিষ্টচিত্তে—স্বর্গের দিকে চাহিয়া রহিল।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হুন-সম্রাটের শিবির।

(সিংহাসনে উপবিষ্ট হুন-সম্রাট, সম্মুখে কর্ম্মচারিগণ ও বন্দি অবস্থায় মেঘনাদ দণ্ডায়মান।)

হু-স। কৃতঘ্ন—বিশ্বাসঘাতক কাফের!

মেঘ। আমি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছি—স্বদেশের প্রতি—আপনার প্রতি নয়। আমি স্বজাতির বুকে ছুরি বসিয়েচি - আপনাকে আলিঙ্গন ক'রে।

হু-স। কুকুরের ধর্ম্ম পদলেহন—স্বার্থ তোমায় অন্ধ করেছিল।

মেঘ। যথেষ্ট হয়েচে—মার্জ্জনা করুন! আমি নিজের শিরে তীক্ষ্ণ কুঠার হেনেচি। অনুতাপের গভীর ক্ষত—আমায় তিলে তিলে দগ্ধ ক'চ্চে, আর অন্য শাস্তির প্রয়োজন নাই!

হু-স। নিজের হাতে কবর খুঁড়ে—সমাধি যাত্রায় বিচলিত হ'লে চ'লবে না। বিধর্ম্মি! তোমার পরামর্শে—আজ আমার অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত, আমি বিজিত, বিপদগ্রস্থ। তোমায় কুকুরের মত হত্যা ক'রে—ভারতের পবিত্র ক্ষেত্র হ'তে—আজ শয়তানের অস্তিত্ব লোপ কোর্ব্ব।

মেঘ। (নতজানু হইয়া) প্রাণ ভিক্ষা দিন সম্রাট!

(যক্ষশীলার প্রবেশ।)

হু-স। (সসম্মানে অভিবাদন পূর্ব্বক) আসুন, আসুন রাজা! (নিকটস্থ আসন দেখাইয়া দিলেন) কাফেরের অপরাধ জানেনত' ?

যক্ষ। ইনি মহাপরাধী ব'লেই নিতান্ত হতভাগা, দেশদ্রোহী ব'লেই কৃপার ভাজন—অতি বড় নারকী ব'লেই ক্ষমার পাত্র।

হু-স। একটা জানোয়ারের মরা বাঁচায় আপনার লাভ ?

যক্ষ। উনি জানোয়ার হ'লেও ভাই—একাই সহস্র অবলম্বন। ভাই আজন্ম হিংসাপরায়ণ হ'লেও—ভায়ের মত অমন আপনার জন জগতে দ্বিতীয় নাই। ভাই ভায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—একটা প্রচ্ছন্ন মিলনের পথ বিকাশের জন্য। মায়ের সব ছেলে সমান হয় না। মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত অপদার্থ ভাই—বয়স্থ হ'লেও নিতান্ত শিশু থাকে—যত দিন না সে মানুষ হয়।

হু-স। কিন্তু যদি কোন দিন সেই অবিশ্বাসী ভাই, চণ্ড-নীতির আশ্রয় ত্যাগ না ক'রে ?

যক্ষ। সে ভায়ের শাণিত ছুরিকা বক্ষে নিয়ে, করুণা শোণিত রঞ্জিত ক'রে, স্নেহের নয়নে চেয়ে থাক্'ব ; আবেগের যে বিদ্যুৎস্ফুরণ—ভ্রাতৃদ্বন্দ্বিতার নিষ্ঠুরতাকে হত্যা ক'রে—দুটী প্রাণ এক লহমায় সম্মিলনের সঙ্গম মুক্ত ক'রে দেবে।

হু-স। কিন্তু ঈশ্বর মার্জ্জনা ক'র্‌বেন না—পাপের শাস্তি আছেই।

যক্ষ। জীবাত্মায়, পরমাত্মায় বিভিন্ন নয়, সম্রাট! আজ আপনার দরবারে—ঐ কলুষিত আত্মার পরিবর্ত্তে আত্মদানে—প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব আমি। দিন, আমায় শাস্তি দিন!

হু-স। কি সুন্দর বাংলা দেশ—কি মহৎ এ দেশের রাজা—কি উদার স্বচ্ছ স্বদেশ-প্রীতি। রাজা! বিজিত আমি, সর্ব্বস্বহারা—আছে মাত্র হৃদয়, আপনার মহত্বের তলে তাও আজ হারিয়ে ফেল্লুম। এই নিন্, বন্দীকে আমি সসম্মানে মুক্তি দিলাম।

যক্ষ। মানীর মান, বীরধর্ম্মের মর্য্যাদা, একমাত্র আপনারাই জানেন। আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

হু-স। এমন সরল প্রাণ—এ দেশের মত আর কোথাও নাই। যদি কোন জাতি ভারতবিজয়ের যোগ্যতা লাভ করে, তবে ভারত-বাসীর সহানুভূতি ভিন্ন নয়। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, মহত্ব, ধর্ম্মনীতি, চিরদিন পাশ্চাত্যকে পশ্চাতে রেখেই চ'ল্বে। রাজা! শিবিরাভ্যন্তরে চলুন, আপনার যথাযোগ্য সংবৰ্দ্ধনায়—আমায় আপ্যায়িত ক'রবেন।

[শিবিরমধ্যে সকলের প্রবেশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লতা-কুঞ্জ।

চিত্রা।

চিত্রা। (যক্ষশীলাকে উদ্দেশ করিয়া) আমার সারা অঙ্গে বিদ্যুৎ পুঞ্জ ঢেলে দিয়ে—কে তুমি হে অতর্কিত অতিথি—নীলসাগরের ভরা জলের মত—পূর্ণ যৌবন নিয়ে—নয়ন পথে এসে দাঁড়ালে? সব হারিয়ে ফেল্লুম! আমার বুকের রক্ত জমাট বেঁধে বরফ-হিম হ'য়ে গেল—দৃষ্টির বিনিময়ে কখন যে আপনাকে অর্পণ ক'রে—আড়ষ্ট অচল হ'য়ে গেলুম—জান্তে পাল্লুম না। সেই হ'তে নির্ব্বাকপ্রণয়ের মধুর

গুঞ্জনে অধীর হৃদয়, পুলকচঞ্চল দেহের ভিতর মুর্চ্ছনার অব্যক্ত আবেশে উচ্ছ্বসিত। আমার মূর্ত্তিহীন—ক্ষুধিত তৃষিত আসন অধিকার ক'রে—কে তুমি গো? আমি তোমায় চিনি। জন্ম জন্ম আমাদের এই প্রণয়—সবাইকে বঞ্চিত ক'রে, এমনি ক'রে—গোপনে সঞ্চিত ক'রে রেখেছিল। তা না হ'লে এ শিহরণ—মলয়মারুতের মত ছুটে এসে—ভোরের সোনালী কিরণে এমন ক'রে প্রাণের তার স্পর্শ ক'র্বে কেন? যার অনুভূতিতে চম্‌কে উঠে—পাখীরা গুঞ্জন সুরু ক'রে দিলে—কুসুম কলিকা ঘোমটা খুলে হাসির লহর ছুটালে! হে দয়িত! রাজা তুমি—আমি ভিখারিণী; কিন্তু নির্ব্বিকার প্রেমই প্রেম—পূজার অধিকার সকলেরি আছে। আমি জন্মভোর তোমার পূজা ক'র্ব—কিছু চাইব না। শুধু ভালবাস্‌ব—প্রাণ ভ'রে ভালবা'স্‌ব।

(সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।)

গীত।

ওলো তোর একি হ'ল—ওলো তোর একি হ'ল।
দম্‌কা বাতাস এসে ছুটে ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়ে গেল॥
কেন ছিলি তুই আন্‌মনা
চন্‌চনে প্রাণ লুটিয়ে দিলি—সম্‌ঝে চ'ল্‌লি না,
তোর গজ্‌রানি আর ফন্‌ফনানী বল্‌নালো সই কোথায় গেল॥
এখন হার্‌বি না জিত্‌বি
হাস্‌বি না তুই কাঁদ্‌বি,
প্রাণ দিবি কি প্রাণ নিবি সই—নেনা বেছে কোন্‌টা ভাল॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

মাধবাচার্য্য ও ব্রাহ্মণগণ।

গীত।

ফিরিয়াছি মোরা মায়ের কোলে উদিয়াছে শুভদিন।
কে বলে আর কাঙাল মোদের বিশ্ব মাঝারে হীন ॥
মা মুছায়ে দিয়েছে অশ্রু
একটা স্নেহের চুম্বনে,
হৃদয়ের ব্যথা করেছেন দূর
বক্ষে ধরিয়া যতনে,
আরত' আমরা নহেরে অনাথ—মাতৃগরবে লীন ॥
মা মোদের রাজরাজেশ্বরী অভয়া করুণা রূপিনী
মায়ের মহিমা কররে প্রচার জীবন মরণ সমান গনি,
পরের মাকে মা বলিয়ে—হ'য়ে রাজা কেন হ'বিরে দীন ॥

মাধব। আবার, আবার গাও ব্রাহ্মণগণ! ঐ প্রণবের গান বিশ্বের প্রাণ মাতিয়ে দিক্—মরা বেঁচে উঠুক্—মার কোলে শিশু আনন্দে নৃত্য করুক্—ক্ষীণ নদীর কুলে কুলে উন্মাদনার উচ্ছাসিত বিপ্লাবন ছুটে যাক। সঙ্গীতময় জগৎ! সঙ্গীত শ্রেষ্ঠসাধনা—তন্ময়ত্বের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ। সাগরের গানে নদী উন্মাদিনী—পর্ব্বত ভেদ ক'রে ছোটে—নীড় হ'তে পক্ষীশাবক জাতীয় সঙ্গীত নির্ভর ক'রে তার অক্ষমতা ভুলে—প্রথমেই অসীমের মধ্যে উড়ে বেড়ায়। ধর্ম্মসঙ্গীতে ভারত চির-মুখরিত কর। দেখ্‌বে লক্ষ লক্ষ কামানের গোলা—পৃথিবীর আজন্ম

সঞ্চিত শক্তি—এর বুকে সামান্য একটু দাগ বসা'তে পার্‌বে না।

(কপিঞ্জলের প্রবেশ।)

কপি। প্রভু, প্রভু, কি অপূর্ব্ব শক্তি আপনার নামে! সমর-ক্ষেত্রে দুর্গদ্বারে আহত মুমূর্ষু সনাতন—আজ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, আপনার পবিত্র নাম গ্রহণে পূর্ব্বশক্তি ফিরে পেয়েচে! ঐ দেখুন, উৎসুক ভরা হৃদয়ে সরল শিশুর মত ছুটে আস্‌চে—

মাধব। কই, কই, আমার সনাতন কই?

(সনাতনের প্রবেশ।)

সনা। এই যে আমি এসেছি দাদা!

মাধ। এস, এস কর্ম্মবীর—এস একনিষ্ঠ সাধক—আমার বক্ষে এস!

সনা। এই ক্ষতযুক্ত পুঁয্‌ রক্তে ভরা—দুর্গন্ধময় দেহের নিকট হ'তে স'রে যাও দাদা! স্থান আমার ঐ চরণধূলার তলে।

মাধব। ভাই আমার, একি ব'ল্‌ছো? তোমার ক্ষতপূর্ণ দুর্গন্ধময় দেহ নয়, দেশের কর্ম্মে—সুবাসিত চন্দনে চর্চ্চিত পারিজাতের সমষ্টি। দেবতার প্রিয় তুমি—তুমি ত্রিদিবের।

(সনাতনকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন—দেখিতে দেখিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গের ক্ষত মিলাইয়া তপ্ত কাঞ্চনের শরীর হইল।)

সকলে। জয়, জয় গুরুনারায়ণ!

কপি। (সনাতনের প্রতি) বন্ধু! ধন্য তোমার মানসিক বল।

তুমি শুধু কর্ম্মেন্দ্রিয়কে জয় করনি—ভক্তিতে বিশ্বগুরুকেও পরাস্ত ক'ল্লে !

মাধব। সনাতন, ভাই আমার! তুমি বিবাহ কর। কাঞ্চন, তোমাকে চায়—সে যোগ্যপাত্রেই ভার ন্যস্ত ক'রেছে। তুমি কর্ম্ম— সে সাধনা, তুমি উদ্যমের ভাবোচ্ছ্বাস—সে উৎসাহের পূর্ণ বিকাশ; তোমাদের মহাসম্মিলন, বিশ্বের এক মঙ্গল আধার গঠন ক'র্ব্বে।

সনা। এতদূর অগ্রসর হ'য়ে—পশ্চাতে অন্ধকারের নিভৃত গুহায় ফিরে যাব'! শান্তির উৎসে অবগাহন ক'রে—অশান্তির হ্রদে ম'জে থাক্‌বো—তা কেমন ক'রে হয় দাদা!

মাধব। পবিত্রতাময়ি যে জন্মক্ষেত্র হ'তে ছুটে এসেছ, তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, নবসংস্কারের মহামন্ত্রে নির্ব্বাণত্ব আন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এই সংসার বন্ধনে ধরা দিয়ে মুক্তির প্রবাহ "গীতার" সৃজন করেছিলেন। রাজর্ষি জনক, জন্মমুক্তযোগী—মহাত্মা শুকদেবকেও পরাস্ত করেছিলেন। তোমাদের পুরুষ প্রকৃতি মিলিত শক্তি—পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে বাৎসল্যরসে যেমন অবগাহন করাতে পার্'বে —এমন অন্য শক্তি বিরল।

কপি। গুরুর আদেশ পালন কর সখা! নূতন ব্রতে ব্রতী হও। ঐ কর্ম্মময় জীবন, নবীন উদ্দীপনায় নব আদর্শে রাঙিয়ে তোল। ভাবসজ্যের দক্ষিণ বাতাসে অনুরাগের পিক ডেকে উঠুক্। প্রেমের অমৃতবারি সিঞ্চনে বসন্তের নববল্লরী মুকুলিত হ'ক্। সেই ভক্তি রুদ্র ফাগুনের অগ্নিময় চরণে—বিবেক প্রকৃতি তার নগ্নসৌন্দর্য্য ঢেলে দিয়ে—জগতের যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খল লীলার ধ্বংস করুক্।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ হইল।)

মাধব। (কাতরভাবে) কে আর্ত্তনাদ ক'ত্তে ক'ত্তে যাচ্চে?

কপি। একজন ব্যাধিগ্রস্ত মহাপাপী!

মাধব। আহা, বড়ই অভাগা—যাও সমাদরে ল'য়ে এস!

(সনাতনের প্রস্থান ও সাতকড়িকে লইয়া প্রবেশ।)

সাত। হে সন্ন্যাসী, করুণ হৃদয়! হতভাগ্যের ক্রন্দনে বেদনা পেয়েছ, কিন্তু পা'র্‌বে কি! যন্ত্রনাকাতর তপ্ত অশ্রু মুছিয়ে—মলিন মর্ম্ম ঘুচিয়ে—ভাঙ্গা বুকখানা জুড়ে দিতে? পারবে না, কেউ পারেনি! দুষ্কর্ম্মের ফল—বিস্ফোরকময় এই হস্তের প্রদাহ নিয়ে—সারাবিশ্ব ছুটে বেড়িয়েচি—কোথাও একটু সহানুভূতি পাইনি; পাপের প্রতিমূর্ত্তি দেখে—ঘৃণায় তাচ্ছল্যে সবাই নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে সরে দাঁড়িয়েছে!

মাধব। ভাই, পাপ স্বীকারই মুক্তি! বল, জীবনে তুমি কি কি পাপ ক'রেছ?

সাত। বৌদ্ধ-সঙ্ঘ ডাকাতের কেন্দ্রে পরিণত ক'রে—পাপের প্রধান সহায় আমি—আজীবন লুণ্ঠন ক'রেছি—দীন দুঃখীগণের মুখের অন্ন, পবিত্র কুমারী-ধর্ম্ম, সতীর সতীত্ব; আর দল পুষ্টি করবার জন্য কত শত অভাগা জননীর নয়নের মণি তাদের সুকুমারমতি শিশুপুত্রগণ। ভবিতব্যতার চির কলঙ্কিত অদৃষ্ট পরিহাসের সে মসীবর্ণ—ইতিহাস আর ব'ল্‌তে পারি না—জন্মভোর ব'লেও ফুরাবে না। এক সময় আমি তোমাদের বিশেষ শত্রুতা করে'ছি! হে ব্রাহ্মণগণ! আমি প্রাণভিক্ষা চাইনা—মৃত্যু চাই। প্রতিশোধ নিয়ে, এই প্রদাহপূর্ণ ব্যাধি হ'তে আমায় মুক্ত কর। উঃ! বড় যন্ত্রনা! আমি তিলে তিলে দগ্ধ হ'চ্চি।

কপি। ব্রাহ্মণ প্রতিশোধ নিতে জানে না; স্নেহে, শ্রদ্ধায়,

মার্জ্জনায় বিশ্বকে—বুকের মাঝে টেনে নিতে জানে। এই গুণেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, তাঁর পদরজ নারায়ণের বক্ষের ভূষণ।

মাধব। যতদিন ব্রাহ্মণ, আত্মপর সমজ্ঞানে গরীয়ান্, ততদিন—ততদিন তিনি দেবতা হ'তেও শ্রেষ্ঠ—আসন তাঁর—এক অপার্থিব মহিমাময় অসীম মহালোকের মধ্যে দেদীপ্যমান। ভাই! তোমার যাবতীয় পাপ আমি গ্রহণ ক'ল্লেম। তুমি ব্যাধিমুক্ত হও। তোমার হস্তের প্রদাহ আমার বামহস্তে আশ্রয় করুক্।

সাত। না, না, তা হয়না! ভুক্তভোগী আমি—এর বড় যন্ত্রণা—অতি বড় শত্রুকেও যেন এ ব্যাধি স্পর্শ না করে।

মাধব। মুক্ত তুমি! চির নির্ম্মল হও।

(সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইল, সাতকড়ির হস্তের প্রদাহ মাধবের বামহস্ত আশ্রয় করিল ও দেখিতে দেখিতে তাহার হস্ত ভীষণ স্ফীত এবং যন্ত্রণার আধার হইল—সাতকড়ি ব্যাধিমুক্ত হইল।)

সনা। আমরা থাক্‌তে ঐ ব্যাধি আপনি গ্রহণ ক'ল্লেন? তা হয় না; দেবতার নির্ম্মাল্যরূপে আমাদের প্রদান করুন।

মাধব। দাও, দাও, কে আছ বেদনাতুর—রুগ্ন জরাজীর্ণ হিয়া পাপী তাপী হতভাগ্য নর! তোমাদের যাবতীয় বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দাও! মুক্ত হও তোমরা। বিশ্বের ভাব যুগে যুগে বহন ক'রে আমি ধন্য হই। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) যাই—যাই—আর আমি থাক্‌তে পাচ্চিনা—ঐ! ঐ, পীড়িতের আর্ত্তনাদ আমায় কাতর ক'চ্চে, কি, মর্ম্মভেদী স্বর—কি করুণ—হৃদয়স্পর্শি আহ্বান!

[বেগে প্রস্থান।

সনা। আর্ত্তের পরিত্রাণের জন্য দাদা আমার উন্মাদ। চলুন, চলুন, আমরাও পশ্চাদ্বর্ত্তী হই। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যানস্থ পথ।

সনাতন ও কাঞ্চন।

কাঞ্চন। অন্ধকার সন্ধ্যা সার্থক! এর স্মৃতির ইতিহাসে এমন মধুর উজ্জ্বল পাতা একখানিও ছিল না।

সনা। ফাগুনের ফুলের হাটের লাবণ্য তুমি—পূর্ণিমার রজত রেখায় দশদিশি আলোকিত ক'রেছ।

কাঞ্চন। তোমার সুধাকণ্ঠের স্নিগ্ধবাণী—ঠিক যেন উচ্ছ্বসিত ঝর্ণার জলে চাঁদের কিরণ ঢেলে দিচ্ছে।

সনা। দক্ষিণ বাতাস কুসুমের গন্ধে মেতে উঠে, স্নিগ্ধতায় বিশ্বকে মাতায়।

কাঞ্চন। আষাঢ়ের মেঘের মত গাঢ় হ'য়ে—অকস্মাৎ এই পুলক বর্ষণ আরম্ভ হবে—তা জানা ছিল না!

সনা। এইরূপ বর্ষণ না হ'লে—তোমার মত স্বচ্ছ তটিনীর সৃষ্টি হ'তো কি! যে নদী গানের সুরে ঢেউয়ের মাতামাতি ক'রে দুই তীরে ফুল ফুটিয়ে সোণার ফসল ফলিয়েছে?

কাঞ্চন। আনন্দের সঙ্গে এত অনুরাগ মাখিয়ে—কোন্ ভাবরাজ্যে নিয়ে যাচ্চো!

সনা। কোকিল যেমন করে : বন্দনাগীতি গেয়ে—বসন্তের রাণীকে হিমানীশীতল মাঘের শেষে—বিশ্বরাজ্যে ডেকে আনে।

কাঞ্চন। এই মুর্চ্ছনার চমক চঞ্চল গতির নিবৃত্তি কোথায় ?

সনা। যেথা প্রবৃত্তি ভিখারী হ'য়ে—তার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়ে দেয়।

কাঞ্চন। দেবতা তুমি! উপভোগ ত্যাগ ক'রে অনুভবের মধ্যে নিজেকে হারিয়েছ।

সনা। হাসির মত সুন্দর তুমি—কবিতার ছন্দের মত ললিত মাধুর্য্য তুমি—শিশিরে ভেজা গোলাপের মত শুভ্র নিস্পৃহতায় নিমগ্ন র'য়েছ!

কাঞ্চন। আমাদের দাম্পত্য জীবনের ব্রত যেন দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় উদযাপিত হয়।

সনা। দূরে—ঐ শিউলি গাছের আড়াল থেকে একটী দোয়েল ডেকে উঠ্‌ল—তোমার কথার প্রতিধ্বনি নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী ক'চ্চে। চল কাঞ্চন! ঐ পুণ্যতোয়া গোদাবরী তটে যাই, যথায় মহত্বের গভীরতা, উদার অসীম গতি, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নীল আকাশের গায় নিজের অস্তিত্ব হারাতে ব'সেছে। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উপবন সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য পথ।

(দূরে চিত্রা পুষ্পচয়ন করিতেছিল—একটি বন্য বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মন্ত্রী, যক্ষশীলা ও শরীররক্ষীগণের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। এই দিকে—এই দিকে মহারাজ! ঐ, ঐ, গাছটার আড়াল দিয়ে ছুটে পালাচ্চে!

যক্ষ। (বাণ নিক্ষেপ করিয়া) সব ব্যর্থ হ'ল—ভল্ল দিন, ভল্ল দিন, এখনও অধিক দূর যেতে পারেনি! (বরাহ চিত্রার নিকটস্থ হইল।)

মন্ত্রী। বালিকা, স্থান পরিত্যাগ কর—স্থান পরিত্যাগ কর!

(তদ্দণ্ডেই বরাহ, দুইটি রাজ-শরীররক্ষীকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল। চিত্রা চকিতে একটি ভগ্ন বৃক্ষদণ্ড লইয়া নির্ভয়ে বরাহের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে সংহার পূর্ব্বক উভয়ের প্রাণ রক্ষা করিল।)

যক্ষ। (বেগে চিত্রার সম্মুখীন হইয়া) ধন্য বালিকা, ধন্য তুমি! তোমার অসীম সাহসিকতা, অপূর্ব্ব কৌশল, সকলকে স্তম্ভিত ক'রেছে!

মন্ত্রী। মহারাজ! কান্যকুব্জের রাণী হবার একমাত্র যোগ্যা—এই শক্তিময়ী দেবী! যিনি নারী হ'য়ে পুরুষ-বিক্রমকে লজ্জিত করেছেন—পরের প্রাণরক্ষার্থে নিজের প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নন্—শত্রু সংহারে ও পরিচর্য্যায় যাঁর করযুগ—কুসুম কোমল নবনীত—আবার বজ্র অপেক্ষাও কঠিন—সেই বীরাঙ্গনা মা—আজ আমাদের সম্মুখে। যাই দেখি, এ বিষয় রাজকবির কি অভিমত।

[যক্ষশীলা ও চিত্রা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যক্ষ। তুমি রমণীর মণি! দেবী হ'তেও উচ্চে—আরও উচ্চে। যেখানে কল্পনার গতিবিধি নাই—তুমি সেই মহালোকের। চিত্রা, চিত্রা, তুমি কি আমার সাহায্যকারিণী হবে?

চিত্রা। হে রাজার রাজা—সম্রাটের সম্রাট—দেবলোকের অধি

—তুমি তা হ'তেও বড়। অচিন্ত্য অসীমময়—ধারণাতীত প্রভু! দেখ, আমি—ঐ শ্রীপদ ভিন্ন যে আমার অন্য গতিবিধি নাই!

যক্ষ। নারীর অন্তর এত অনুরাগে ভরা? জগদীশ্বর! এ তোমার স্নেহের দান! চিত্রা—চিত্রা—(হস্তধারণ।)

চিত্রা। প্রভু, দেবতা! চলুন, পিতৃচরণ বন্দনা করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আশ্রম সম্মুখ।

মাধবাচার্য্য, যক্ষশীলা, সনাতন ও ব্রাহ্মণগণ।

সনা। দাদা, দাদা! বিশ্বের পাপভার বহন ক'রে কঠোর সাধনায়—উন্মাদের মত কাটিয়েচ। বহুদিন পরে তোমায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে পেয়েছি। তোমার ঐকান্তিক সাধনার ফলে—ধরা আজ শান্তি নিকেতনে পরিণত। চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের স্রোত বইচে—দ্বৈতবাদীগণের পূর্ণপ্রভায় দিক্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত। এই আনন্দের দিনে—বিশ্বকে কাঁদিয়ে—আবার কোন্ নব সাধনায় ব্রতী হ'তে যাবে?

মাধব। ভাইরে! তপস্যার শেষ নাই। তপস্যায় মানুষকে দেবতা করে! বল্মীকস্তূপ—সুবর্ণস্তূপে পরিণত হয়; এর অবিরাম গতির বিরাম নাই—যত অগ্রসর হবে, তত যাবার আকাঙ্ক্ষা বাড়্‌বে। ধর্ম্মের বিজয় গর্ব্বে—ভারত যাতে চিরদিন সোণার ভারত থাকে—ভারতের কণামাত্র অনুকম্পা নিয়ে যাতে বিশ্বমানবের পরিত্রাণ হয়—এই সংকল্প সিদ্ধির জন্য আমি মহাসাধনায় যাত্রা ক'চ্চি।

ব্রা-গণ। ঈশ্বরে আপনাতে কোন পার্থক্য নাই—আমরা আপনাকে কোন্ প্রাণে বিদায় দো'ব?

যক্ষ। দেব! আমি যে ঐ শ্রীচরণ ভিন্ন জানিনা। আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আপনি—আর কি আপনাকে ফিরে পাবনা?

মাধব। ফিরে পাবে; মূর্ত্তিমতী সাধনা—আবার এক নব শক্তিতে ফিরে আস্‌বে, যেদিন প্রপীড়িত ব্রাহ্মণগণের করুণ আহ্বান—অধর্ম্মের গ্লানিতে ব্যোমপথ ভেদ ক'রে কাতরকণ্ঠে বেজে উঠ্‌বে।

সনা। দাদা, দাদা! বুক যে ফেটে যায়।

মাধব। হে আমার তরুণ জীবনদল! অশ্রু সংবরণ কর। মুক্তিপথের নিশানধারী, তোমরাইত বিশ্বকে পথ দেখিয়ে, যুগে যুগে স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা ক'রে এসেছ। বর্ষার দুর্য্যোগে প্রলয়ের ঝড় মাথায় ক'রে আত্মভোলা তোমরা—মান, সম্পদ, সমাদরের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছ। আজ আমার অভাবে ভগ্নমনোরথ হ'ও না।

যক্ষ। জানিনা দেবতা, আবার কোন্ দেবলোক অলঙ্কৃত ক'র্‌বেন।

মাধব। ভারতের তীর্থক্ষেত্র ছেড়ে আমি কোথাও যাবনা। এমন পবিত্র আলো—স্নিগ্ধ বাতাস—স্রোতস্বিনীর স্বর্গমুক্ত ক্ষীরধারা, এমন কোথায়? এখানকার ধর্ম্মের লীলা খেলায় আনন্দের লুট হয়—ত্যাগের সঙ্গীতে হৃদয় ভাণ্ডার উপ্‌চে উঠে। শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড়কুন্তলা—নীলাম্বরাপরিধানা—বরাভয় সংবিধায়িনী প্রফুল্লাননী জননীর—আলক্তরাগরঞ্জিত পা দুখানি বুকে ধ'রে হিমালয়ের নিভৃত গুহায়—কল্প কল্প যুগ ব'সে থাক্‌বো।

যক্ষ। আপনার প্রেমের গানে রোগী বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ছে। অশীতিপর বৃদ্ধ—বহু বর্ষের সঞ্চিত দুঃখের.ভার নামিয়ে—আবার সবল হয়েছে। ঋণভার জর্জ্জরিত কৃষক—মরুভূমি কর্ষণ করবার জন্য—লাঙ্গল কাঁধে ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমাদের সে শক্তি কোথায় প্রভু?

মাধব। আমার বেদান্ত দর্শন—সূক্ষ্ম প্রাঞ্জল ভাষ্য র'ইল। যার অনন্তশক্তি একদিন সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আশীর্ব্বাদ করি রাজা! তোমরা পতি পত্নী, রাম সীতার ন্যায় বাঙ্গোলোর সিংহাসন অলঙ্কৃত কর! আর বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের স্থাপক হ'য়ে—ব্রাহ্মণ্য দেবের পূজায় আত্মদান ক'রে—যুগ ধর্ম্ম রক্ষার্থে ত্রিভুবনের আদর্শ হও।

যক্ষ। আজ হ'তে এ রাজ্য ব্রাহ্মণের! যতদিন জীবিত থাক্‌ব—ততদিন ভূদেব ব্রাহ্মণের সেবায় কাটিয়ে দোব। গর্ব্বের নিদর্শন, এই রাজমুকুট—নারায়ণের প্রীতি কামনায়—ব্রাহ্মণের উদ্দেশে সমর্পণ ক'র্‌লাম। ধর্ম্মরাজ্য রক্ষণে কিঙ্করের কার্য্যে—এই অসিমাত্র আমার অবলম্বন রইল।

(সম্মুখস্থ সুবর্ণমণ্ডিত বৈদিক বেদিকায় মুকুট রক্ষা করিলেন।)

সকলে। ধন্য, ধন্য মহারাজ!

মাধব। ভাই সনাতন, আমার শেষকার্য্য সমাপ্তি ক'র্‌বে তুমি! ভারতের চতুঃসীমায় যে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রেছি—বৈদান্তিক ক্রিয়ায় ভগবানের অর্চ্চনায়—নর-নারায়ণের সেবায় পুণ্যপ্রভায়, চিরদিন সেই মন্দির সমুজ্জ্বল ক'রে রেখো।

সনা। পায়ের ধুলা দাও দাদা! যেন তোমার কার্য্যে এ পরমাত্মার জয় হয়।

মাধব। আমার প্রাণের প্রাণ ব্রাহ্মণগণ! দেখো, মুখ রেখো; আমার বড় সাধের, বড় আশার, বহুকষ্টে গড়া নিষ্কাম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, যেন অনাচারে ভ্রমবশে তার মর্য্যাদাহানি ক'রনা। জেনো, তোমাদের পতনে ভারতের পতন—তোমাদের উত্থানে ভারতের উত্থান। ভারতের প্রাণ—ধর্ম্মে অনুরাগ, ভারতের সম্পদ—সর্ব্বত্যাগ, ভারতের শক্তি—বিশ্বজনীন প্রেম। ঐ মহৎভাবে হৃদয় চির গঠিত ক'রে—শ্রীহরির শরণাপন্ন হও। অহরহঃ তাঁর নাম কীর্ত্তন কর, তাঁর মধুময় নাম সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত কর। সেই দীনের কাঙাল দীননাথের শ্রীচরণতলে মিশিয়ে যাও। এই শুভযাত্রার সময় বল—হরের্ণামৈব, হরের্ণামৈব, হরের্ণামৈব কেবলম্।

সকলে। হরের্ণামৈব—হরের্ণামৈব—হরের্ণামৈব কেবলম্।

মাধব। (শূন্যদেশে চাহিয়া) ঐ, ঐ ব্রাহ্মণ্যদেব! বৈষ্ণবী রূপিণী পরমা প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে—মহাশূন্যে অবির্ভূত হয়েচেন। মরি, মরি, কি পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! কি স্নিগ্ধ সুশীতল প্রভা! মন প্রাণ বিগলিত হ'চ্চে। দয়াময়! বহুদিন তোমার সুধাংশুলাঞ্ছিত মুখখানি দেখিনি—কমল বাঞ্ছিত পদে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি দিইনি; আমায় সেবার অধিকার দাও,—সেবার অধিকার দাও!

(শূন্যে জ্যোতিঃ বিকাশ—প্রেমোন্মত্ত অবস্থায়
মাধবাচার্য্য মহাপ্রস্থান করিলেন।)

ব্রাহ্মণগণ। ওঁ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোবিন্দায় বেদান্ত রূপিণে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় শ্রীজগদ্‌গুরবে নমঃ॥

(সকলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন।)

যবনিকা পতন।

লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি উক্ত দেশবিশ্রুত গ্রন্থকার—

শ্রীযুক্ত প্রসাদ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন প্রণীত

তুলসী-প্রতিভা

বা

ভক্তকবি তুলসীদাস।

[এফ. ডি, ক্লাব কর্ত্তৃক মনোমোহন থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত ও হিতবাদী, ডেলিনিউস্, সারভেন্ট, ভারতবর্ষ ইত্যাদি সাময়িক পত্রে এবং "জয়দেব" প্রণেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ শাস্ত্রী, মণিষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ভক্তিমূলক ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক।]

রামনামের প্রেমিক, হিন্দিরামায়ণ রচয়িতা, দ্বিতীয় বাল্মিকী ভক্তাবতার তুলসীদাসের অলৌকিক জীবনী ও তুলসীপত্নী রত্নাবলীর আত্মত্যাগ, মতিমালার নিঃস্বার্থ প্রেম, কমলার সতীত্ব, সুবেদার নন্দিনীর মনীষা, চরিত্রবলের নিকট নবাব ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণের পরাভব ইত্যাদি ঘটনা বৈচিত্রে ও ভাবমাধুর্য্যে অমানুষিক প্রতিভার ঘাতপ্রতিঘাতে, ভাষায় ও সঙ্গীত ঝঙ্কারে ও হাস্যরসে এই নাটক শিক্ষাপ্রদ ও আদর্শস্থানীয়। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক পেপারে ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই। মূল্য এক টাকা মাত্র।

উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

২। বসন্ত প্রসূন।

(আবেগময়ী কবিতা-গ্রন্থ)

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৩। মাধবাচার্য্য।

(ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গরিমায়দীপ্ত, স্বদেশ প্রেমে উচ্ছ্বাসিত,
সর্ব্বজন প্রশংসিত পঞ্চাঙ্ক নাটক।)

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৪। সফল-স্বপন।

(যন্ত্রস্থ)

(হিন্দু মুসলমানের মহাসম্মিলন, আদর্শ জননী এবং বিশ্বপ্রেমের
জলন্ত নিদর্শনপূর্ণ সামাজিক নাটক।)

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।
